শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী

——০॰৪০৪॰০——

মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
বিরচিত।

প্রভুপাদ
শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন
কর্ত্তৃক পরিদর্শিত।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল
কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

সাধনা-পত্রের সম্পাদক
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ,
কর্ত্তৃক কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৷৹ আনা।

কুমিল্লা শঙ্করপ্রেসে শ্রীরজনীকান্ত নাথ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

ভক্তির স্বরূপ, ভক্তির আবির্ভাবের ক্রম, ভক্তির লোকাতীত মহিমা—এই সকল বিষয় অতি সরলভাবে শ্রীগৌড়ীয়-সমাজে প্রচার করিবার জন্য আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "মাধুর্য্যকাদম্বিনী" নামক গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের এই গ্রন্থ বাঙ্গলা পদ্যে কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী-মহাশয়ের ঐ গ্রন্থ বটতলা হইতে একবার মুদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-মহাশয় গুরুপ্রণালী অনুসারে বাবাজী-মহাশয়ের পূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষ—এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শ্রীল বিশ্বনাথকে শ্রীরূপ-গোস্বামীর অবতার বলিয়া স্তব করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালী-জাতির গৌরব। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের জন্য কি করিয়াছেন—তাঁহার জীবনী-প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে তাহার বিন্দুমাত্র আভাস প্রদানের চেষ্টা করিয়াছি। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে তাহা আলোচনা করিবার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথের একখানি জীবনী গ্রন্থ প্রণয়নে অযোগ্য হইলেও অতি লোভবশে হস্তার্পণ করিয়াছি। অদোষদর্শী শ্রীশ্রীবৈষ্ণববৃন্দের কৃপাশীর্ব্বাদ থাকিলে উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে।

আধুনিক-জগতে নিত্যধামগত অদ্বৈতবংশাবতংস শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামি-প্রভু সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ৪০৫ গৌরাব্দে পাক্ষিক-বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের জীবনী সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় নিত্যধামগত শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ৪১২ গৌরাব্দে (১৩০৪ সালে) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের বিন্দু, কিরণ, কণা, রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা ও মাধুর্য্যকাদম্বিনী এই পাঁচখানি পুস্তক বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ এতই জনপ্রিয় হয় যে, তিন বৎসর পরে উহার আর একটী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রভুপাদ প্রেমসম্পুট প্রভৃতি শ্রীল বিশ্বনাথের আরও কয়েকখানি পুস্তক স্বকৃত টীকা ও অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। ঐসকল গ্রন্থ আর পাওয়া যায়না দেখিয়া আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও প্রভুপাদ

শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতঃ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদধূলি মস্তকে বহন করিয়া এই গ্রন্থরত্বের সম্পাদনে সাহস করিয়াছি।

শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী প্রভুর কৃপায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। তদীয় প্রিয়শিষ্য বৃন্দারণ্যবাসী সুহৃদবর শ্রীযুক্ত দীনেশ চরণ দাস মহাশয় এ ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন। মাদৃশ জীবের পক্ষে ভ্রম-প্রমাদাদি নিতান্ত স্বাভাবিক, আশাকরি কৃপাপরায়ণ অদোষ দর্শী বৈষ্ণবগণ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

হিতবাদী-কার্য্যালয় } বৈষ্ণবদাসানুদাস
৭০ নং কলুটোলাষ্ট্রীট, কলিকাতা } শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর যে ত্রিলোকপাবনী প্রেমশক্তি শান্তিপুরকে ডুবাইয়া নদীয়াকে ভাসাইয়া দাক্ষিণাত্যে, উৎকলে ও গৌড়দেশে তরঙ্গলীলা বিস্তার করিয়াছিল, সেই প্রেমশক্তি তাঁহার পরম কৃপাপাত্র শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই নরোত্তমশাখারই অনুত্তম ফল পরমভাগবত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বনাথের অলৌকিক-শক্তিতে ও অসাধারণ প্রতিভায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে এক নবযুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বৃন্দারণ্যবাসী গোস্বামিগণের অপ্রকটাবস্থায় বিশ্বনাথই শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধার-রূপে বৃত হইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে নানা বিপৎসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন।

নদীয়া-জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম বহুদিন হইতে পাণ্ডিত্য ও বিদ্যা-চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। এই স্থানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে কোনও প্রধান অধ্যাপক-বংশে আনুমানিক ১৫৭৬ শকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আবির্ভূত হন। বিশ্বনাথের পিতামাতার নাম জানিতে পারা যায় নাই। ইঁহার জ্যেষ্ঠসহোদরের নাম রামভদ্র, মধ্যম সহোদরের নাম রঘুনাথ,—বিশ্বনাথ কনিষ্ঠ। বিশ্বনাথ বাল্যকালে স্বগৃহে অবস্থান করিয়াই ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদির পাঠ শেষ করিয়া মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরবর্ত্তী সৈয়দাবাদ নামক স্থানে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

গুরুপ্রণালী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশ-প্রাপ্ত শ্রীলোকনাথ-গোস্বামি-মহাশয়ের একমাত্র শিষ্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরই গৌড়দেশে বৈষ্ণব-শাস্ত্র, শুদ্ধ-রসমাধুর্য্যগর্ভ কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সদাচারের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহাদের শাখা ও উপশাখায় পুনরায় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীল

ঠাকুরমহাশয় ১৫৩৩ শকাব্দায় কার্ত্তিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে আত্মগোপন করিলে তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার অভিন্নপ্রাণ শ্রীল রামকৃষ্ণ আচার্য্য ঠাকুরই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আশ্রয়-স্বরূপ পরিগণিত হন। শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার অনুরূপা পত্নী রামনারায়ণী-দেবীর গর্ভে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে একটী মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অভিন্নপ্রাণ সখা ও পরমার্থভ্রাতা শ্রীল রামকৃষ্ণ আচার্য্যের ঔরসে তাঁহার মূর্ত্তিমতী ভক্তিস্বরূপা পতিব্রতা ভার্য্যার গর্ভে রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচরণ নামক দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কনিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই রামকৃষ্ণ আচার্য্য ঠাকুর স্বীয় সখা গঙ্গানারায়ণকে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে দান করেন।

যথা নরোত্তমবিলাসে—

"রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ এক প্রাণ।
দেহ মাত্র ভিন্ন লোকে করে এক জ্ঞান॥
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী সন্তান-রহিত।
কে বুঝিতে পারে তাঁর অকথ্য চরিত॥
আচার্য্য জানিয়া মনোবৃত্তি হর্ষমনে।
অল্পকালে দিলা পুত্র গঙ্গানারায়ণে॥"

শ্রীকৃষ্ণচরণ ভক্তি-শাস্ত্রের অনুশীলনে ও সাধারণ ভক্তির আচরণে স্বকুলেরই অনুরূপ হইয়াছিলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী বালুচরের গাম্ভীলা নামক পল্লী গঙ্গানারায়ণের নিবাসস্থান ছিল। শ্রীকৃষ্ণচরণ শ্রীমদনমোহন নামক শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা প্রবর্ত্তন করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার "স্তবামৃতলহরী"র পরমগুরু-প্রভুবরাষ্টকে বলিতেছেন—

"স্থিতিঃ সুরসরিত্তটে মদনমোহনো জীবনম্।
স্পৃহা রসিক-সঙ্গমে চতুরিমা জনোদ্ধারণে॥
ঘৃণা বিষয়িষু ক্ষমা ঝটিতি যস্য চানু ব্রজে।
স কৃষ্ণচরণপ্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্॥"

"গঙ্গাতীরে যাঁহার স্থিতি, মদনমোহনই যাঁহার জীবন, রসিক-ভক্তগণের সঙ্গলাভই যাঁহার ইচ্ছা, পতিতজনের উদ্ধার-বিষয়ে যাঁহার পটুতা, বিষয়িগণে

যাঁহার করুণা এবং অনুগত ব্যক্তির প্রতি যিনি অতিশীঘ্র ক্ষমাশীল, সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ আমাকে স্বপাদামৃত-দানে অনুমতি প্রদান করুন।" শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর উপযুক্ত পুত্র শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী। ইনি শাস্ত্রজ্ঞানে প্রবীণ, পরমভক্ত এবং অতিশয় উদার-স্বভাব ছিলেন। ইনি সৈদাবাদে বাস করিয়া উপযুক্ত শিষ্যগণকে শ্রীভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইতেন। বৃদ্ধবয়সে ইঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীধামবৃন্দাবন আশ্রয় করিলে ইনিই শ্রীমদনমোহনের সেবাভার গ্রহণ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীভাগবত অধ্যয়নকালে ইঁহারই গুণে বিমোহিত হইয়া ইঁহারই শ্রীপদাশ্রয় করেন। কেহ কেহ শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যকে, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় "স্তবামৃত-লহরী" নামক গ্রন্থে "শ্রীগুরুচরণ-স্মরণাষ্টকম্" স্তবে শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তীকেই স্বীয় গুরুনামে অভিহিত করিয়া স্তব করিয়াছেন। যথা—

"শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ।" অর্থাৎ "শ্রীরাধারমণ নামক গুরুবরকে আমি ভূমিতে নিপতিত হইয়া হর্ষভরে বন্দনা করিতেছি।"

অধ্যয়ন ও শাস্ত্রপ্রচার।

শ্রীভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইনি সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুকুলে বাস করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার ও টীকাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। গৌড়দেশে সংস্কৃত-বিদ্যার আলোচনা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল এবং তৎকালে সাধারণ শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ শ্রীল গোস্বামিপাদগণের প্রকাশিত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের আলোচনায় সমর্থ হইতেছিলেন না। কিন্তু গৌড়ীয়-কুলচূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে নিখিল ভক্তিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সার সংগৃহীত হইয়াছিল। মহাদয়ালু শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় বঙ্গভাষায় প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা গ্রন্থ প্রচার করিয়া বৈষ্ণবগণের সাধনবর্ত্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থ ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা যাহাতে অপসিদ্ধান্ত-দুষ্ট না হয়, তজ্জন্য ঐ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। যাঁহারা শ্রীহরি-ভজনে একান্ত আগ্রহশীল, অথচ

ব্যাকরণাদিশাস্ত্রে অধিকার না থাকায়—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ও শ্রীলঘুভাগবতামৃত এই অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থত্রয় পাঠ করিতে বা সম্যক্ আলোচনা করিতে সমর্থ নহেন—তাঁহাদিগের জন্য তিনি এই তিন গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার অতি সরল সংস্কৃতভাষায় 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু' "শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিকিরণ" ও "শ্রীভাগবতামৃতকণা" নামে সংগ্রহ করিয়া ঐ সময়ে প্রচার করেন। অনন্তর তিনি সারার্থবর্ষিণী নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা, আনন্দ-চন্দ্রিকা নামে উজ্জ্বল-নীলমণির টীকা, বিদগ্ধমাধবের টীকা, ললিতমাধবের টীকা, গোপালতাপনীর টীকা এবং সুবোধিনী নাম্নী অলঙ্কার-কৌস্তুভের টীকা প্রকাশ করেন। কোন্ সময়ে এই পুস্তকের টীকা রচনা আরম্ভ হয় এবং কোন্ সময়ে শেষ হয়, তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ করা না গেলেও সৈয়দাবাদ-বাসকালেই যে উক্ত গ্রন্থাবলীর টীকা রচিত হয়, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কারণ, উহার মধ্যে বহু টীকাতেই "সৈয়দাবাদ-নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথশর্ম্মণা" অর্থাৎ সৈয়দাবাদ-নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্ম-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে আগমন।

ইহার পরেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। ঐ সময়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবনের নানাস্থানে অবস্থান করিতেন এবং ঐ সময়ে স্বসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি শ্রীভাগবতের সারার্থদর্শিনী নাম্নী টীকা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার কৃত তৃতীয়-স্কন্ধের টীকা শেষ হইবার সময় তিনি যমুনাতটে বাস করিতে-ছিলেন—একথার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬২৬ শকাব্দায় সারার্থদর্শিনী টীকার রচনা শেষ হয়।

বিশ্বনাথ বৃন্দাবন গমন করিবার পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বসম্পদ ও শ্রীর অপহ্নুতি ঘটিয়াছিল। শ্রীল গোস্বামিপাদগণের তিরোভাবের সঙ্গেই অপ্রাকৃত শ্রীধাম আপনার মহিমা ও সৌন্দর্য্য গোপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের প্রিয়-শিষ্যমণ্ডলীরও ক্রমশঃ তিরোভাব ঘটিতেছিল। স্বয়ং প্রকাশ শ্রীবিগ্রহসকলও যবনের অত্যাচারের ছলে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিতেছিলেন। অনুমান ১৫৯২ শকাব্দায় মোগল সম্রাট্ অওরঙ্গজেব সসৈন্যে মথুরায় আগমন করিয়া বুন্দেলরাজ বীরসিংহদেব কর্ত্তৃক বহুলক্ষটাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীকেশব-

দেবের শ্রীমন্দির ধ্বংস করেন। শ্রীধামের পূজারিগণ পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পাইয়া বৃন্দাবন, গোকুল, মহাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীবিগ্রহগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিলেন। বৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া শ্রীগোপীনাথ, মদনমোহন, গোবিন্দ, রাধাবিনোদ, রাধাদামোদর প্রভৃতি চলিয়া গিয়াছিলেন; মথুরা হইতে শ্রীকেশব-দেবকে উদয়পুরে নাথদ্বারে রক্ষা করা হইল। যেস্থানে কল্পদ্রুমমূলে রত্নাগার-সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি শোভা পাইত, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেবের অপূর্ব্ব-শোভাশালী শ্রীমন্দির ভগ্ন হইল। শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীরাধামাধব প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীবিগ্রহগুলি জয়পুরের প্রথম জয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামসিংহের আশ্রয়ে নীত হইলেন। জয়পুরে গমন করিয়া বাঙ্গালী সেবাইতগণই তদবধি এই সকল বিগ্রহের সেবা করিতে থাকেন। শ্রীবৃন্দাদেবী কাম্যবনে যাইয়া শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়ায় তিনি সেইখানেই থাকিয়া গেলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাবও ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছিল। বিশ্বনাথ শ্রীবৃন্দাবনের এই অবস্থা দেখিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প হই-লেন। এই সময়ে অসাধারণ প্রতিভাশালী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কার্য্যের সহা-য়তা করেন।* বলদেব ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আনুগত্য করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রে সহজেই অধিকার লাভ করিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ বলদেবের সহায়ে ব্রজমণ্ডলে অধ্যাপনাদি দ্বারা গোস্বামিশাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। বৃন্দাবনধামে পুনরায় ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ হওয়ায় দলে দলে বিভক্ত ছাত্রগণ বৃন্দাবনে সমাগত হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ পুনরায় একবার গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গৌড়দেশেও তাঁহার শিষ্য ছিল।

---

* শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরের পরিবারভুক্ত। শ্রীল শ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিক মুরারি। শ্রীরসিক মুরারির পুত্র শ্রীরাধানন্দ ও শ্রীরাধানন্দের পুত্র শ্রীল নয়নানন্দ শ্রীরসিক মুরারিরই শিষ্য। শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য "বেদান্ত-স্যমন্তক" রচয়িতা শ্রীল রাধাদামোদর। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ইঁহারই মন্ত্রশিষ্য।

"ভক্তিরত্নাকর" ও 'নরোত্তম-বিলাসের' গ্রন্থকার নরহরি ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে স্বীয় পরিচয় প্রদান-স্থলে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রেঞাপুর-গ্রামনিবাসী স্বীয় পিতৃদেব জগন্নাথকে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" গ্রন্থের টীকাকার—শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অল্পকাল-মধ্যেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে তিনি স্থায়িভাবেই অবস্থান করিতে থাকেন। ঐ সময়ের একটী বিশেষ ঘটনার কথা তিনি স্বীয় "মন্ত্রার্থ-দীপিকা"য় উল্লেখ করিয়াছেন। কামগায়ত্রীর অর্থ-পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের—

"কাম-গায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥"

এই পদ্যটীর প্রমাণ কামগায়ত্রী যে কিরূপে চতুর্ব্বিংশ অক্ষর এবং অর্দ্ধাক্ষরে গঠিত, তাহা বুঝিতে পারেন না। কি করিয়া যে অর্দ্ধাক্ষরের অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ব্যাকরণ পুরাণ তন্ত্র নাট্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও তিনি উহাতে অর্দ্ধাক্ষরের উল্লেখ দেখিতে পাইলেন না। পরন্তু ঐ সকল শাস্ত্রেই স্বর-ব্যঞ্জন-ভেদে পঞ্চাশৎ অক্ষরের উল্লেখ আছে। শ্রীল জীব-গোস্বামীর শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের সংজ্ঞাপাদেও স্বরব্যঞ্জনাদিভেদে পঞ্চাশদ্ বর্ণের উল্লেখ আছে। মাতৃকান্যাসাদিতেও মাতৃকা-রূপের ধ্যানে কুত্রাপি অর্দ্ধাক্ষরের উল্লেখ দেখিতে পাইলেন না। পরন্তু বৃহন্নারদীয়-পুরাণে—শ্রীরাধিকার সহস্রনাম-স্তোত্রে শ্রীবৃন্দা-বনেশ্বরী রাধাকে পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, কবিরাজ-গোস্বামীর কি ভ্রম হইল? কিন্তু তাহাও ত হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-রহিত সর্ব্বজ্ঞ। যদি "খণ্ড-ত (९) কে" অর্দ্ধবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তাহা, হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ক্রমভঙ্গদোষে দোষী হন। কারণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন—

"সখি হে ! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ ।
কৃষ্ণবপুঃ সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে
ক'রে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥
দুইগণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি ।
ললাট অষ্টমী—ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু
সেই এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥
করনখ চাঁদের হাট বংশীর উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান ।
পদ নখ চন্দ্রগণ তলে করে সুনর্ত্তন
যার ধ্বনি নূপুরের গান ॥"

উদ্ধৃত বর্ণনায় প্রথমে কৃষ্ণমুখ—এক চন্দ্র, তাহার পর দুইগণ্ড দুই চন্দ্র, তাহার পর চন্দনবিন্দু পূর্ণচন্দ্র, চন্দনবিন্দুর নিম্নস্থ ললাটভাগকে অষ্টমীর ইন্দু বা অৰ্দ্ধচন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চমাক্ষরই অর্দ্ধাক্ষর হইবার কথা, কিন্তু 'খণ্ড-ত' (ৎ) কে অর্দ্ধাক্ষর ধরিলে, শেষাক্ষরই অর্দ্ধাক্ষর হয়—পঞ্চমাক্ষর হয় না। বিশ্বনাথ এই প্রকার সন্দেহে আকুল হইয়া ভাবিলেন, "যদি মন্ত্রাক্ষর গোচর না হয়, তবে দেবতাও গোচরীভূত হন না, অতএব উপাস্য দেবতার সাক্ষাৎকার না ঘটিলে দেহত্যাগই আমার কর্ত্তব্য।" এই মনে করিয়া মনোদুঃখে দেহত্যাগ-অভিলাষে রাধাকুণ্ডতটে নিপতিত হইলেন। এইরূপ সঙ্কল্পের পর রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে তাঁহার তন্দ্রা উপস্থিত হয়। ঐ অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উঠ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলই সত্য। তিনি নর্ম্মসহচরী, তিনি আমার অনুগ্রহে আমার অন্তঃকরণের সকল ভাবই অবগত আছেন। তাঁহার বাক্যে তুমি কোনরূপ সন্দেহ করিও না। কামগায়ত্রীই আমার ও আমার প্রাণ-বল্লভের উপাসনা-মন্ত্র, আমরা মন্ত্রাক্ষরদ্বারে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হই। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই আমাদিগকে জানিতে সমর্থ নহে। "বর্ণাগমভাস্বৎ" নামক গ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষর নিরূপণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে এবং যাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ

দাস কবিরাজ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাহা শ্রবণ কর; তদনন্তর তুমি এই গ্রন্থ দেখিয়া সকলের উপকার সাধনার্থ ইহার প্রমাণ সংগ্রহ কর।"

স্বয়ং বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া চেতনা লাভ করিয়া বিশ্বনাথ শীঘ্র উত্থিত হইলেন এবং হা রাধে—রাধে! বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে করিতে হৃদয়ে শ্রীরাধিকার আদেশবাণী ধারণ করিয়া তাহার পালনে যত্নবান্ হইলেন। অর্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়-বিষয়ে শ্রীরাধিকা যাহা বলিলেন, তাহাতে "যে য়-কারের পর "যি" অক্ষর আছে—সেই য়-কারই অর্দ্ধাক্ষর, তদ্ভিন্ন পূর্ণাক্ষর পূর্ণচন্দ্র।"

শ্রীরাধিকার কৃপায় মন্ত্রার্থ গোচর হওয়ায় বিশ্বনাথ ইষ্টদেব সাক্ষাৎ করিয়া সিদ্ধদেহে নিত্যলীলার পরিকরভুক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি রাধাকুণ্ডতীরে শ্রীগোকুলানন্দ-নামক শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় অবস্থানকালে শ্রীবৃন্দাবনের নিত্য-লীলামাধুর্য্য অনুভব করিয়া শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামীর "আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূর" সুখবর্ত্তিনী নাম্নী টীকা প্রকাশ করেন যথা,—

"রাধাসরস্তীরকুটীরবর্ত্তিনঃ প্রাপ্তব্যবৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনঃ।
আনন্দচম্পূ বিবৃতিপ্রবর্ত্তিনঃ সান্তো-গতির্মে সুমহানিবর্ত্তিনঃ॥"

এখন হইতে প্রধান শিষ্য বলদেবই শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করাইতেন। শ্রীবিশ্বনাথ অন্তর্দশায় ও অর্দ্ধবাহ্য-দশায় ভজনানন্দে অধিকাংশ কাল যাপন করেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমত-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোস্বামিপাদগণের প্রভাব কিঞ্চিৎ লোপ পাইবার পরই স্বকীয়া-পরকীয়াবাদ লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। বিশ্বনাথ শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াও পশ্চিমাঞ্চলের বৈষ্ণবগণের স্বকীয়াবাদের ভ্রম নিরসন করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত-স্থাপনমানসে "রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা" "গোপীপ্রেমামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু উহাতেও সমস্ত গণ্ডগোলের মীমাংসা হয় নাই। বিরুদ্ধ-পক্ষীয় বৈষ্ণবগণ ১৬৪০ শকে অম্বররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহকে বুঝাইলেন যে, শ্রীগোবিন্দের সহিত শ্রীরাধিকার পূজা শাস্ত্রসম্মত নহে, কারণ ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাধিকার নাম দৃষ্ট হয় না। রাজা অগত্যা শ্রীমতী রাধিকার মূর্ত্তি পৃথক্ গৃহে রাখিয়া তাঁহার স্বতন্ত্র পূজার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের

বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ তখন ইহার প্রতিকারের জন্য শ্রীবিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বনাথের আদেশে শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ জয়পুরে গমন করিয়া স্বকীয়াবাদী-বৈষ্ণবদিগকে পরাস্ত করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের এক সঙ্গে সেবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন। জয়পুরের গল্‌তায়ও—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের বেদান্তের কোনও ভাষ্য নাই, অতএব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে তত্রত্য গোবিন্দদেবের সেবাধিকারী করা উচিত নহে বলিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের বিবাদ হয়। তখন শ্রীল চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতীব প্রাচীন এবং তখন অধিকাংশ সময়ই তিনি ভজনানন্দে অর্দ্ধবাহ্য ও অন্তর্দ্দশায় অবস্থান করিতেন। তখন তাঁহার চলিবার শক্তিও ছিল না। তখন তাঁহারই আদেশে আবার তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ গল্‌তায় গমন করিয়া শাস্ত্রবিচারে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া তথায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গণের সেবাধিকার রক্ষা করিয়া আসেন। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সময়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের আদেশে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অত্যল্পকালেরই মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য-নামক সুপ্রসিদ্ধ মাধ্বগৌড়ীয়-ভাষ্য রচনা করেন। কিন্তু এ কথা কতদূর প্রমাণসহ, তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই; ভাগবত এই ব্রহ্মসূত্রের সূত্রকারনির্ম্মিত ভাষ্য, এই জন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ স্বমত-স্থাপনের জন্য কোনও পৃথক্ ভাষ্যের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এক্ষণে শ্রীসম্প্রদায়ের, শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের ও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও শ্রীভাগবতের স্ব স্ব মতানুযায়ী টীকা প্রণয়ন করিয়া উক্ত গ্রন্থকে স্বমতানুসারী প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হওয়ায়, তাৎকালিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মসূত্রের একটী পৃথক্ ভাষ্যের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই শ্রীল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্মতিক্রমেই যে বলদেব বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

সওয়াই দ্বিতীয় জয়সিংহ—অম্বররাজ প্রথম জয়সিংহের পুত্র শ্রীরামসিংহের কনিষ্ঠ বিষ্ণুসিংহের পুত্র। ইনি স্বধর্ম্মপরায়ণ, সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ১৬২১ শকে (১৬৯৯ খৃঃ অব্দে) তিনি জয়পুরের রাজা হইয়াছিলেন। অম্বর হইতে ইনিই নবনির্ম্মিত জয়পুর-সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শ্রীবিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য নামক একজন সুপণ্ডিত বাঙ্গালী ইঁহার মন্ত্রণাদাতা ও

সাহায্যকারী ছিলেন। ইঁহারই পরামর্শে জয়পুর সহর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সওয়াই দ্বিতীয় জয়সিংহই জ্যোতিষগণনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া হিন্দুদিগের ক্রিয়া কলাপ যাহাতে শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, আগরা, মথুরা ও বারাণসী ধামে জ্যোতিষশাস্ত্র-পারদর্শী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সাহায্যে প্রভূত অর্থব্যয়ে ছয়টী মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণোপযোগী জ্যোতিষিক যন্ত্রাবলী এই ছয়টী মানমন্দিরেই স্থাপিত হইয়াছিল। বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য এই সকল কার্য্যেই মহারাজা জয়সিংহের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের পর বাহাদুর সাহ, জাহান্দর সাহ ও ফারুকসিয়র পর পর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৪১ শকে (১৭১৯ খৃঃ অব্দে) মহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজনীতিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী জয়পুরাধিপ দ্বিতীয় জয়সিংহ ইঁহার সেনাপতি পদে বৃত হন। বুদ্ধিমান্ মহম্মদ শাহ মহারাজ জয়সিংকে ১৬৪৩ অব্দে (১৭২১) শ্রীমথুরামণ্ডলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। যখন শ্রীল বলদেব-বিদ্যাভূষণ গলতার বিচারে জয়লাভ করিলেন, তখন মহারাজা জয়সিংহ শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব সাধনবলে তাঁহাদিগের বিশেষ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পড়েন। শ্রীল পরমানন্দ বা রাধারমণ দাস নামক একজন বিরক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবও ঐ সময়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ও বিদ্যাভূষণ-পাদের অন্তরঙ্গ সঙ্গীরূপে বিরাজ করিতেন। ইঁহারা তিন জনেই শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধারে ও শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়-বৈভব-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। ইঁহারা জয়পুর হইতে শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীল রাধাবিনোদ, (ইঁহারা জয়পুরের প্রথম প্রকোষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন) শ্রীল গোপীনাথ (ইনি জয়পুরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে বিরাজিত) এবং শ্রীল গোবিন্দদেবকে (শ্রীল গোবিন্দদেব জয়পুরের অন্দরমহালে প্রতিষ্ঠিত আছেন) পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনধামে আনয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মহারাজ জয়সিংহ ইঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে, শ্রীবৃন্দাবন-ধাম মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনাধীন। বারংবার শ্রীবৃন্দাবনে মুসলমানের অত্যাচার হইয়াছে—পুনরায় যে আবার কোনও মুসলমান সম্রাট শ্রীবৃন্দাবনের ধ্বংস সাধন করিবেন না, ইহা কেহই বলিতে পারে না। পরন্তু শ্রীবৃন্দাবনে

আবার মুসলমান-অত্যাচারের সম্ভাবনাই অধিক দেখা যায়। এ অবস্থায় এই সকল শ্রীবিগ্রহকে শ্রীবৃন্দাবনে আনয়ন না করিয়া শ্রীধামে প্রতিনিধি-বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিসঙ্গত। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ মহারাজার যুক্তিসঙ্গত কথায় সম্মত হইলে মহারাজা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল গোবিন্দজী শ্রীমদনমোহনজী প্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রতিনিধি-বিগ্রহ স্থাপিত করেন। এই প্রতিনিধি-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-কালে মহারাজা জয়সিংহ মহম্মদ সাহের আদেশ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। "ভক্তকল্পদ্রুম" নামক হিন্দী পুস্তকেও শ্রীবৃন্দাবনে মহম্মদ সাহের সময়ে প্রতিনিধি-শ্রীবিগ্রহগুলির প্রতিষ্ঠার কথা লিখিত হইয়াছে। ১৬৪৩ শকাব্দা হইতে ১৬৫০ শকাব্দা পর্য্যন্ত মহারাজা জয়সিংহ শ্রীমথুরামণ্ডলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বোধ হয় এই ৭।৮ বৎসরের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজী-প্রমুখ নূতন শ্রীবিগ্রহগণের নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয় ও সেই সকল মন্দিরে ইঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হন।* শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপসনাতনের অকৃত্রিম মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার এইরূপে শ্রীল বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক সুসমাপ্ত হইয়াছিল। অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদের কার্য্য দর্শনে ইঁহাকে শ্রীরূপ গোস্বামীরই দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিতেন।

আনন্দ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে প্রতিদিন শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে সেবা করিবার জন্য নিজের প্রেমঘন দ্বিতীয় মূর্ত্তি শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন। শ্রীল দাস গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-কুণ্ড-তটস্থিত স্বীয় ভজনকুটীরে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই শিলার সেবা নিষ্ঠা সহকারে করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের পর তদীয় প্রিয় শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস

---

* এই মন্দির জীর্ণ হইয়া ভগ্ন হইলে ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর মজিল-পুরের সন্নিহিত বড়ু গ্রামের স্বর্গীয় নন্দকুমার বসু মহাশয় ১৮১৯ খৃঃ শ্রীল গোবিন্দজীর, ১৮২৩ খৃঃ শ্রীল মদনমোহনজীর ও শ্রীল গোপীনাথজীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রীল গোবিন্দজী ১৯১১ সালের বৈশাখ-মাসে প্রতিষ্ঠিত।

কবিরাজ গোস্বামী এই মহতী সেবার ভার গ্রহণ করেন। শ্রীল কবিরাজ মহাশয়ের অপ্রকটাবস্থায় তাঁহার শিষ্য শ্রীল মুকুন্দদাস এই শিলার সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুহিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কন্যা পরম-ভক্তিমতী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীল মুকুন্দদাসের নিকট হইতে এই গোবর্দ্ধন-শিলা প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্তা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী বৃদ্ধকালে শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের দ্বারা নিজ সাক্ষাতে এই শিলার সেবা করিয়া পরমাপ্রীতি লাভ করিতেন। শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী পরিশেষে শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয়কে এই শিলার সেবার ভার প্রদান করিয়া অপ্রকট হন। এখন পর্য্যন্ত শ্রীল বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল গোকুলানন্দজীর মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সহিত এই শিলার সেবা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বিশ্বনাথ বেষাশ্রয় করিয়াছিলেন বা ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বেষাশ্রয়ের নাম হরিবল্লভ। কিন্তু আমরা এ কথার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। পরন্তু বিশ্বনাথ শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নামেই স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তবে যখন তিনি কীর্ত্তনের পদ রচনা করিতেন, তখন ঐ পদে তিনি হরিবল্লভ নাম ব্যবহার করিতেন। ভক্তিরত্নাকরের গ্রন্থকার নরহরি পদরচনায়—ঘনশ্যাম নাম ব্যবহার করিতেন। পদরচনায় এরূপ নামান্তর গ্রহণের প্রথা অন্যত্রও দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বনাথ পদরচনাকালে ঐরূপ নামান্তর গ্রহণ করিতেন। তিনি "ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি" নামক যে পদসংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহা প্রমাণিত হয়। কাহারও মতে হরিবল্লভ বিশ্বনাথেরই নামান্তর। ফলতঃ তিনি আধুনিক বৈষ্ণবগণের ন্যায় ভেক বা বেষ গ্রহণ করেন নাই। ইহাই আমাদিগের দৃঢ় ধারণা।

বিশ্বনাথ যে ভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভায় বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার এই অসাধারণ কার্য্যের জন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবপ্রধানগণ কর্ত্তৃক তখন তাঁহার নামের একটি ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল। যথা—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ ॥"

অর্থাৎ "সকলকে (ভক্তশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাথ মহাদেবের ন্যায়) ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম বিশ্বনাথ এবং ভক্তমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করায় ইনি চক্রবর্ত্তী।" ফলতঃ এই ব্যাখ্যা যে তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও অতিরঞ্জিত হয় নাই, ইহা তাৎকালিক বৈষ্ণব-সমাজের ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন। তিনি অনুমান ১৬৭৬ শকে একশত বর্ষ বয়সে মাঘী-শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে অন্তর্দ্দশার অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হন। শ্রীবৃন্দাবনের পাথুরিয়াঘাটায় অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান। *

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন: কালবশে তাঁহার বহু গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে; আমরা অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহার কোনও কোনও গ্রন্থের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। যতদূর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তদনুসারে আমরা তৎকৃত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিলাম; ইহাতে কোনও ভ্রম দৃষ্ট হইলে অভিজ্ঞ ভক্তমণ্ডলী অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

(ক)—টীকাগ্রন্থাবলী—

১—সারার্থদর্শিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), ২—সারার্থবর্ষিণী (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা), ৩—আনন্দচন্দ্রিকা (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকা), ৪—সুখবর্ত্তিনী (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূকাব্যের টীকা), ৫—শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিকৃত— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা, ৬—শ্রীঠাকুর মহাশয়কৃত প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার সংস্কৃত টীকা, ৭—বিদগ্ধমাধবের টীকা, ৮—সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তুভের টীকা)।

(খ)—সংগ্রহ-গ্রন্থাবলী।

৯—গোপালতাপনীর টীকা, ১০—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা, ১১—ললিতমাধবের টীকা, ১২—দানকেলী কৌমুদীর টীকা, ১৩—ব্রহ্মসংহিতার টীকা,

* জনৈক শেঠজী বাঙ্গালীর গৌরবস্থল এই সমাধি-ভূমি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই সমাধিটীর অবস্থা বিশেষ মলিন। বাঙ্গালী-বৈষ্ণবগণ কি শ্রীল বিশ্বনাথের সমাধি-রক্ষায়ও উদাসীন থাকিবেন?

১৪—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু, ১৫—উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, ১৬—ভাগবতামৃতকণা, ১৭—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি।

(গ)—মূলপ্রবন্ধাবলী।

১৮—শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, ১৯—চমৎকার-চন্দ্রিকা, ২০—গোপীপ্রেমামৃত, ২১—স্তবামৃতলহরী, ২২—প্রেমসম্পুট ২৩—গৌরাঙ্গলীলামৃত, ২৪—স্বপ্নবিলাসামৃত, ২৫—সাধ্যসাধনকৌমুদী, ২৬—মন্ত্রার্থদীপিকা, ২৭—গৌরগণচন্দ্রিকা, ২৮—সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ২৯—রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ৩০—ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী *, ৩১—মাধুর্য্যকাদম্বিনী, ৩২—বৈষ্ণবভাগবতামৃত, ৩৩—ব্রজরীতিচিন্তামণি, ৩৪—রাধিকাধ্যানামৃত, ৩৫—রূপচিন্তামণি, ৩৬—সুরতকথামৃত।

* আমরা বহুদিন অনুসন্ধান করিয়াও "ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী" গ্রন্থখানি পাই নাই। যদি কাহারও নিকট ঐ গ্রন্থ থাকে, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া কলিকাতা "হিতবাদী" কার্য্যালয়ে জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। —লেখক।

সূচীপত্র।

মাধুর্য্য-কাদম্বিনী।

প্রথমামৃতবৃষ্টিঃ।

হৃদ্বপ্রে নবভক্তিশস্যবিততেঃ সঞ্জীবনী স্বাগমারম্ভে কামতপর্ত্তু-দাহদমনী বিশ্বাপগোল্লাসিনী। দূরান্মে মরুশাখিনোঽপি সরসীভাবায় ভূয়াৎ প্রভুশ্রীচৈতন্যকৃপানিরঙ্কুশমহা-মাধুর্য্যকাদম্বিনী ॥১॥

অন্বয়ঃ।—হৃদবপ্রে নবভক্তিশস্যবিততেঃ সঞ্জীবনী স্বাগমারম্ভে কামতপর্ত্তু-দাহদমনী বিশ্বাপগোল্লাসিনী শ্রীচৈতন্যকৃপানিরঙ্কুশমহামাধুর্য্য-কাদম্বিনী দূরাৎ অপি মরুশাখিনঃ মে সরসীভাবায় ভূয়াৎ ॥১।

ভাষা-ব্যাখ্যা।—হৃদয়রূপক্ষেত্রে নববিধা ভক্তিরূপ শস্যসমূহের বা নবজাতা-ভক্তিরূপ শস্যসমূহের সম্যক্ জীবনীশক্তি-বিধায়িনী আপনার উদয়ের আরম্ভেই নিদাঘ ঋতুর দাহ-নিবারণী নিখিল বিশ্বরূপ নদীসমূহের উল্লাস-দায়িনী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর নিরঙ্কুশ অর্থাৎ বিধি-নিষেধের অতীত অহৈতুকী কৃপারূপা মহামাধুর্য্য-কাদম্বিনী দূর হইতেই মরুভূমিস্থিত পাদপরূপী আমার সরসতা সম্পাদন করুন।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ভাঃ ৭।৫।২

শ্রীভগবদ্গুণ-লীলা-নামাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, এবং নামগুণ-লীলা ও রূপের স্মরণ তাঁহার পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দনা, তদ্দাস্যে আত্মনিয়োগ, তাঁহাতে সখ্যভাব এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপার দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে এবং এই ভক্তির পরিপাক-দশায়ই প্রেমভক্তির অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায়ই তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা এই ভক্তি-পথ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীভগবৎকৃপা ও মহৎকৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভ হয়না; শাণ্ডিল্যসূত্রেও বলা হইয়াছে যে "মহৎকৃপয়া বা ভগবৎকৃপালেশাদ্বা" মহৎকৃপা

ভক্তিঃ পূর্বৈঃ শ্রিতা তান্তু রসং পশ্যেদ্ যদাত্তধীঃ।
তং নৌমি সততং রূপনামপ্রিয়জনং হরেঃ ॥২

ইহ খলু পরমানন্দময়াদপি পুরুষাদ্ "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (১) ইতি ব্রহ্মতোঽপি পরাৎপরো—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী

বা ভগবৎকৃপালেশের দ্বারাই ভক্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। এই কৃপাব্যতীত কোনও প্রকার যোগ-তপস্যাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়না বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাকে "নিরঙ্কুশ" বলা হইয়াছে ॥১।

অন্বয়ঃ।—পূর্বৈঃ ভক্তিঃ শ্রিতা, যদাত্তধীঃ তান্তু রসং পশ্যেৎ তং হরেঃ রূপনাম-প্রিয়জনং সততং নৌমি ॥২।

ভাষা-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণও ভক্তিদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ইদানীং যাঁহার কৃপায় বুদ্ধিলাভ করিয়া লোকে সেই ভক্তিকে রসস্বরূপে দর্শন করিতেছে, সেই শ্রীহরির প্রিয় শ্রীরূপকে সতত প্রণাম করিতেছি। উদ্ধব, নারদ, শ্রীশুকাদি শ্রীযামুনাচার্য্য—নাথমুনি গোদাপ্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণও প্রেম সহকারে শ্রীভগবৎসেবা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুযায়িনী রাগলক্ষণা শুদ্ধরসরূপা ভক্তির স্বরূপ গৌড়ভূমিতে শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ-গোস্বামীই প্রচার করিয়াছেন; এইজন্যই গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রণামাদির দ্বারা গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করিলেন ॥ ২।

গ্রন্থারম্ভ।

শ্রুতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র প্রমাণ। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে যে, পরমানন্দ পুরুষ হইতেই "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" অর্থাৎ ব্রহ্মই পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়-স্বরূপে এই আনন্দময় কোষাদি উপাধিধারী পুরুষের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ইহাঁর সত্তা---এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের দ্বারা অন্য শ্রুতি "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা রসতত্ত্বকেই ব্রহ্ম হইতে পরাৎপরতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠতত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পরাৎপরতত্ত্বই ভগবত্তত্ত্ব। সর্ব্ববেদান্তসার নিখিল প্রমাণের শিরোমণি শ্রীভাগবতে এই রসস্বরূপ শ্রীভগবানকেই "মল্লানামশনি

১। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—আনন্দ।৫। ২।১।১

ভবতি” (২) ইতি শ্রুত্যা সূচ্যমানো “মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্ (৩) ইতি সর্ব্ববেদান্তসারেণ নিখিলপ্রমাণ-চক্রবর্ত্তিনা শ্রীমদ্ভাগবতেন রসত্বেন বিভ্রিয়মাণঃ “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং”

নৃ'ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্”—মল্লগণের নিকট বজ্র-স্বরূপ, মনুষ্য-গণের মধ্যে নরশ্রেষ্ঠ এবং নারীগণের নিকট যিনি মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পরূপে প্রতীয়মান — এই বাক্যের দ্বারা রসরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সর্ব্বো-পনিষৎসার—শ্রীগীতায়ও “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং”—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে “আমিই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত প্রকাশ”—এই বাক্যের দ্বারা

২। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—আনন্দ ৫।১

(৩) ভাঃ ১০।৪৩।১৭

পরমার্থ-বিষয়ে শ্রুতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তৈত্তরীয় শ্রুতিতে অন্নময়াদি কোষ সকলের যিনি মূল আশ্রয়, সেই পরমানন্দময়-পুরুষ হইতেও “ব্রহ্ম যিনি, তিনি পুচ্ছসদৃশ এবং আশ্রয় অর্থাৎ আনন্দময়-পুরুষেরও আশ্রয়” এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের উৎকর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম হইতেও “তিনি (ভগবান্) রস-স্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিয়াই ঐ আনন্দময় পুরুষও আনন্দযুক্ত হয়” এই শ্রুতি দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন যে পরাৎপর-তত্ত্ব তাহা সূচিত হইয়াছে। সর্ব্ব-বেদান্ত-সার নিখিল-প্রমাণ চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাকে—“মল্লগণের নিকট যিনি বজ্রসদৃশ, সাধারণ মানবগণের নিকট যিনি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী-সকলের নিকট যিনি মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা রসরূপে বিবৃত করিয়াছেন। গীতোপনিষদ্,—আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়—এই বাক্যদ্বারা সেই পরাৎপরতত্ত্বই যে এই ব্রজেন্দ্রনন্দন এই কথা প্রকাশ করিয়া যাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, নিত্য-দেহধারী শুদ্ধ-সত্ত্বময় নামগুণরূপ ও লীলা-বিশিষ্ট সেই ব্রজ-রাজনন্দনই কোনও হেতুকে অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই জনবৃন্দের চক্ষু কর্ণ, মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে অবতরণ করিয়া প্রকটিত হন।

ইতি শ্রীগীতোপনিষদা চ এবায়মিতি সংমন্তমানঃ শ্রীব্রজরাজ-নন্দনঃ এব শুদ্ধসত্ত্বময়নিজনাম-রূপগুণলীলাদ্যোঽনাদিবপুরেব কমপি হেতুমনপেক্ষমাণ এব স্বেচ্ছয়ৈব জন-শ্রবণনয়ন-মনো-বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়-বৃত্তিম্ববতরতে। যথৈব যদুরঘ্বাদিবংশেষু স্বেচ্ছয়ৈব কৃষ্ণরামাদিরূপেণ। তস্য ভগবত ইব তদ্রূপায়া ভক্তেরপি স্বপ্রকাশতাসিদ্ধার্থমেব হেতুস্বানপেক্ষতা। তথাহি "যতো ভক্তিরধোক্ষজে অহৈতুক্যপ্রতিহতা"

শ্রীভগবানই আপনাকে তাদৃশরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই শ্রুতি-স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট স্বয়ং ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময় নিজ নাম রূপ গুণ ও লীলা দ্বারা পরিচিত অনাদিবিগ্রহ হইয়াও কোনওরূপ হেতুর বশবর্ত্তী না হইয়াই স্বীয় অসাধারণা স্বকীয়া-শক্তিরূপা ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়াই জনগণের শ্রবণ নয়ন মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতরণ করিয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন। (এইজন্য বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ভক্তগণের ভগবদনুভূতি হইয়া থাকে। এই প্রকারেই শ্রীভগবান ধ্রুব-নারদাদির প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন।) স্বেচ্ছায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম-রূপে আপনার অচিন্ত্যশক্তিবলে যদুবংশে ও রঘুবংশে যেরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন,তাঁহার জনগণের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে অবতরণও সেইরূপ স্বেচ্ছায় হইয়া থাকে। (ইহার দ্বারা শ্রীভগবদিচ্ছা বা অনুগ্রহই যে ভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু, ইহা নির্দ্ধারিত হইল।) শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি ভক্তিরও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধির জন্যই প্রকাশের জন্য কোনও হেতুর অপেক্ষা নাই। ('শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ'—এই হেতু ভক্তি ও ভগবানে ভেদ নাই—এইজন্য ভক্তিকে "তদ্রূপা" বলা হইল।) অর্থাৎ ভগবানের—প্রকাশের বা অবতারের যেমন "স্বেচ্ছা" ভিন্ন অন্য কারণ নির্দ্দেশ করা যায়না, সেইরূপ ভক্তিদেবীও কোনও কারণ না থাকিলেও স্বীয় ইচ্ছাক্রমে যথায় তথায় প্রকাশিত হন। এইজন্য শ্রীভাগবতে বলা আছে—

—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" ।১।২।৬।

"যাহার দ্বারা মনুষ্যদিগের অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা

ইত্যাদৌ হেতুং বিনৈবাবির্ভবতীতি তত্রার্থঃ। তথৈব "যদৃচ্ছয়া মৎ-কথাদৌ" (১) "মদ্‌ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া" "যদৃচ্ছয়ৈবোপচিতা" ইত্যাদাবপি যদৃচ্ছয়েত্যস্য স্বাচ্ছন্দ্যেনেত্যর্থঃ। যদৃচ্ছা স্বৈরিতেত্যভিধানাৎ। যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যেনেতি (২) ব্যাখ্যানে ভাগ্যং নাম কিং শুভকর্ম্ম-জন্যং তদজন্যং বা? আদ্যে ভক্তেঃ কর্ম্মজন্য-ভাগ্যজন্যত্বে কর্ম্মপারতন্ত্র্যে স্বপ্রকাশতাপগমঃ। দ্বিতীয়ে ভাগ্যস্যানির্ব্বাচ্যত্বেনাজ্ঞেয়ত্বাদসিদ্ধেঃ কথং হেতুত্বম্। ভগবৎকৃপৈব হেতুরিত্যুক্তে তস্যা অপি হেতাবন্বিষ্য-

---

ভক্তি জন্মে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এইরূপ ভক্তির দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হন।" উক্ত শ্লোকে "অহৈতুকী" শব্দ "ভক্তি" শব্দের বিশেষণ; উহা দ্বারা ভক্তির কারণশূন্যতা সুব্যক্ত হইয়াছে। ঐরূপ

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণঃ নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

"জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া।" "যদৃচ্ছয়ৈবোপচিতা" ইত্যাদি বাক্যের "যদৃচ্ছা" শব্দের অর্থ "স্বেচ্ছাই" বলিতে হইবে। অভিধানেও যদৃচ্ছা শব্দের 'স্বেচ্ছায় বা স্বতঃ' এইরূপ অর্থই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ উক্ত বাক্যগুলির অন্তর্গত 'যদৃচ্ছা' শব্দের "ভাগ্যক্রমে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; ঐরূপ ব্যাখ্যায় ভাগ্য বলিতে শুভকর্ম্মজাত ভাগ্য না, শুভকর্ম্মের অভাবজাত ভাগ্য—ইহার কি বুঝিতে হইবে? যদি 'শুভকর্ম্মহেতু' এইরূপ অর্থ ধরা যায়, তবে কর্ম্মহেতু ভাগ্যের উদ্ভব হইয়াছে, এই কথায় ভক্তি শুভকর্ম্মের—অধীন এইরূপ বুঝায় এবং ইহাতে ভক্তির "স্বপ্রকাশতার" হানি ঘটে। আর যদি শুভ-কর্ম্মের জন্যই ভাগ্যের উদয় হইয়াছে—ইহা স্বীকার না করা যায়, তবে ভাগ্য কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণ-সম্ভূত ইহারই প্রতীতি ঘটে; উহাতে ভাগ্যের উদয়ের কারণ অজ্ঞাত হওয়ায় উহা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; যাহা নিজেই অসিদ্ধ, তাহা আবার অন্যের কারণ হইবে কেমন করিয়া? শ্রীভগবানের কৃপাকেই যদি উহার কারণ

(১) "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" ভাঃ ১১।২০।৮

(২) শ্রীধরস্বামী ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মাণেঽনবস্থা। তৎকৃপায়া নিরুপাধিকায়া হেতুত্বে তস্যা অসার্ব্বত্রিকত্বেন তস্মিন্ ভগবতি বৈষম্যং প্রসজ্জেত। দুষ্টনিগ্রহেণ স্বভক্তপালনরূপস্তু বৈষম্যং তত্র ন দূষণাবহং প্রত্যুত ভূষণাবহমেব। ভক্তবাৎসল্যগুণস্য সর্ব্বচক্রবর্ত্তিত্বেন সর্ব্বোপমর্দ্দকত্বেনোপরিষ্টাদষ্টম্যামৃতবৃষ্টৌ ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। নিরুপাধিকায়াস্তদ্ভক্তকৃপায়া হেতুত্বে বস্তুতো ভক্তানামপি বৈষম্যানুচিতত্বেঽপি "প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি

বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তবে ঐ কৃপার আবার হেতুর অন্বেষণের প্রবৃত্তি ঘটে; উত্তরোত্তর কারণ অনুসন্ধানের ফলে উহাদ্বারা কোনও হেতুরই স্থিতি বা স্থায়িত্ব না থাকায় উহাতে অনবস্থা দোষ ঘটে। কিন্তু তাঁহার নিরুপাধিকা বা অহৈতুকী কৃপার ফলেই ভক্তির উদয় হয়—ইহা ধরিয়া লইলে ঐ অহৈতুকী ভগবৎকৃপা সকলস্থানে দেখা যায় না, পরন্তু কোনও কোনও স্থলে দেখা যায় বলিয়া সেই ভগবানে বৈষম্য-দোষের প্রসঙ্গ ঘটে। যদি তাঁহার কৃপার কোনও কারণ না থাকে, তবে ঐরূপ কৃপা কোনও স্থলে বা ঘটিয়া থাকে ও কোনও স্থলে বা ঘটে না কেন—ইহাতে ত তাঁহার পক্ষপাতিত্বই প্রকাশ পায়। কিন্তু দুষ্টনিগ্রহে ও স্বভক্ত-পালনে ভগবানের যে বৈষম্য, উহা তাঁহার পক্ষে দোষাবহ না হইয়া তাঁহার অলঙ্কারস্বরূপই হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যরূপ এই গুণ অন্য সকল গুণকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করিয়া থাকে—এই বিষয়টীর সম্যক্ আলোচনা এই গ্রন্থের অষ্টমী বৃষ্টিতে করা হইবে।

মহৎকৃপা বা ভক্ত-কৃপাকেও ভক্তির কারণ বলা হইয়া থাকে। ভগবৎকৃপা যেরূপ অহৈতুকী বা নিরুপাধিকা, তাঁহার ভক্তেও তদ্গুণ সঞ্চারিত হওয়ায় তাঁহার ভক্তকৃপাও নিরুপাধিকা বা অহৈতুকী। সুতরাং এই অহৈতুকী ভক্তকৃপাকে ভক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে এই কৃপা যখন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখা যায় না, তখন ইহাতেও বৈষম্য-দোষ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু ভগবৎকৃপায় যেরূপ বৈষম্য অনুচিত, ভক্তকৃপাতেও সেইরূপ বৈষম্য অনুচিত হইলেও মধ্যম ভক্তের লক্ষণ-প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে যথা"—যিনি শ্রীভগবানে ভক্তি, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং ভক্তদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা

স মধ্যমঃ” (ভাঃ ১১।২।৪৬) ইতি মধ্যমভক্তবৈষম্যস্য বিদ্যমানত্বাদ্ ভগবতশ্চ স্বভক্তবশ্যত্বেন তৎকৃপানুগামিকৃপত্বে ন কিঞ্চিদ সামঞ্জস্যম্। যতো ভক্ত-কৃপায়া হেতুর্ভক্তৈস্তব তস্য হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিরেব। তাং বিনা কৃপোদয়সম্ভবাভাবাদিতি ভক্তেঃ স্বপ্রকাশত্বমেব সিদ্ধম্। অতো “যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে” ইত্যত্র অতিভাগ্যেন শুভকর্ম্মজন্যভাগ্যমতিক্রান্তেন কেনাপি ভক্তকারুণ্যেনেতি তত্ত্বার্থো জ্ঞেয়ঃ। ন চ ভক্তানাং কৃপায়াঃ প্রাথম্যাসম্ভবস্তেষামপীশ্বর-প্রের্য্যত্বাদিতি বাচ্যম্। ঈশ্বরেণৈব স্বভক্তবশ্যতাং স্বীকুর্ব্বতা স্বকৃপাশক্তি-সম্প্রদানীকৃত-স্বভক্তেন

করেন তিনিই মধ্যম ভক্ত (১)” এই লক্ষণানুসারে মধ্যমভক্তে বৈষম্য বিদ্যমান আছে; এবং যেহেতু ভগবান্ ভক্তের অধীন, সুতরাং তাঁহার কৃপাও ভক্তকৃপার অনুগামিনী—এই যুক্তি অনুসারে মধ্যম ভক্তের কৃপা হইলে ভগবানেরও কৃপা হইবে—ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইতেছেনা। কারণ, ভক্তের হৃদয়বর্ত্তিনী যে ভক্তি তাহাই ভক্তাধীন ভগবানের কৃপার মূল কারণ। ভক্তের অন্তর্নিহিতা এই ভক্তিব্যতীত ভগবৎকৃপার উদয়ের আর কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই; এই জন্যই ভক্তির প্রাক্তন ভাগ্যাদির অপেক্ষা না থাকায় ভক্তির স্বপ্রকাশতা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ পূর্ব্বে ভক্তিকেই যেমন ভক্তির কারণ বলা হইয়াছে, এস্থলেও তাহাই প্রতিপন্ন করায় ভক্তি যে স্বীয় প্রকাশের জন্য কোনও কারণের অপেক্ষা করেন না, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় ভক্তি স্বপ্রকাশ ইহা প্রমাণিত হইল। এই কারণেই “যিনি কোনও অতি ভাগ্য হেতু ভগবৎসেবায় জাতশ্রদ্ধ হন্” এই শ্লোকে যে ‘অতিভাগ্য’ কথাটী আছে, ঐ ‘অতিভাগ্য’ শব্দের অর্থ ‘কোনও ভক্তের কৃপায় শুভকর্ম্ম জন্য ভাগ্যকে অতিক্রান্ত করিয়াছে—অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য ভাগ্য কারণ না হইয়া ভক্তকৃপা স্বতঃই উদিত হইয়াছে—এইরূপ তত্ত্বার্থ বুঝিতে হইবে। ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভক্তগণ যখন ঈশ্বরাধীন, তখন ঈশ্বর-কৃপা ব্যতীত প্রথমে ভক্তকৃপা কি প্রকারে উদিত হইবে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, ঈশ্বর নিজেই আপনার ভক্তাধীনতা স্বীকার করিয়া নিজভক্তকে

(১) ভা, ১১।২।৪৬

তাদৃশস্থ ভক্তোৎকর্ষস্থদানাৎ। অন্তর্যামিনশ্চ ঈশিতব্যানাং স্বাদৃষ্টো-পার্জ্জিতবহিরিন্দ্রিয়ব্যাপারেষু নিয়মনমাত্রকারিত্বেঽপি স্বভক্তেষু স্বপ্রসাদ এব দৃশ্যতে। যদুক্তং শ্রীগীতাসু "মৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি" ইতি। প্রসাদশ্চ স্বকৃপাশক্তিদানাত্মকঃ পূর্ব্বম্ উক্ত এব। কিঞ্চ "স্বেচ্ছাবতারচরিতৈঃ" ইতি "স্বেচ্ছাময়স্থ" ইত্যাদি প্রমাণশতৈরবগতেন স্বাচ্ছন্দ্যেনাবতরতোঽপি তস্য ভূভার-হরণাদেঃ স্থূলদৃষ্ট্যা হেতুত্বে ইব নিষ্কামকর্ম্মাদেঃ ক্বাপি দ্বারত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। কিঞ্চ—

"যন্ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥"

(ভাং ১১শ)

নিজের কৃপাশক্তি সম্প্রদান করিয়া ভক্তের তাদৃশ উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। ভক্তগণের নিজ নিজ অদৃষ্ট উপার্জ্জিত বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারে ভগবৎকৃপাশক্তির প্রকাশাদিতে যদিও শ্রীভগবানের নিয়ন্তৃত্ব-শক্তিমাত্র থাকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে প্রাপ্তশক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার নিয়মিত করিবার শক্তি শ্রীভগবানেই আছে অর্থাৎ ভক্তের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই, তথাপি তাঁহার নিজ ভক্তগণের প্রতি নিজের অনুগ্রহই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীগীতাশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, আমার ভক্তসকল আমার প্রসাদেই আমাতে সম্যক্‌রূপে অবস্থিতা যে পরাশান্তি তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" এখানে 'প্রসাদ' শব্দে নিজের কৃপা-শক্তির দানরূপ অনুগ্রহ বুঝিতে হইবে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও "স্বেচ্ছাময় চরিত্র-সমূহের দ্বারা" "সেচ্ছাময়" ইত্যাদি শত শত প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, অবতার-গ্রহণাদি কার্য্য তাঁহার অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই ঘটিয়া থাকে, তথাপি স্থূলদৃষ্টিতে যেমন ভূভার-হরণাদিকেই ভগবানের অবতারের কারণ বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মাদিকে ভক্তিলাভের দ্বার বা উপায় বলা হইয়া থাকিলেও তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। "লোক সকল যত্নবান হইয়াও যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, দান, ব্রত, জপ, যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা,

ইত্যাদিনা দানব্রতাদীনাং স্পষ্টমেব হেতুখণ্ডনেঽপি—

"দানব্রততপোহোম-জপস্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।

শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥"

ইতি যদ্ধেতুত্বং শ্রূয়তে তৎ খলু জ্ঞানাঙ্গভূতায়াঃ সাত্ত্বিক্যা এব ভক্তে র্ন তু নির্গুণায়াঃ প্রেমাঙ্গভূতায়াঃ। কেচিৎ তু দানং বিষ্ণু-বৈষ্ণবসম্প্রদানকং ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনি তপস্তৎপ্রাপ্তিহেতুকো ভোগাদি-ত্যাগ ইতি সাধনভক্ত্যঙ্গান্যেবাহুঃ। তৎসাধ্যত্বে ভক্তেঃ "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" ইতিবৎ নির্হেতুকত্বমেব সিদ্ধমিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥ ৩ ॥

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো" * "কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং

বেদাধ্যয়ন, সন্ন্যাসাদির দ্বারাও যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়না" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে দান-ব্রতাদির ভক্তিপ্রাপ্তির হেতুত্ব স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হইলেও অন্যত্র "দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম ও অন্যান্য বিবিধ শ্রেয়োজনক কার্য্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি সাধিত হয়।" এই শ্লোকের দ্বারা দান-ব্রত তপস্যা ইত্যাদি কার্য্যকে যে ভক্তির সাধক বলা হইয়াছে, উহা জ্ঞানাঙ্গভূত সাত্ত্বিক ভক্তির; পরন্তু ঐ দানব্রতাদি প্রেমাঙ্গভূত নির্গুণাভক্তির হেতু নহে। কেহ কেহ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ঐ দানশব্দে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবোদ্দেশ্যে দান, ব্রত-শব্দে ভক্ত্যঙ্গ একাদশী প্রভৃতি ব্রত এবং তপস্যা-শব্দে ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভোগাদিত্যাগ এইরূপ সাধন-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত ভক্তির অঙ্গের দ্বারা ভক্তিকে সাধ্য বলায় "ভক্তির দ্বারা সঞ্জাত ভক্তিহেতু" এই বাক্যে যেরূপ ভক্তিকেই ভক্তির হেতুরূপে বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তির উদয়ে অন্য কোনও হেতুর অস্তিত্ব নাই—ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় সকলের সহিত সামঞ্জস্য হইয়াছে। ॥৩॥

"যেসকল দুর্ভাগ্যলোক শ্রেয়োলাভের পথ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করে, শস্যহীন তুষকে

* ভাং ১০।১৪।৪

স্বধর্ম্মতঃ” ইতি “পুরৈব ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ” ইত্যাদিভ্যো জ্ঞান-কর্ম্মযোগাদীনাং প্রতিস্বফলসিদ্ধ্যৈ ভক্তিমবশ্যমপেক্ষমাণানামিব

পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলেও যেমন শস্যলাভ হয়না, পরন্তু ক্লেশমাত্রই সার হয়, তাহাদেরও সেইরূপ ক্লেশমাত্র সার হয়।” “মানব স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজনা করিতে করিতে যদি অসিদ্ধ অবস্থায়ই কোনরূপে পথভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহার স্বধর্ম্ম-ত্যাগের নিমিত্ত তাহার কোনও প্রকার ক্ষতি হয়না।” “পুরাকালেও বহু বহু যোগী তোমাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিজ নিজ লৌকিক চেষ্টা-সকল তোমাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং পরে স্বীয় কর্ম্মার্পণ দ্বারা লব্ধ ও তোমার কথা শ্রবণে সঞ্জাত ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তোমার পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন।”—এই সকল শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে—জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ইত্যাদির উদ্দিষ্ট ফল লাভের জন্য অবশ্যই ভক্তির অপেক্ষা করিতে হইবে অর্থাৎ জ্ঞানী, কর্ম্মী ও যোগীর নিজ নিজ অভীষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ভক্তি অবলম্বন করিতে হইবে; (ফলতঃ শ্রদ্ধামূলা ভক্তি:ব্যতীত সিদ্ধি-সমুৎসুক সাধকেরও সাধন-পথে অবিচলিতা নিষ্ঠা জন্মেনা।) কিন্তু ভক্তিকে স্বীয় উদ্দিষ্ট ফল প্রেম সিদ্ধির জন্য জ্ঞান, যোগ বা কর্ম্মের অপেক্ষা করিতে হয়না অর্থাৎ ভক্তকে ভগবৎপ্রেম লাভ করিবার জন্য জ্ঞান-পথের যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম-পথের এবং অষ্টাঙ্গ যোগ পথের অবলম্বন করিতে হয়না; অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি জন্মিলে তাহার পরিপক্কাবস্থায় প্রেমফল লাভ অবশ্যই হইবে। প্রেমলাভের জন্য অন্য কোনও সাধনায় তাহার প্রয়োজন হয়না। প্রত্যুত “কেবল জ্ঞান বা কেবল বৈরাগ্য ইহার কিছুই ভক্তিপথে মঙ্গলজনক হয়না” “যিনি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ।” এই সমস্ত প্রমাণ হইতে ভক্তির অন্যাপেক্ষিত্বের কথা ত’ দূরে বরং জ্ঞানকর্ম্মযোগাদির নিজ নিজ উদ্দিষ্ট ফললাভ ভক্তি-সাহায্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ভক্তির কিন্তু উহাদের উদ্দিষ্ট ফল উৎপাদনে কাহারও সামান্য মাত্র সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মযোগাদির সাধনার ফলও ভক্তি উহাদের সাহায্য না লইয়া স্বয়ং দান করিয়া থাকেন, এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে “যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা, ব্রতাদি তপস্যার দ্বারা বা জ্ঞান ও

ভক্তেঃ স্বীয়ফলপ্রেমসিদ্ধৌ স্বপ্নেঽপি ন তত্তৎসাপেক্ষত্বম্; প্রত্যুত "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" ইতি "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" ইত্যাদিভ্যস্তস্যাঃ সর্ব্বথানন্যাপেক্ষিত্বং কিং বক্তব্যং তেষামেব জ্ঞানকর্ম্মযোগাদীনাং প্রাতিস্বেকেষু ফলেষ্বপি কদাচিদাত্মনা সাধ্যমানেষু ন তত্তদ্ গন্ধাপেক্ষত্বপি। যদুক্তম্—

"যৎ কর্ম্মভি-র্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।" ইত্যাদৌ
"সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।" ইতি।

তাং বিনা তু তেষাং—

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥" (১)

ইত্যাদের্বৈফল্যায়ৈব স্যাদিতি। তস্যাঃ পরমমহত্যা অধীনত্বং তেষাং সংপ্রাণায়ৈবাস্তাম্। অপি তু কর্ম্মযোগস্য কালদেশপাত্রদ্রব্যানুষ্ঠান-শুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষা চ তত্তৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধৈব।

বৈরাগ্যের দ্বারা যে ফললাভ হয়, সেই সমস্ত ফল আমার ভক্ত একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাই বিনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন।" কিন্তু ভক্তি ব্যতীত ঐ সমস্ত ফললাভ হইলে কি হয়, সেই সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—"লোক-রঞ্জনের জন্য প্রাণহীন দেহের মণ্ডন (বেশভূষা ধারণ) যেরূপ নিষ্ফল, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি-বিহীন ব্যক্তির জন্ম (বা উচ্চবংশে জন্ম) শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা ও জপ একেবারে নিষ্ফল। অর্থাৎ একমাত্র ভক্তি না থাকিলে এই সমস্ত সাধনা একেবারেই নিষ্ফল। দেহ যেমন প্রাণের অধীন, সেইরূপ জপ তপ তপস্যাদিও পরম মহতী ভক্তিদেবীর অধীন। এতদ্ভিন্ন কর্ম্মযোগের অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কাল, দেশ, পাত্র, দ্রব্য, অনুষ্ঠান, শুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা আছে; অর্থাৎ শাস্ত্রমতে কালদেশাচারে

---

(১) হরিভক্তি-সুধোদয় ৩।১১।

অস্যাস্তু ন তথা—

"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধক॥" (১) ইত্যাদেঃ।

কিঞ্চাস্যাঃ প্রসিদ্ধসাপেক্ষত্বমপি ন।

"সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা

ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥" (২) ইত্যাদেঃ।

কর্ম্মযোগস্য তথাভূতত্বে মহানর্থকারিত্বমেব। "মন্ত্রহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথো প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হি হিনস্তি॥" ইত্যাদেঃ।

ত্রুটি ঘটিলে কর্ম্ম ইষ্ট ফলপ্রদ হয় না—ইহা সেই সেই কর্ম্মের বিধান প্রবর্ত্তক স্মৃতিতেই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ভক্তির পক্ষে ঐরূপ বিধান নাই। এইজন্যেই শাস্ত্রে আছে—"হে লুব্ধক! ইহাতে অর্থাৎ নামকীর্ত্তনাদিরূপ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানে দেশের নিয়ম নাই বা কালের নিয়মও নাই; পরন্তু এই হরিনামে উচ্ছিষ্টাদির অবস্থায় নিষেধও নাই।" ভক্তির প্রসিদ্ধ সাপেক্ষত্বও নাই অর্থাৎ ভক্তি স্বীয় সিদ্ধির জন্য কোনও কিছুরই (কোনও নিয়ম বা বিধানেরও) অপেক্ষা রাখেন না। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "হে ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধা সহকারে বা হেলা সহকারে একবারমাত্র সম্যকরূপে গীত হইলে এই শ্রীকৃষ্ণনাম মনুষ্য মাত্রেরই ত্রাণ করিয়া থাকেন।"

কর্ম্মযোগের পূর্ব্বোক্ত বিধিনিষেধাদি থাকায় উহার ত্রুটি ঘটিলে মহান্ অনর্থ উৎপাদন করে। এই জন্যেই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে 'যজ্ঞাদিতে কোনও মন্ত্রের উদাত্ত, অনুদাত্ত বা স্বরিতের উচ্চারণে ভ্রম হইলে অথবা কোনও বর্ণহীনতা হইলে বা যথার্থরূপে প্রযুক্ত না হইলে সেই বাক্যরূপ বজ্র যজমানের সর্ব্বনাশ সাধন করে। ত্বষ্টা ঋষি "ইন্দ্র-শত্রু" তুমি বর্দ্ধিত হও বলিয়া যজ্ঞে আহুতি দেন, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে "ইন্দ্র-শত্রু" শব্দে ইন্দ্রের শত্রু বুঝাইবে

(১) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর (ক্ষত্র-বন্ধু উপাখ্যানে)।

(২) পদ্যাবল্যাং শ্রীবাসপাদানাং।

এবং জ্ঞানস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনত্বং প্রসিদ্ধমেব। নিষ্ফলকর্ম্মযোগেনান্তঃ-করণস্য শুদ্ধৌ নিষ্পাদিতায়ামেব তত্র তস্য প্রবেশাৎ কর্ম্মাধীনত্বঞ্চ। তদধিকৃতস্য দৈবাৎ দুরাচারত্বলবেঽপি "স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ" ইতি নিন্দা। কংসহিরণ্যকশিপুরাবণাদীনাং তত্তৎপ্রকরণদৃষ্ট্যা জ্ঞানাভ্যাস-বতামপি ন তত্ত্বেন ব্যপদেশলবোঽপি। ভক্তেস্তু "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" ইত্যাদৌ—

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

কিন্তু উচ্চারণের ত্রুটি ঘটায় উহাতে "ইন্দ্র যাহার শত্রু" অর্থাৎ ইন্দ্র যাহার বিনাশ সাধন করিবেন—এইরূপ অর্থ বুঝাইল। তাহার ফলে এই যজ্ঞ-ফলে জাত বৃত্রাসুর ইন্দ্র কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন।" এখানে উচ্চারণের ত্রুটীর জন্য মন্ত্র অভীষ্ট-সাধক না হইয়া অনিষ্ট-সাধক হইল। কর্ম্মযোগে যেরূপ এইরূপ দেশ-কাল-দ্রব্য-পাত্রাদির অধীনতা আছে, সেইরূপ জ্ঞানাদি সাধনও অন্তরিন্দ্রিয়ের অর্থাৎ মন বুদ্ধি ও চিত্তের শুদ্ধির অধীন। ফলাভিলাষরহিত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলেই অন্তঃকরণে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে; এইজন্য জ্ঞানে ঐ প্রকার ফল-বাসনা-শূন্য কর্ম্মের অধীনতা থাকিল। জ্ঞানের দ্বারা অধিকৃত কোনও (জ্ঞানযোগের সাধক কোনও) ব্যক্তি দৈববলে যদি বিন্দুমাত্রও দুরাচারের অনুষ্ঠান করেন, তবে "তিনি নির্লজ্জ বমনভোজী হন" বলিয়া শাস্ত্রে নিন্দা করা হইয়াছে। কংস, হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদির জ্ঞানবত্তা সত্ত্বেও তাহাদিগের নিন্দা পরিদৃষ্ট হওয়ায় জ্ঞানাভ্যাসকারিগণের তত্ত্বতঃ কোনও প্রকার অসদাচরণের লেশমাত্রও সাধুসম্মত নহে—ইহাই প্রতীয়মান হয়। ভক্তি-মার্গে হৃদ্রোগ অর্থাৎ কামাদি দোষদুষ্ট অধিকারীতেও পরমা (স্বতন্ত্রা বা সর্ব্বগুণা-তীতা) ভক্তিদেবীর প্রথমে প্রবেশ ঘটে, পরে পরমস্বতন্ত্রা বা সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীতা স্বাধীনা ভক্তিদেবীর দ্বারা কামাদির অপগম (উৎক্রান্তি বা প্রত্যাহার) ঘটে। এজন্য শাস্ত্রাদিতে আছে—"সর্ব্বব্যাপী ভগবানের ব্রজবধূ-গণের সহিত এই রাসাদি ক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করেন বা বর্ণনা করেন, তিনি ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া অচিরে

ইত্যত্র 'ক্ত্বা' প্রত্যয়েন হৃদ্রোগবত্ত্বেবাধিকারিণি পরমায়া অপি তস্যাঃ প্রথমমেব প্রবেশস্ততস্তয়ৈব পরমস্বতন্ত্রয়া কামাদীনামপগমশ্চ। তেষাং কদাচিৎ সত্ত্বেঽপি—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্" (১) ইতি "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্ত" ইত্যাদিভ্যশ্চ তদ্বতাং ন কাপি শাস্ত্রেষু নিন্দালেশোঽপি। অজামিলস্য ভক্তত্বং বিষ্ণুদূতৈর্নিরূপিতম্। "সঙ্কেত-ভগবন্নাম পুত্রস্নেহানুষঙ্গজমিত্যাদিদৃষ্ট্যা তদাভাসবতামপ্যজামিলাদীনাং ভক্তত্বং সর্ব্বৈঃ সঙ্গীতমেব। তদেবং কর্ম্মযোগাদীনামন্তঃকরণশুদ্ধিদ্রব্য-দেশশুদ্ধ্যাদয়ঃ সাধকাস্তদ্বৈগুণ্যাদয়ো বাধকা ভক্তিস্তু প্রাণদায়িন্যে-বেতি। সর্ব্বথা পারতন্ত্র্যমেব তেষাম্। ন হি স্বতন্ত্রাঃ কেনাপি সাধ্যন্তে

ধীর হইয়া হৃদ্রোগরূপ কামকে অতিশীঘ্র পরিত্যাগ করেন।" এইস্থানে "ভক্তি লাভ করিয়া" এই অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে অবস্থান হেতু পূর্ব্বে কামাদি সত্ত্বেও ভক্তিলাভ, পরে কামাদির আত্যন্তিক পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের অর্থাৎ কামাদির অস্তিত্ব থাকিলেও, শাস্ত্রাদিতে সুদুরাচার ব্যক্তিও অনন্যকাম হইয়া যদি আমার সেবা করে, তবে সে সাধুরূপে পরিণত হয়।" "আমার ভক্ত কামাদির অধীন থাকিলেও" এই সমস্ত প্রমাণ থাকায় তাহাদের ভক্তিমার্গে প্রবেশের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পরন্তু ঐ প্রকার ভক্তের শাস্ত্রাদিতে কোথাও নিন্দালেশ পরিদৃষ্ট হয় না। অজামিলের ভক্তত্ব বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃকই নিরূপিত হইয়াছিল। "পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রের নাম নারায়ণ থাকায় পুত্রনাম-সঙ্কেতে ভগবন্নাম করিয়াছিলেন" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তি দেখিয়া ভগবন্নামের আভাস মাত্রে উচ্চারণকারী অজামিলাদির ভক্তত্বের কথা সকলেই সম্যক্রূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইল যে, কর্ম্মযোগাদির অন্তঃকরণ-শুদ্ধি, দ্রব্য-দেশশুদ্ধি প্রভৃতিই সাধক এবং তাহার বৈগুণ্যাদিই উহাদের বাধক; অর্থাৎ দেশকাল-পাত্র-দ্রব্যশুদ্ধি প্রভৃতি হইল যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মযোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিপ্রদ এবং অন্তঃকরণশুদ্ধি হইলে জ্ঞানযোগ সিদ্ধি হয়, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত উহারা নিষ্ফল বলিয়া ভক্তিই উহাদিগের প্রাণদায়িনী। কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি সর্ব্বপ্রকারে ভক্তিরই অধীন। ইহারা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে;

(১) গীতা ৯।৩০—৩১।

বাধ্যন্তে বেতি। কিঞ্চ জ্ঞানৈকসাধনমাত্রত্বং ভক্তেরিত্যজ্ঞৈ-রেবোচ্যতে যতো জ্ঞানসাধ্যান্মোক্ষাদপি তস্যাঃ পরমোৎকর্ষ এবালোচ্যতে। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইতি।

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভো প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" (১) ইত্যাদিভ্যঃ।

ইন্দ্রমেব প্রধানীকৃত্য স্বয়ং গুণীভবতোপেন্দ্রেণ তং সর্ব্বথা পুঞ্চতা স্বকৃপালুত্বমেব যথাভিজ্ঞজনেষু প্রত্যায্যতে ন তু স্বাপকর্ষস্তথৈব জ্ঞানং পুঞ্চন্ত্যাস্তত্তৎপ্রকরণবাক্যেষু তস্যা ভক্তেরনুগ্রহ এব সুধীভিরনুগম্যতে ইতি। "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" ইতি ভক্তেঃ ফলং প্রেমরূপা সৈবেতি

যেহেতু কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কোনও কিছুর দ্বারা সাধ্য বা বাধ্য—অর্থাৎ কোনও কোনও বিশেষ সাধনের দ্বারা উহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, অথবা কোনও কোনও বিশেষ প্রকার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিলে উহার সিদ্ধিতে বাধা ঘটে। পরন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণই বলিয়া থাকে যে, একমাত্র জ্ঞানই ভক্তির সাধক; ইহা অজ্ঞেরই উক্তি: যেহেতু দেখা যায় যে, জ্ঞানসাধ্য মোক্ষ হইতেও ভক্তির পরমোৎকর্ষ শাস্ত্রাদিতে আলোচিত হইয়াছে। যথা—"তিনি বরং মুক্তিদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিদান করেন না" "হে মহামুনে! সিদ্ধমুক্তদিগের মধ্যে কোটি কোটিজনের মধ্যেই প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ-ভক্ত বিশেষরূপে দুর্লভ।" বামনাবতার শ্রীভগবান্ নিজে যেমন সর্ব্বগুণশালী হইয়াও উপেন্দ্ররূপে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রের সর্ব্বপ্রকার পোষণ করায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহার নিজের পরম দয়ালুত্ব প্রমাণ হইয়াছে, প্রত্যুত হীনত্ব প্রমাণ হয় নাই—সেইরূপ জ্ঞান-প্রধান শাস্ত্রবাক্যে ভক্তিকে জ্ঞানাঙ্গরূপে প্রকাশ করায় বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং স্বতন্ত্রা ও সর্ব্বসমর্থা হইয়াও জ্ঞানের পোষ-ণের জন্য ভক্তিদেবীও সত্ত্বগুণাবলম্বনে জ্ঞানাঙ্গ হইয়া জ্ঞানের পোষকতা করেন—ইহাই বিদ্বানগণ মনে করিয়া থাকেন। "ভক্তিদ্বারা সঞ্জাত ভক্তিহেতু" এই শাস্ত্রবাক্য হইতে ভক্তির ফলও যে প্রেমরূপা ভক্তি ইহাই বুঝা যায়; কারণ,

(১) ভাং ৬।১৪।৩

স্বয়ং পুরুষার্থমৌলিরূপত্বং তস্যাঃ। তদেবং ভগবত ইব স্বরূপভূতায়া মহাশক্তেঃ সর্ব্বব্যাপকত্বং সর্ব্ববশীকারিত্বং সর্ব্বসঞ্জীবকত্বং সর্ব্বোৎকর্ষ-পরমস্বাতন্ত্র্যং স্বপ্রকাশত্বঞ্চ কিঞ্চিদুট্টঙ্কিতং তদপি তাং বিনা অন্যত্র প্রবৃত্তৌ প্রেক্ষাবত্ত্বস্যাভাব ইতি কিং বক্তব্যম্। নরত্বস্যাপি "কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্" ইত্যাদিভিরবগমো দৃষ্টঃ ॥৪।

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং মাধুর্য্য-কাদম্বিন্যাং ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষনামা প্রথমামৃতবৃষ্টিঃ ॥১।

ভক্তিদেবী নিজেই সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থের শিরোমণি। অতএব শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার স্বরূপভূতা মহাশক্তি ভক্তিদেবীর সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্ববশীকারিত্ব, সর্ব্বসঞ্জী-বকত্ব, সর্ব্বোৎকর্ষ, পরমস্বাতন্ত্র্য এবং স্বপ্রকাশত্ব অতি অল্পমাত্রই প্রদর্শিত হইল। তাহাতে ইহা স্পষ্টীকৃত হইল যে, এই ভক্তি বিনা অন্য কোনও বিষয়ে বা অন্য-কোন উদ্দেশ্যমূলক সাধনে যাহার প্রবৃত্তি ঘটে—তাঁহার সম্যক দর্শনাদির যে অভাব একথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ অন্য কোনও প্রকার সাধন-পথ অবলম্বন করিলেও তাহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠামূলা ভক্তি না থাকিলে সিদ্ধিলাভ ঘটেনা—ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছেএবং ভক্তি যে সকল প্রকার সিদ্ধি হইতেও গরীয়সী ইহাও দেখান হইয়াছে। অতএব সেই ভক্তিই যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; তখন তল্লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; সুতরাং ভক্তিলাভ যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য না হয়, তাহারা নিশ্চয়ই সৎশাস্ত্রাদির সম্যক্ অনুশীলন করেন নাই এবং তাঁহাদের বুদ্ধিও সম্যক্ পক্কতা লাভ করে নাই। এই জন্যই তাঁহাদের বিচারশক্তির শৈথিল্য আছে এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের সম্যগ্দর্শনের অভাব বলা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মানবভাবও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় নাই—এইজন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে "সেই ভগবান্‌কে নরেতর প্রাণীভিন্ন আর কে ভজনা না করিয়া থাকে?" অতএব যে মানবে মানবধর্ম্মের পূর্ণতা হইয়াছে,ভক্তি তাহার পক্ষে স্বতঃ-সিদ্ধ—ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিবিরচিত মাধুর্য্যকাদম্বিনী-গ্রন্থে ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষনামক প্রথমামৃতবৃষ্টি ॥১।

দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ ।

অথাত্র মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদবিবাদয়ো নাবকাশঃ লভন্তে ইতি কৈশ্চিদপেক্ষণীয়াশ্চেদৈশ্বর্য্যকাদম্বিন্যাং দৃশ্যতাং নাম ॥১॥

ইদানীং করণকেদারিকাসু প্রাদুর্ভবন্ত্যাস্তস্যা এব ভক্তেজ্ঞানকর্ম্মাদ্য-মিশ্রিতত্বেন শুদ্ধায়াঃ কল্পবল্ল্যা অপি নিরস্তান্যফলাভিসন্ধিতয়ৈব ধৃতব্রতৈ র্মধুব্রতৈরিব ভব্যজনৈরাশ্রিয়মাণায়াঃ স্ববিষয়ৈকানুকূল্যমূলপ্রাণায়াঃ

এই মাধুর্য্যকাদম্বিনী-গ্রন্থে দ্বৈত ও অদ্বৈত সিদ্ধান্তাদি-বিষয়ে বাদ ও বিবাদের অবকাশ নাই, অর্থাৎ ইহাতে প্রধানতঃ যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে দ্বৈত ও অদ্বৈতাদি বিষয়ে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া গ্রন্থকার মনে করেন না ; তবে যদি কাহারও তদ্বিষয়ে অপেক্ষা হয়, তবে তিনি ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী-নামক গ্রন্থে—তাহা দর্শন করিবেন। অর্থাৎ কেহ যদি মনে করেন যে, ভক্তিসাধনায় দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের আলোচনার অবশ্য প্রয়োজন, তবে গ্রন্থকার "ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী" নামক গ্রন্থে ঐসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই দেখিতে বলিতেছেন ॥ ১।

জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অমিশ্রিত ভক্তিকে শুদ্ধাভক্তি বলা হইয়াছে (১)। এই ভক্তি কল্পলতা-সদৃশা। ইনি নিত্যা, অতএব ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ; তবে ইন্দ্রিয়রূপক্ষেত্রে ইনি আবির্ভূতা হইয়া ভগবান্ ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার ফলাভিসন্ধি-ত্যাগরূপ-ব্রতাবলম্বী ভব্যভক্ত-মধুব্রতগণ কর্ত্তৃক আশ্রিয়মাণা হইয়া ভগবদ্বিষয়ক

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুতে গ্রন্থকার শুদ্ধা-ভক্তির লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন-

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

অস্যার্থ :— অন্যাভিলাষজ্ঞান-কর্ম্মাদিরহিতা শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্যানুকূল্যেন কায়-বাঙ্মনোভির্যাবতী ক্রিয়া সা ভক্তিঃ। অনুশীলন-শব্দের অর্থ প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যা-ত্মক শারীর,মানস ও বাচিক যাবতীয় চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক উক্ত অনুকূল অনুশীলন অন্যাভিলাষশূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত হইলে তাহাকে শুদ্ধা বা উত্তমা-ভক্তি বলে।

স্বস্পর্শেন স্পর্শমণিরিব করণবৃত্তীরপি প্রাকৃতত্বলোহতাং শনৈস্ত্যাজয়িত্বা চিন্ময়ত্বশুদ্ধজাম্বূনদতাং প্রাপয়ন্ত্যাঃ কন্দলীভাবান্তে সমুদ্গচ্ছন্ত্যাঃ সাধনাভিখ্যে দ্বে পত্রিকে বিভ্রিয়েতে। তয়োঃ প্রথমা ক্লেশঘ্নী দ্বিতীয়া-শুভদেতি। দ্বয়োরপি তয়োরন্তস্তু লোভপ্রবর্ত্তকত্বলক্ষণচৈকণ্যেন "যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ" (১) ইত্যাদি শুদ্ধসম্বন্ধস্নিগ্ধতয়া চ প্রাপ্তোৎকর্ষে দেশে রাগনাম্নো রাজ্ঞ এবাধিকারঃ। বহিস্তু "তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা" (২) ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকত্বলক্ষণ-পারুষ্যাভাসেন

আনুকূল্য-সম্পাদনরূপ মূলপ্রাণযুক্তা হইয়া স্পর্শমণির ন্যায় স্বীয় স্পর্শের দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তির প্রাকৃতত্বরূপ লৌহত্ব ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করাইয়া চিন্ময়ত্বরূপ শুদ্ধ সুবর্ণত্বে পরিণত করাইয়া অঙ্কুর ভাবের অবশেষে সাধন-সঞ্জাত দুইটী পত্র প্রসব করেন। (শ্রুতিতে আছে "মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায়না, প্রত্যুত যিনি মনকেই মনন করিয়া সৃষ্টি করেন, তিনিই ব্রহ্ম"—সুতরাং ব্রহ্ম-চৈতন্যের সহিত অভেদাত্মক অথচ পরম বিশেষ ভগবত্তত্ত্ব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কিন্তু পরাৎপর শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হইলে তাহার ফলে মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া যায়; এই জন্যই শ্রীভগবানের সহিত ভক্তগণ অশেষবিধ লীলা উপভোগ করিয়া থাকেন। এই জন্যে ভক্তের দেহেন্দ্রিয়াদিকে ভক্তিশাস্ত্রে অপ্রাকৃত বা চিন্ময় বলা হইয়াছে।) এই দুইটী পত্রিকার প্রথমটীর নাম ক্লেশঘ্নী, দ্বিতীয়ার নাম শুভদা। সেই দুইটী পত্রের অন্তরভাগে লোভপ্রবর্ত্তক-লক্ষণ শোভাবিশেষ দ্বারা "আমি যাঁহাদিগের প্রিয়, আত্মা ও পুত্র" এই শ্লোকে প্রকাশিত শুদ্ধ-সম্বন্ধজাত স্নিগ্ধতাদ্বারা উৎকর্ষযুক্ত বা উৎকৃষ্ট প্রদেশে রাগ নামক রাজারই অধিকার। অর্থাৎ স্বভাবতঃই ভক্ত ভগবানের প্রতি অহৈতুক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তারসের প্রেমলক্ষণা রাগভক্তি লাভ করিয়া থাকে। আর উহাদের বহির্ভাগে "এই কারণেই অভয়েচ্ছুব্যক্তি সর্ব্বাত্মা হরির উপাসনা করিবেন" এই শ্লোকে প্রকাশিত শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক লক্ষণ-হেতু শাসক-সুলভ পারুষ্যের আভাসবিশিষ্ট ও প্রিয়াদি শুদ্ধ-সম্বন্ধের অভাববশতঃ স্বভাবতঃ

(১) ভা, ৩।২৫।৩৮
(২) ভা, ২।১।৫

প্রিয়াদিশুদ্ধসম্বন্ধাভাবাৎ স্বত এবাতিস্নিগ্ধতানুদয়েন পূর্ব্বতঃ কিঞ্চিদপকৃষ্টে দেশে বৈধনাম্নোঽপরস্য রাজ্ঞঃ। ক্লেশঘ্নত্বশুভদত্বাভ্যাস্তু প্রায়স্তয়োর্ন কোঽপি বিশেষঃ ॥ ২ ॥

তত্রাবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ (১)। প্রারব্ধাপ্রারব্ধরূঢ়বীজপাপাদয়স্তন্ময়া এব। শুভানি দুর্বিষয়বৈতৃষ্ণ্য ভগবদ্বিষয়সতৃষ্ণ্যা-

স্নিগ্ধতা-বর্জ্জিত হওয়ায় পূর্ব্বকথিত দেশ হইতে কিঞ্চিৎ অপকৃষ্টদেশে বৈধনামক অপর একজন রাজার অধিকার। অর্থাৎ শাস্ত্রাদির শাসন হেতু ভগবানে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধানা বৈধীভক্তির আবির্ভাব হয়। গ্রন্থকার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুতেও বলিয়াছেন—"শাস্ত্র-শাসন ভয়ে কেহ যদি ভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করেন, তবে তাঁহার তাদৃশ অনুষ্ঠানকে বৈধীভক্তি বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ উভয় প্রকার ভক্তিরই ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্বগুণে প্রায়ই কোনও ইতরবিশেষ নাই। অর্থাৎ উভয়ভক্তিই ক্লেশনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী ॥ ২ ॥

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটীই ক্লেশ ; বস্তুতঃ এই পাঁচটী ক্লেশ একমাত্র অবিদ্যারই বিশেষ বিশেষ প্রকার মাত্র। প্রারব্ধ বা ফলোন্মুখ, অপ্রারব্ধ, রূঢ় (বীজোন্মুখ) ও বীজ এই চারি প্রকার পাপাদি ঐ ক্লেশেরই

(১) মহর্ষি পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগদর্শনের সাধন-পাদের তৃতীয় সূত্রে আছে—"অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশা" অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটীই ক্লেশ নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ এই অবিদ্যার পঞ্চবিধ কারণ থাকিলেই কর্ম্মে ও অকর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ ঘটে ও তাহার ফলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা পাপ পুণ্যরূপ অদৃষ্টের ফল সুখদুঃখ-ভোগ ঘটে। মহর্ষি পতঞ্জলি ঐ পাঁচটীর যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা প্রদত্ত হইল। অনিত্য,অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মায় যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্ম-জ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। (২।৫) দৃকশক্তির (পুরুষের) ও দর্শনশক্তির একাত্মতা-জ্ঞানকে অস্মিতা কহে। (২।৬) সুখ বা দুঃখের উপায়ের কামনাকে রাগ কহে। (২।৭) দুঃখের বা দুঃখের কারণের প্রতি বিরক্তিকে দ্বেষ কহে। (২।৮) বিদ্বান্ ব্যক্তিরও জন্মান্তর-সংস্কারের অনুকূল বিষয়ে আসক্তি অর্থাৎ তদুপায় স্বরূপ স্বদেহে আসক্তি ও মরণে ভয়কে অভিনিবেশ কহে। (২।৯)

নুকূল্য-কৃপাক্ষমাসত্যসারল্যসাম্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য-মানদত্বামানিত্বসর্ব্বসুভগত্বাদয়ো গুণাশ্চ "সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" (২) ইত্যাদিদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়াঃ ॥ ৩ ॥

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈব ত্রিক এককালঃ" ইত্যুক্ত-প্রকারেণ যুগপদপি প্রবৃত্তয়োরপি তয়োঃ পত্রিকয়োরুদ্গমতারতম্যোনৈব তত্তদশুভনিবৃত্তিশুভপ্রবৃত্তিতারতম্যাদস্ত্যেব ক্রমঃ। স চাতিসূক্ষ্মো দুর্লক্ষ্যোঽপি তত্তৎকার্য্যদর্শনলিঙ্গেন সুধীভিরবসীয়তে ॥ ৪ ॥

অন্তর্গত। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অপ্রারব্ধফল, কূট, বীজ ও ফলোন্মুখ (প্রারব্ধ) এই চারি প্রকার পাপের কথা বলা হইয়াছে। সমস্ত জগতের প্রীতিবিধান, সমস্ত প্রাণি কর্ত্তৃক বশ্যতাস্বীকার, দুঃখজনক বিষয়ের উপর বিতৃষ্ণা, ভগবদ্বিষয়ে সতৃষ্ণতা, আনুকূল্য, কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সারল্য, সাম্য (সমতা), ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মানদত্ব, অমানিত্ব ও সর্ব্বসৌভাগ্য প্রভৃতি গুণকে শুভ বলা হইয়া থাকে—কারণ, শাস্ত্রেও আছে "দেবতাগণ সমস্ত গুণের সহিত ভক্তে অবস্থান করেন"। অতএব ভক্ত ঐ সমস্ত শুভগুণ-সম্পন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে "ভক্তি, পরমেশ্বরের অনুভূতি ও ভগবদ্ভিন্ন অন্য পদার্থে বিরক্তি—এই তিনটীরই একই সময়ে আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।" অতএব ইহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে ক্লেশঘ্নী ও শুভদা নাম্নী ভক্তি-কল্পলতায় যে দুইটী পত্রিকার উদ্গমের কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগের যুগপদ্ আবির্ভাব হইলেও তাহাদের অল্প ও অধিক পরিমাণে উৎপত্তির তারতম্য হেতু অশুভের নিবৃত্তির ও শুভের প্রবৃত্তির (আরম্ভের) ও তারতম্যহেতু ইহাদেরও একটী নির্দ্দিষ্ট ক্রম আছে। ঐ ক্রম অতি সূক্ষ্ম ও তদুর্লক্ষ্য হইলেও তাহাদের কার্য্য দর্শনরূপ হেতু বা চিহ্নের দ্বারা পণ্ডিতগণ উহা স্থির করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শাস্ত্র ও সাধুনির্দ্দিষ্ট লক্ষণের দ্বারাই ভক্তিপথে অবস্থিতি ও উন্নতির নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ৪ ॥

(২) ভাঃ ৫ম।১৮।১২

তত্র ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রথমং শ্রদ্ধা। (১) সাচ তত্তচ্ছাস্ত্রার্থে দৃঢ়-প্রত্যয়-ময়ী। প্রক্রম্যমাণযত্নৈকনিদানরূপতদ্বিষয়কনৈক-নির্ব্বাহরূপসাদর-স্পৃহা চ। সা চ সা চ স্বাভাবিকী কেনাপি বলাদুৎপাদিতা চ। ততশ্চাশ্রিতগুরুচরণস্যতস্য জিজ্ঞাস্যমানসদাচারস্য তচ্ছিক্ষয়ৈব সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধভক্ত্যভিজ্ঞসাধুসঙ্গভাগোদয়ঃ। ততো ভজনক্রিয়া। সা

ভক্তিতে যিনি অধিকারী, তাঁহার প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। ভক্তিশাস্ত্রে কথিত-বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ই ঐ শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে মনের দৃঢ়-নিশ্চয়তাকেই শ্রদ্ধা কহে।) শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের অনুষ্ঠানে বিশেষরূপ যত্নশীল হইয়া তদনুসারে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবার যে সাদরস্পৃহা দেখা যায়, তাহাকেও শ্রদ্ধা বলা হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ শ্রদ্ধাই আবার দুই ভাগে বিভক্ত, একপ্রকার স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা, অন্য প্রকার শ্রদ্ধা কোনও কিছুদ্বারা বল পূর্ব্বক উৎপাদিতা হয়। এই শ্রদ্ধা জন্মিলে পর গুরুচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সদাচার-জিজ্ঞাসা জন্মে; (সদাচার—সাধুগণের ভজনাদিরূপ আচরণ; জিজ্ঞাসা—জানিবার ইচ্ছা) ঐ জিজ্ঞাসার পর সদাচার-শিক্ষার দ্বারা নিজাভিলষিত ভজনীয়ের অনুকূল উদ্দেশ্য-সমন্বিত স্নিগ্ধ (স্নেহশীল) ভক্তিপথে অভিজ্ঞ সাধুগণের সঙ্গরূপ ভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ সদাচার-শ্রবণে তদনুষ্ঠানের আগ্রহ জন্মিলে ও তাহা জানিবার ইচ্ছা থাকিলে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ জনের নিকট যাইতে হয়, তজ্জন্য

(১) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের প্রেমভক্তিলহরীতে আছে—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাস, অনন্তর সাধুসঙ্গ, তাহার পর ভজনক্রিয়া, তাহার পর অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা অর্থাৎ ভজনীয়-বিষয়ে বিক্ষেপরাহিত্য ও সাতত্য, তাহার পর বুদ্ধিপূর্ব্বিকা রুচি, তৎপরে রসময়ী আসক্তি, তদনন্তর ভাব ও তাহার পর প্রেম উদিত হয়। সাধকগণের প্রেমাবির্ভাবের ক্রম এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

চ দ্বিবিধা অনিষ্ঠিতা নিষ্ঠিতা চ। তত্র প্রথমমনিষ্ঠিতা ক্রমেণোৎসাহময়ী ঘনতরলা ব্যূঢ়বিকল্পা বিষয়সঙ্গরা নিয়মাক্ষমা তরঙ্গরঙ্গিণীতি ষড়্‌বিধা ভবন্তীতি স্বাধারং বিলক্ষয়তি ॥ ৫ ॥

তত্রোৎসাহময়ী প্রথমমেব শাস্ত্রমধ্যেতুমারভমাণস্য সর্ব্বলোক-শ্লোক্যমানপাণ্ডিত্যমুপপন্নমিব স্বস্মিন্ মন্যমানস্য বটোরিব উৎসাহং স্বাধিকরণস্য প্রচুরয়তীত্যুৎসাহময়ী ॥ ৬ ॥

অথ ঘনতরলা। প্রক্রম্যমাণানি ভক্ত্যঙ্গানি কদাচিন্নির্ব্বহন্তি কদাচিচ্চ ন বেতি ঘনত্বং তরলত্বঞ্চাস্যাঃ যথা বটোঃ শাস্ত্রাভ্যাসঃ কদাচিৎ

তদনুরূপ ভজনাভিজ্ঞ কৃপাশীল সাধুগণের সঙ্গলাভ ঘটিয়া থাকে। এই সাধুসঙ্গ লাভের পরই ভজনক্রিয়ার প্রকৃত আরম্ভ হয়। ঐ ভজনক্রিয়া দুই প্রকার—অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় শৈথিল্য বা চ্যুতির কোনও অবকাশ নাই। কিন্তু অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়াও ক্রমশঃ উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়-বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী—এই ছয় প্রকারে পরিণত হইয়া অবশেষে স্বীয় আধার-স্বরূপ শ্রীভগবানে বদ্ধলক্ষ্যা হইয়া থাকে ॥৫।

প্রথমে উৎসাহময়ীর কথা বলা যাইতেছে। বালকে প্রথম শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবা মাত্রই যেমন "আমার সর্ব্বলোক-শ্লোক্যমান (সকলের প্রশংসনীয়) পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হইয়াছে" এইরূপ মনে করিবামাত্র একটী উদ্যম আসিয়া যেমন প্রারব্ধ বিষয়ে প্রচুর অভিনিবেশের সঞ্চার করে, তদ্রূপ ভক্তিমার্গে প্রথমে প্রবেশ করিবামাত্র ভক্তেরও উৎসাহময়ী চেষ্টা পরিদৃষ্টা হইয়া থাকে। এই জন্যেই ঐ অবস্থাকে উৎসাহময়ী বলা হইয়া থাকে ॥৬॥

অনন্তর ঘনতরলার কথা বলা হইতেছে। আবার ঐ বালকের শাস্ত্রাভ্যাস যেমন কখনও গাঢ় ও কখনও তরল হয়—অধীত শাস্ত্রার্থে প্রবেশের অসামর্থ্য হেতু সরসতার উপলব্ধি না হওয়ায় শাস্ত্রাধ্যয়নের যত্ন শিথিল হয় এবং কখনও বা শাস্ত্রার্থের মর্ম্ম গ্রহণে আনন্দের সঞ্চার হয়—সেইরূপ ঐ প্রকার ভক্তেরও কখনও ভক্ত্যঙ্গের সম্যক্ নির্ব্বাহ হইলে ভজন-ক্রিয়ার ঘনত্ব পরিদৃষ্ট হয় এবং ঐ সমস্ত অঙ্গের যাজন-ক্রিয়ার অনির্ব্বাহত্ব হেতু

সান্দ্রঃ কদাচিৎ তদর্থপ্রবেশাসমর্থতয়া সারস্যানুদয়েন শিথিলশ্চ ॥ ৭ ॥

অথ বূঢ়বিকল্পা। কিমহং সপরিগ্রহ এব পুত্রকলত্রাদীন্ বৈষ্ণবী-কৃত্য ভগবৎপরিচর্য্যায়াং নিযোজ্য গৃহ এব সুখং তং ভজে কিংবা সর্ব্বানেব পরিত্যজ্য নির্বিক্ষেপঃ শ্রীবৃন্দাবনং ধ্যেয়স্থানমেবাসীনঃ কীর্ত্তনশ্রবণাদিভিঃ কৃতার্থী ভবেয়ম্। স চ ত্যাগঃ কিং ভুক্তভোগস্যা-বগতবিষমবিষয়দাবদবথোর্ম্ম চরমদশায়ামেব কিং বাধুনৈব সমুচিত ইতি। কিঞ্চ "তামীক্ষেদাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্" (১) ইতি দৃষ্ট্যা আশ্রমস্যাস্যাবিশ্বাস্যতয়া "যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্" (২) ইত্যত্র "জহৌ

কখনও বা তরলত্ব (আসক্তির শৈথিল্য) পরিদৃষ্ট হয়—এইজন্যই এই অব-স্থাকে ঘনতরলা বলা হইয়াছে ॥৭॥

অনন্তর বূঢ়বি-কল্পার বিষয় বলা যাইতেছে। "আমি কি সপরিবারে পুত্র-কলত্রাদিকে বৈষ্ণব করিয়া ভগবৎ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া গৃহে থাকিয়াই সুখে কাল যাপন করিয়া তাঁহার ভজনা করিব, অথবা পুত্র-কলত্র সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষেপরহিত হইয়া ধ্যেয়স্থান শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ-ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া কৃতার্থ হইব? সেই সংসার-ত্যাগই যদি করিতে হয়, তবে বিষয়-ভোগের দ্বারা উহার কষ্টকরত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়া চরমদশায়ই উহার ত্যাগ সমুচিত, অথবা এইক্ষণেই ইহার ত্যাগ সমুচিত? অনুরাগের বেগ যতক্ষণ মন্দীভূত থাকে, ততক্ষণই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে শাস্ত্র-বাক্যাদির বিচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব এই অবস্থায় ভক্তের শাস্ত্রবিচার-প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু শাস্ত্রে আছে "নিজের সেই মৃত্যুরূপা স্ত্রীকে তৃণাবৃত কূপের ন্যায় সহসা দুর্লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবে"—অতএব আশ্রমকে বিশ্বাসযোগ্য মনে না করিয়া "যিনি দুস্ত্যজ্য স্ত্রী-পুত্রগণ-সুহৃদ্-রাজ্যাদি উত্তম-শ্লোক হরির ভজনে অভিলাষী হইয়া যুবা হইয়াও মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন" এই শ্লোকের

(১) ভাঃ ৩।৩১।৪০
(২) ভাঃ ৫।১৪।৪৩

যুবৈব মলবৎ” (৩)ইত্যাদিদৃষ্ট্যা ত্যক্তবিলম্বস্তত্রাপি “অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ” ইত্যত্র “অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ” ইতি ভগবদ্বাক্যেন ত্যাগেঽলব্ধবলশ্চ সম্প্রত্যেব প্রাণধারণমাত্রবৃত্তির্বনং তদৈব প্রবিশ্যাষ্টাবেব চ যামানভ্যর্থয়ানীতি। “ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ’ (১) ইত্যত্র তু বৈরাগ্যস্য ভক্তিজনকত্বে এব দোষো ন তু ভক্তিজনিতত্বে ইতি তদনুভাবরূপতয়া তদধীনত্বমিতি। যদ্‌যদাশ্রমমগাৎ স ভিক্ষুকস্তত্তদন্নপরিপূর্ণ মৈক্ষত ইতি ন্যায়েন কদাচিদ্বৈরাগ্যং

“যুবা হইয়াও মলবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন” ইহা দ্বারা অবিলম্বেই সংসার ত্যাগ করাই উচিত; আবার “আমার পিতামাতা উভয়েই বৃদ্ধ” এই শাস্ত্রোক্তি হইতে পিতামাতার মৃত্যুর পরই সংসার-ত্যাগ বিহিত হইতেছে। “আবার অতৃপ্তাবস্থায় সংসার-ত্যাগ করিয়া তাহার চিন্তা করিতে করিতে মৃত হইলে অতি ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় লোকে গমন করে” এই ভগবদ্বাক্যের দ্বারা সংসার-ত্যাগের সংকল্প বলবান্ হয় নাই। সম্প্রতি কোনওরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি, তাহার পরে যথাসময়ে বনে প্রবেশ করিয়া অথবা ধ্যেয় স্থান শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া অষ্টপ্রহরই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়াই যাপন করা যাইবে। “এই ভক্তিপথে জ্ঞান বা বৈরাগ্য কোনটীই শ্রেয়োজনক হয় না” এই শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা বৈরাগ্য দ্বারা ভক্তি জন্মিতে পারে না বলিয়া ভক্তিজনকত্বেই বৈরাগ্যের দোষ দর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি উৎপন্না হইলে তৎপরে বৈরাগ্য দোষজনক হয় না; কারণ, ঐরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা ভক্তিরই অনুভব হওয়ায় উহার ভক্তিরই অধীনত্ব প্রমাণিত হইতেছে। (অর্থাৎ ভগবদ্ভজনে আসক্তির জন্য অন্যান্য বিষয়ে যে বৈরাগ্য জন্মে, সে বৈরাগ্য শুষ্ক বৈরাগ্য নহে; পরন্তু ভক্তির অনুকূল বলিয়া দোষাবহ নহে।) “সেই ভিক্ষুক যে যে আশ্রমেই গমন করিলেন, সেই সেই আশ্রমকেই অন্নের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলেন” এই সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়ের দ্বারা

(৩) ঐ

(১) ভাঃ ১১।২০।৩০

"তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্" ইতি কদাচিদ্ গার্হস্থ্যঞ্চ নিশ্চিন্বন্ কিমহং কীর্ত্তনমেব কিংবা কথাশ্রবণমপি উত সেবামেব উতাহো তাবদম্বরীষাদিবদনেকাঙ্গামেব ভক্তিং করবৈ ইত্যাদি বিবিধা এব প্রাপ্তা বিকল্পা যত্র ভবন্তীতি ব্যূঢ়বিকল্পা ॥ ৮ ॥

অথ বিষয়সঙ্গরা। "বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্ গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ।" ইতি ভোগা এব বলাৎ স্বস্মিন্নভিনিবেশ্য মাং ভজনে শিথিলয়ন্তীতি তদমী ত্যক্ত্বা নামগ্রাহং কাংশ্চন কাংশ্চন ত্যক্তবতোঽপি ভুঞ্জানস্য "জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বর" (২) ইতি ভগবদ্বাক্যস্যোদাহরণত্বং প্রাপ্ত-

সন্ন্যাসাশ্রমেও জীবিকানির্ব্বাহের অভাব না থাকায় কখনও বা বৈরাগ্য অবলম্বনই স্থির হইল।

আবার শাস্ত্রে আছে যে, "যতক্ষণ ভক্তি না জন্মে, ততক্ষণই ত গৃহ কারাগৃহের তুল্য" অর্থাৎ ভক্তি জন্মিলে সংসারের বন্ধনশক্তি বা মোহকরী শক্তি থাকে না। অতএব এই শ্লোকের বলে কখনও বা গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থানই নিশ্চয় করিয়া—"আমি হরিকথা-কীর্ত্তনের দ্বারা বা হরিকথা শ্রবণের দ্বারা কি সেবাকেই অবলম্বন করিব? না অম্বরীষাদির ন্যায় অনেকাঙ্গ-সম্পন্না ভক্তির যাজনা করিব?" ভজন-ক্রিয়ার এইরূপ নানাপ্রকার বিকল্পের (সংশয়-জনিত বিতর্কের) উদয় হইতে থাকিলে তাহাকে ব্যূঢ়-বিকল্পা কহে ॥৮॥

অনন্তর বিষয়-সঙ্গরার কথা বলা হইতেছে। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "যাহাদের চিত্ত বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি অত্যন্ত সুদূরাবহ"---পশ্চিমদিকে ধাবমান বস্তু কখনও কি পূর্ব্বদিক্ গমনকারী লোক লাভ করিতে পারে? এই হেতু বস্তু সকল বলপূর্ব্বক আমাকে নিজ নিজ বিষয়ে আসক্ত করিয়া আমার ভজনাসক্তি শিথিল করিয়া দিতেছে, অতএব ঐ সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া নামের আশ্রয় গ্রহণ করিব" এইরূপে কোনও কোনও বিষয় ত্যাগ করিবার কালেও ভোগ ঘটায় "অনীশ্বর

(২) ভাঃ ১১।২০।২৮

বতস্তস্য পূর্ব্বাভ্যস্তৈর্বিষয়ৈস্তৈঃ সহ সঙ্গরো যুদ্ধং কদাচিৎ তৎপরাজয়ঃ কদাচিৎ স্বপরাজয় ইতি বিষয়সঙ্গরা ॥ ৯ ॥

অথ নিয়মাক্ষমা। "অদ্যারভ্য ইয়ন্তি নামানি গৃহীতব্যানি এতাবত্যশ্চ প্রণতয়ঃ কার্য্যা ইত্থমেব তদ্ভক্তা অপি সেবনীয়া ভগবদসম্বন্ধা বাচোঽপি নোচ্চারণীয়া গ্রাম্যবার্ত্তাবতাং সন্নিধিস্ত্যক্তব্যঃ" ইত্যাদি প্রতিদিনমপি প্রতিজানতোঽপি সময়ে তথা ন ক্ষমত্বম্ ইতি নিয়মাক্ষমা।

হইয়া পরিত্যাগ সত্ত্বেও সেই অনন্ত কামনার ঘৃণা সহকারে উপভোগ করিয়া থাকে" ভগবৎ-কথিত এই শাস্ত্রবাক্যের উদাহরণস্থল হইয়া সেই সেই ভোগ্য বিষয়ের সহিত সঙ্গর বা যুদ্ধ হওয়ায় কখনও বা বিষয়ের পরাজয় হয়, কখন বা নিজের পরাজয় ঘটে। ভজনক্রিয়ার এই অবস্থাকে বিষয়-সঙ্গরা কহে ॥৯।

ইহার পর নিয়মাক্ষমার কথা বিবৃত হইতেছে। এই অবস্থায় ভজনে শ্রদ্ধার বিবৃদ্ধি বশতঃ নিয়মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, কিন্তু বিষয়াসক্তির নাশ না হওয়ায় বৈষয়িক প্রয়োজনের বলবত্তা হেতু ভজন-নিয়মের সম্যক্ প্রতিপালন ঘটে না। বলা বাহুল্য যে, ভজনের রসাস্বাদনের অসামর্থ্যই ইহার কারণ। জিহ্বায় ইক্ষুরসের মিষ্টতার অনুভূতি হইতে আরম্ভ করিলে বালকের পক্ষে যেমন ইক্ষু-চর্ব্বণ-ত্যাগ দুঃসাধ্য, সেইরূপ ভজনে মিষ্টতার আস্বাদ অনুভূত হইতে আরম্ভ করিলে উহার ত্যাগ কোনওরূপে সম্ভবপর হয় না। গ্রন্থকার এই অবস্থার লক্ষণ বলিতেছেন। এই অবস্থায় প্রবর্ত্তক সাধক এই প্রকার সঙ্কল্প করেন যে, অদ্য হইতে আমি দশসহস্র বা লক্ষ পরিমাণ নাম গ্রহণ করিব। এতগুলি করিয়া প্রণতির অনুষ্ঠান করিব, এই প্রকারে শ্রীভগবানের ভক্তবৃন্দের সেবা করিব, যে বাক্যে ভগবৎসম্বন্ধ নাই, সেইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিব না এবং যাহারা গ্রাম্য বার্ত্তার * আলোচনা করে, তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিব। প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ এইরূপ নিয়মের সঙ্কল্প করিয়াও যথাকালে নিয়ম প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইবার এই প্রকার অবস্থাকে "নিয়মাক্ষমা" নামে অভিহিত করা যায়।

* গ্রাম্যবার্ত্তা—স্ত্রীপুরুষ ঘটিত ইতর-জনোচিত কথা।

বিষয়সঙ্গরায়াং বিষয়ত্যাগাক্ষমত্বম্ অত্র তু ভক্ত্যুৎকর্ষাক্ষমত্বমিতি ভেদঃ ॥ ১০ ॥

অথ তরঙ্গরঙ্গিণী। ভক্তেঃ স্বভাব এবায়ং যৎ তদ্বতি সর্ব্বেঽপি জনা অনুরজ্যন্তীতি "জনানুরাগপ্রভবা হি সম্পদ" ইতি প্রাচাং

বিষয়-সঙ্গরায় ও নিয়মাক্ষমার মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিষয়-সঙ্গরায় বিষয় ত্যাগ করার সামর্থ্য থাকেনা, নিয়মাক্ষমায় ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিবার সামর্থ্য থাকে না ॥ ১০।

ইহার পর "তরঙ্গরঙ্গিণী" নাম্নী অবস্থার কথা বলা যাইতেছে। ভক্তির ইহাই স্বভাব যে, যাঁহাতে ভক্তি অবস্থান করেন অর্থাৎ যিনি ভক্ত, তাঁহার প্রতি সকল লোকেরই স্বাভাবিক অনুরক্তি জন্মিয়া থাকে। "জনানুরাগের ফলেই সম্পদ লাভ হইয়া থাকে" ইহা পূর্ব্বতন মনীষিগণও বলিয়াছেন।* ভক্তিজাত এই সমস্ত লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদিরূপ বিভূতি সকল ভক্তিরূপ কল্পলতার উপশাখা মাত্র। উপশাখার বৃদ্ধি হইলে মূল লতার বৃদ্ধি হয় না; যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত—অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীবহিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥" মধ্য। ১৯

* যিনি সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই ভক্তিমূলা অর্চ্চনার দ্বারা নিখিল বিশ্ব পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে; যথা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্যে—

"যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥"　　[পরপৃষ্ঠা]

বাচোঽপি। ভক্ত্যুত্থাসু বিভূতিষু লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাদিষু বল্লীবলিতা-সূপশাখাসু তরঙ্গেষ্বিবাচরন্ত্যা অস্যা রঙ্গ ইতি তরঙ্গরঙ্গিণী ॥ ১১ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি বিরচিতায়াং মাধুর্য্য-কাদম্বিন্যাং ভক্তেঃ শ্রদ্ধাদি ক্রমত্রয় কথনপূর্ব্বকং ভজনক্রিয়াভেদ-কথনং নাম দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ।

অথানর্থানাং নিবৃত্তিঃ। তে চানর্থাশ্চতুর্বিধাঃ—দুষ্কৃতোত্থা

এই উপশাখাগুলিকেই এখানে ভক্তি-মহাসাগরের তরঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভক্ত এই অবস্থায় তাহার ভজন ক্রিয়াকে নানারূপে রঙ্গ বা ক্রীড়া করিতে দেখেন ; এই জন্যই এই অবস্থাকে "তরঙ্গ-রাঙ্গণী" নামে অভিহিত করা হইয়াছে ॥১১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে ভক্তির শ্রদ্ধাদি ক্রমত্রয় কথন পূর্ব্বক ভজন-ক্রিয়া-ভেদ-কথন-নামক দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টি ॥২॥

তৃতীয়ামৃতবৃষ্টি।

অনন্তর অনর্থনিবৃত্তির কথা বলা যাইতেছে। সেই অনর্থ চতুর্ব্বিধ ; যথা—দুষ্কৃতোত্থ (নিজের দুষ্কৃত বা পাপ হইতে জাত), সুকৃতোত্থ (নিজের ফলাভি-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিয়াছেন, তিনি নিখিল জগৎকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, মানব-প্রমুখ প্রাণীর কথা কি বলিব, স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত জন্তুও তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া থাকে। অতএব ভক্তের প্রতি স্বভাবতঃই সকল লোকে অনুরক্ত হইয়া থাকে। ভক্তের নিকট বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বরিক সুখ স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে, যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত তন্ত্রবাক্যে।

"সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তি মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ ॥"

"শ্রীগোবিন্দে ভক্তি জন্মিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক সুখ, ব্রহ্মসুখ বা মুক্তি এবং পরমানন্দরূপ ঐশ্বরিক সুখলাভ হয় ॥"

সুকৃতোত্থা অপরাধোত্থা ভক্ত্যুত্থাশ্চেতি। তত্র দুষ্কৃতোত্থা দুরভিনিবেশ-দ্বেষ-রাগাদ্যাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ ক্লেশা এব। সুকৃতোত্থা ভোগাভিনিবেশা বিবিধা এব। তেচ ক্লেশান্তঃপাতিন ইতি কেচিৎ। অপরাধোত্থা ইত্যত্র নামাপরাধা এব গৃহ্যন্তে। সেবাপরাধানাস্তু নামভিস্তত্তন্নিবর্ত্তকস্তোত্রপাঠৈঃ সেবা-সাতত্যেন চ ভবত্যস্ত বিবেকিনঃ প্রায়ঃ প্রতিদিনমেবোপশমেনাঙ্কুরীভাবানুপলব্ধেঃ। কিন্তু তত্তদুপশম-

সম্বন্ধিমূলক পুণ্যকর্ম্ম হইতে সঞ্জাত), অপরাধোত্থ (ভগবৎ বা তৎসম্বন্ধি কোনও বস্তুতে আচরিত জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত প্রত্যবায় হইতে জাত) এবং ভক্ত্যুত্থ (ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্বেই অপরাভক্তি হইতে জাত)। এখন দুষ্কৃতোত্থ অনর্থের বিষয় বলা যাইতেছে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে দুঃখজনক বিষয়ে অনুরাগ, দ্বেষ বা আসক্তির কথা পূর্ব্বে দ্বিতীয়-অমৃতবৃষ্টির ৩য় প্রকরণে আলোচিত হইয়াছে। তথায় অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচটীকেই ক্লেশ বলা হইয়াছে। বিবিধ প্রকার ভোগের অভিনিবেশকে সুকৃতোত্থ অনর্থ বলে। পূর্ব্বজাত সৎকর্ম্মের বা সকাম পুণ্য কর্ম্মের ফলে অনিত্য ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি সুখই এই সুকৃতোত্থ অনর্থ। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, যাবৎ ভুক্তিমুক্তি-বাঞ্ছারূপা পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কি প্রকারে হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইবে? ফলতঃ সুকৃতোত্থ অনর্থকেও পতঞ্জলি-প্রমুখ মহর্ষিগণ অবিদ্যা-অস্মিতাদি পঞ্চ ক্লেশেরই অন্তর্গত বলিয়া গণনা করিয়াছেন। (২য় অমৃতবৃষ্টির ৩য় প্রকরণের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।) "অপরাধোত্থ অনর্থ" বলিতে এখানে নামাপরাধকেই গ্রহণ করা হইয়াছে—উহা দ্বারা সেবাপরাধ লক্ষ্য করা হয় নাই। কারণ, বিচার-বুদ্ধিশালী সজ্জনগণ সেবাপরাধের নিবর্ত্তক নাম এবং স্তোত্রাদির পাঠ এবং নিরন্তর ভগবৎসেবার দ্বারা প্রতিদিন জাত সেবাপরাধের (১) উপশম করায় উহার অঙ্কুরীভাব বা আবির্ভাব ঘটিতে

(১) সেবাপরাধ—গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুতে যে সেবাপরাধগণের গণনা করিয়াছেন, তাঁহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। যথা—"বত্রিশ-প্রকারের সেবাপরাধ বর্জ্জন করিতে হইবে। আগমে উহা বিবৃত হইয়াছে।

(পাদটীকা)

যথা—১। ভগবদ্‌গৃহে যানে আরোহণ করিয়া গমন। ২। তথায় পাদুকা লইয়া গমন। ৩। উৎসবাদিতে দেবতার সেবা না করা। ৪। দেবতার অগ্রে প্রণাম না করা। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি। ৬। অশৌচ অবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি। ৭। এক হস্তে প্রণাম। ৮। দেবতাকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ। ৯। দেবতাগ্রে পাদ-প্রসারণ। ১০। তদগ্রে কটি-বন্ধনাদি। ১১। তদগ্রে শয়ন। ১২। তদগ্রে ভক্ষণ। ১৩। তদগ্রে মিথ্যাভাষণ। ১৪। তদগ্রে উচ্চ-ভাষণ। ১৫। তদগ্রে পরস্পর কথোপ-কথন। ১৬। তদগ্রে রোদনাদি। ১৭। তদগ্রে কাহারও নিগ্রহ বা অনুগ্রহ। ১৮। তদগ্রে নিষ্ঠুর ক্রূর-ভাষণ। ১৯। তদগ্রে কম্বলের দ্বারা গাত্রাবরণ। ২০। তদগ্রে পরনিন্দা। ২১। তদগ্রে পরস্তুতি। ২২। তদগ্রে অশ্লীল ভাষণ। ২৩। অধোবায়ুত্যাগ। ২৪। শক্তি থাকিতেও গৌণোপচার প্রদান। ২৫। অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ। ২৬। তত্তৎ কাল-জাত ফলাদির অনর্পণ। ২৭। ভুক্ত বা ব্যবহৃত ব্যঞ্জনাদির অবশেষ সমর্পণ। ২৮। তদগ্রে পৃষ্ঠ রাখিয়া উপবেশন। ২৯। তদগ্রে অন্য ব্যক্তিকে অভিবাদন। ৩০। গুরু কোন প্রশ্ন করিলেও তদগ্রে মৌনাবলম্বন। ৩১। তদগ্রে নিজের প্রশংসা। ৩২। ও দেবতার নিন্দন। বরাহপুরাণে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে লিখিত হইল। যথা—রাজান্নভক্ষণ, অন্ধকারময় গৃহে শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ, অবিধি পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-সমীপে গমন, বাদ্যব্যতিরেকে মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন, কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক দূষিত ভক্ষ্য সংগ্রহ, অর্চ্চনাকালে মৌনভঙ্গ, পূজা-কালে মূত্রপুরীষাদি ত্যাগার্থে গমন। গন্ধমাল্যাদি প্রদান না করিয়া ধূপদান, অবৈধপুষ্পাদির দ্বারা পূজা ; দন্ত ধাবন করিয়া, স্ত্রীসংসর্গ করিয়া, রজস্বলা দীপ ও মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া, রক্ত নীল বা অধৌত বস্ত্র, অন্যের ত্যক্ত বা মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া, মৃতদেহ দর্শন করিয়া, অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, শ্মশান ভ্রমণ করিয়া, ভুক্তান্নের অপরিপাক না হইতে, কুসুম্বফুল, শাক বা হিঙ্গ ভোজন করিয়া, তৈলমর্দ্দন করিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ বা তদীয় কার্য্য করণ।”

এতদ্ব্যতীত “ভগবচ্ছাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন, দেবতার সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ, এরণ্ডাদি নিষিদ্ধ পত্রস্থ পুষ্পদ্বারা পূজা, আসুরকালে পূজা,

সম্ভবলেন তত্র সাবধানতা-শৈথিল্যে সেবাপরাধা অপি নামাপরাধা এব স্যুঃ। তথাহুক্তম্,—

"নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিরিতি।"

তত্র নাম ইত্যুপলক্ষণং ভক্তিমাত্রস্যৈবোপশমকস্য। ধর্ম্মশাস্ত্রেঽপি প্রায়শ্চিত্তবলেন পাপাচরণে ন তস্য পাপস্য ক্ষয়ঃ প্রত্যুত গাঢ়তৈব। নন্বেবং—

পারেনা। কিন্তু যেহেতু নামবলে ও স্তোত্রাদিপাঠে সেবাপরাধের নিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তজ্জন্য সেবাপরাধ বিষয়ে সাবধানতার শিথিলতা ঘটিলে ঐসকল সেবাপরাধই নামাপরাধে পরিণত হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রে আছে যে "নামের বলে পাপে বুদ্ধি হইলে তাহাতেও নামাপরাধ হইয়া থাকে।" এইস্থানে নাম শব্দদ্বারা পাপোপশমক যাবতীয় ভক্তির অঙ্গ উপলক্ষণে (১) কথিত হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত ভক্তির অঙ্গই নাম শব্দদ্বারা বোধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত আছে যে, কেহ যদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপনাশ করিব মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-বলে পাপে

কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক পূজা, স্নান করাইবার সময় বাম হস্তের দ্বারা দেবতার স্পর্শ, শুষ্ক বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা পূজন, পূজাকালে নিষ্ঠীবন, পূজায় স্বগর্ব্বখ্যাপন, বক্রভাবে তিলক-ধারণ, পাদপ্রক্ষালন না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ, অবৈষ্ণব-পক্কবস্তুর নিবেদন, অবৈষ্ণব-সম্মুখে পূজা, গণেশ পূজা না করিয়া, কাপালিক দর্শন করিয়া বা ঘর্ম্মাক্তকলেবরে পূজা, নখস্পৃষ্টজলদ্বারা স্নান, নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন ও ভগবানের নাম লইয়া শপথগ্রহণ।" এ সমস্তও সেবাপরাধ।

(১) উপলক্ষণ — স্ব-প্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতর-প্রতিপাদকত্বম্। যে স্বয়ং নিজকে প্রতিপাদন করিয়া অন্যকেও প্রতিপাদিত করে, তাহাই উপলক্ষণ। যেমন "কাক হইতে দধি রক্ষা কর" এইকথা বলিলে কাকপদে নিজে কাক তো প্রতিপাদিত হইয়াছেই, তদ্ভিন্ন দধি-বিঘাতক যাবতীয় জীব কাকপদ দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে। ইহাই উপলক্ষণের উদাহরণ স্থল। মূলোক্ত স্থলেও নামশব্দে নাম স্বয়ং প্রতিপাদিত হইয়া নামাতিরিক্ত অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গকেও প্রতিপাদন করিতেছে।

"ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি" ইতি
"বিশেষতো দশার্ণোঽয়ং জপমাত্রেণ সিদ্ধিদ" ইত্যাদি

বাক্যবলেন তত্তদঙ্গানামননুষ্ঠানে বৈকল্যাদাবপি বা জাতে নামাপরাধঃ প্রসজ্জেত। মৈবম্। নাম্নো বলাদ্ যস্যেত্যত্র পাপে বুদ্ধিশ্চিকীর্ষাদি। তদেব হি পাপং যত্র সতি নিন্দাপ্রায়শ্চিত্তাদি-শ্রবণম্। ন চ কর্ম্মমার্গ ইব ভক্তিমার্গেঽপি অঙ্গবৈকল্যাদৌ ক্বাপি নিন্দাশ্রবণমিতি ন তত্রাপরাধশঙ্কা। যদুক্তম্—(শ্রীভাগবতে)

"যে বৈ ভাগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥

প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার পাপক্ষয় হয়না ; বরং পাপের গাঢ়তাই প্রকাশিত হয়। যদি বলা যায় যে, "হে উদ্ধব! আমার এই ধর্ম্মের আরম্ভমাত্রেই পরিসমাপ্তি না হইলেও অণুমাত্রও ধ্বংস নাই।" অর্থাৎ যতটা আচরিত হইয়াছে, তদনুরূপ ফল হইবেই। এবং "এই দশাক্ষর মন্ত্র জপ-মাত্রেই সিদ্ধিদান করিয়া থাকে।" এই সকল শাস্ত্র-বাক্যবলে আনুষঙ্গিক তত্তৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান না করিলে অথবা অঙ্গহানি করিলে নামাপরাধের প্রাপ্তি ঘটুক, অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্র-প্রমাণ-বলেই সাধকের মনে যথাযথ ভক্ত্যঙ্গ সাধনের জন্য সাবধানতা না থাকায় ভক্ত্যঙ্গ সকল যাজন না করা ও অঙ্গহানি হওয়া অসম্ভব নহে। এমতাবস্থায় ভক্তির মহিমাবলে শাস্ত্রবিহিত ভক্ত্যাঙ্গের আচরণ না করায়, অথবা অঙ্গহানি করায় "নাম্নোবলাদিত্যাদি" প্রমাণে নামাপরাধ প্রসক্ত হইতেছে। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, না—তাহা হইতে পারে না। "নাম্নোবলাদ্ যস্যহি পাপবুদ্ধিঃ" এই শ্লোকে পাপবুদ্ধি শব্দের অর্থ এই যে, পাপ করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত স্থলে অসাবধানতা প্রযুক্ত হওয়ায় পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি না থাকায় নামাপরাধ হইল না। বিশেষতঃ যাহা করিলে নিন্দা প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিধান করেন, তাহাই পাপ। কর্ম্মমার্গে যেমন কর্ম্মের অঙ্গ-বৈকল্য হইলে তাহার নিন্দা শুনা যায়, ভক্তিমার্গে সেরূপ নিন্দা কোন স্থলেও দৃষ্ট হয় না, অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলে অপরাধের আশঙ্কা করা যায় না।

বরং শাস্ত্রে কথিত আছে যে, হে রাজন্! আত্মজ্ঞানহীন পুরুষের সম্বন্ধে

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥" ইতি

অত্র নিমীল্যেতি কর্ত্তৃব্যাপারলিঙ্গেন বিদ্যমানে এব নেত্রে মুদ্রয়িত্বা তত্রাপি ধাবন্ পাদন্যাসস্থলমতিক্রম্যাপি ব্রজন্ ন স্খলেদিতি অক্ষরার্থলব্ধের্ভগবদ্ধর্ম্মমাশ্রিত্য তদঙ্গানি সর্ব্বাণি জ্ঞাত্বাপি অজ্ঞ ইব কানিচিদুল্লঙ্ঘ্যাপি অনুতিষ্ঠন্ ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ নাপি ফলাদ্ভ্রংশ্যেদিত্যেবৈব ব্যাখ্যা উপপদ্যতে। নিমীলনং নামাজ্ঞানং তস্যাপি শ্রুতিস্মৃতী বিষয়াবিত্যেষা তু ন সঙ্গচ্ছতে মুখ্যার্থবাধাযোগাৎ। ন চ

আত্মলাভের জন্য যে সমস্ত উপায় শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, সেই সকল উপায়কেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হও। এই ধর্ম্মাবলীকে আশ্রয় করিয়া মানব এই পথে মুদিতনেত্রে ধাবমান হইলেও পদস্খলিত হইয়া বা পতিত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হয় না।" এই স্থলে "নিমীলন করিয়া" এই শব্দের দ্বারা কর্ত্তৃব্যাপার-রূপ লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ কর্ত্তারই অনুষ্ঠিত কর্ম্মবিশেষ এই লক্ষণের দ্বারা নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া এবং 'ধাবন' শব্দে বেগবশতঃ (সহজ গতিনির্দ্দিষ্ট) পাদবিক্ষেপের স্থল অতিক্রম করিয়া—এই প্রকার অক্ষরার্থের প্রতীতি হয়; সুতরাং চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও যদি পাদক্ষেপের স্থল অতিক্রম করিয়া গমন করে, তাহাতেও তাহার পদস্খলন বা পতন নাই—এইরূপ অর্থেরই বোধ হইতেছে। অতএব উক্ত শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা ইহাই বোধগম্য হয় যে, কোনও ব্যক্তি ভাগবদ্ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ জ্ঞাত থাকিয়াও অজ্ঞের ন্যায় কোনও কোনও অঙ্গ লঙ্ঘন করিয়াও মূলধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত অথবা ফলচ্যুত হইবে না। এই স্থানে 'নিমীলন' শব্দের দ্বারা 'অজ্ঞান' অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিবিষয়ে অজ্ঞান—এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না; কারণ, এইরূপ লক্ষ্যার্থে মূলবাক্যাভিপ্রেত মুখ্যার্থের বাধা হয়। এই স্থলে নেত্র বা দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও তাহার নিমীলনের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাধু শাস্ত্র ও গুরূপদেশ বিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও অনুরাগের প্রাবল্য বশতঃ বা কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ বশতঃ সাধারণ বিধির সঙ্কোচ বা লঙ্ঘন করিলেও ভক্ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হননা—ইহাই অভিপ্রেত—কামাচার বশতঃ কোনও বিহিত ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানের শৈথিল্য বুঝাইতেছে না। এই জন্যই 'ধাবন' ও

ধাবন্ নির্মাল্যেত্যেতদেব দ্বাত্রিংশদপরাধাভাবমপি ক্রোড়ীকরোত্বিতি বাচ্যম্। যান্ ভগবতা প্রোক্তানুপায়ানাশ্রিত্যেত্যুক্তত্বাৎ। "যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে" (১) ইত্যাদয়স্তু তত্র নিষিদ্ধা এব। সেবাপরাধে তু "হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ" (২) ইত্যাদিষু শ্রূয়ন্তএব নিন্দাঃ। কিঞ্চ তে নামাপরাধাঃ প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা বা যদি সম্যগনভিজ্ঞাতপ্রকারাঃ স্যুঃ কিন্তু তৎফললিঙ্গেনানুমীয়মানা এব তদা তেষাং নামভিরেবাবিশ্রান্তপ্রযুক্তৈর্ভক্তিনিষ্ঠায়ামুৎপদ্যমানায়াং ক্রমেণোপশমঃ। যদি তে জ্ঞায়ন্ত এব তদা ত্বস্তি ক্বচিৎ কশ্চিদ্বিশেষঃ ॥ ১ ॥

যথা "সতাং নিন্দেতি" দশসু নাম্নঃ (৩) প্রথমোঽপরাধঃ। তত্র

'নির্মাল্য' এই দুই পদের দ্বারা দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধের অভাব অঙ্গীকৃত হইয়াছে—এ কথাও বলা যাইতে পারে না; যেহেতু পূর্ব্বেই "শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত সেই সকল উপায়কেই আশ্রয় করিয়া" এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। "যানারোহণ করিয়া বা পাদুকা ধারণ করিয়া ভগবদ্গৃহে গমন করা" ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেবাপরাধ-বিষয়েও "যে দ্বিপদ পশু শ্রীহরির নিকট অপরাধ করে" তাদৃশ বাক্যে ঐরূপ আচরণের নিন্দাই শ্রুত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, বহুকাল পূর্ব্বেই হউক বা সম্প্রতিই হউক, যদি নামাপরাধ সকল অজ্ঞানতঃ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে তাহার ফলরূপ চিহ্নের দ্বারা ঐরূপ অপরাধের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে—এইরূপ অনুমান করা হয়, তবে অবিশ্রান্ত প্রযুক্ত নামের দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠার উৎপত্তি ঘটিলে ঐ সকল অপরাধের ক্রমশঃ উপশম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল অপরাধ যদি জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তবে কোথাও কোনরূপ বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

কিরূপ বিশেষ তাহা বলিতেছেন। যথা—সৎ বা সাধুব্যক্তিগণের নিন্দা দশ

(১) ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু। (২) ঐ

(৩) শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর টীকায় পদ্মপুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা— ১। সৎসকলের বা সাধুব্যক্তিগণের

নিন্দেত্যনেন দ্বেষ-দ্রোহাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে। ততশ্চ দৈবাৎ তস্মিন্নপরাধে জাতে "হন্ত পামরেণ ময়া সাধুষু অপরাদ্ধমিতি" অনুতপ্তো জনঃ "কৃশানৌ শাম্যতি তপ্তঃ কৃশানুনা এবায়ম্" ইতি ন্যায়েন তৎপদাগ্র এব নিপত্য প্রসাদয়ামীতি বিষণ্ণচেতসা প্রণতিস্তুতিসম্মানাদিভিস্তস্যোপশমঃ কার্য্যঃ। কদাচিৎ কস্যচন কৈরপি দুষ্প্রসাদনীয়ত্বে বহুদিনমপি তন্মনোভি-রোচিন্যনুবৃত্তিঃ কার্য্যা। অপরাধস্যাতিমহত্ত্বাৎ কথঞ্চিৎ তয়াপ্যনিবর্ত্ত্যকো-

---

প্রকার নামাপরাধের মধ্যে প্রথম অপরাধ। এই স্থানে নিন্দা শব্দের দ্বারা দ্বেষ, দ্রোহ প্রভৃতি উপলক্ষিত হইয়াছে। অনন্তর দৈবাৎ ঐরূপ অপরাধ ঘটিলে "হায় হায় আমি কি পামর, আমি সাধুগণের নিকট অপরাধ করিলাম" এইরূপ অনুতপ্ত ব্যক্তি "অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি অগ্নির দ্বারাই শান্তিলাভ করিয়া থাকে" এই ন্যায় অনুসারে "আমি যাঁহাদিগের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাঁহাদিগের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিব" এই প্রকার বিষণ্ণচিত্তে প্রণতি, স্তুতি ও সম্মানাদির দ্বারা সেই কৃতাপরাধের উপশমন করিবে। প্রোক্ত উপায়ে কেহ যদি কাহাকেও প্রসন্ন করিতে না পারেন, তবে বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার অনুবৃত্তি করিবেন। অপরাধ নিতান্ত গুরুতর হইলে যাঁহার নিকট অপরাধ হয়, তাঁহার কোপের যদি কোনওরূপে কোন নিবৃত্তি না ঘটে, তবে "আমার আচরিত ভক্তের প্রতি যে অপরাধ, তাহা কোনওরূপে ক্ষীণ হইল না,

নিন্দা। ২। শ্রীবিষ্ণু হইতে শ্রীশিবের নামরূপাদির স্বাতন্ত্র্য বা ভেদচিন্তন। ৩। শ্রীগুরুর অবজ্ঞা। ৪। শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা। ৫। শাস্ত্রোক্ত হরিনামাদির মহিমা অর্থবাদ মাত্র—এইরূপ চিন্তা অর্থাৎ নামাদির যে সমস্ত শক্তি শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে, উক্ত শক্তি বাস্তবিক ঐ সমস্ত বস্তুতে নাই, পরন্তু উহা লোক-সংগ্রহের জন্য প্রশংসাসূচক জ্ঞানমাত্র এই বুদ্ধি। ৬। প্রকারান্তরের দ্বারা বা কষ্টকল্পনার দ্বারা বা কুব্যখ্যার দ্বারা নামার্থজ্ঞান। ৭। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। ৮। অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান মনে করা। ৯। অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে নামোপদেশ। ১০। নাম-মহিমা শ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রীতি। হরিভক্তিবিলাসে বিস্তারিত আছে।

পত্বে "ধিঙ্মামক্ষীণভক্তাপরাধং নিরয়কোটিষু পতন্তম্" ইতি নির্ব্বিদ্য সর্ব্বং পরিত্যজ্য সমাশ্রয়ণীয়া নাম-সংকীর্ত্তনসন্ততিস্তয়া চ মহাশক্তিমত্যা-বশ্যমেব কালে ততঃ স্যাদেবোদ্ধারঃ "কিং মে মুহুর্মুহুরেব পাদপতনাদিভিঃ স্বাপকর্ষস্বীকারেণ "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্" ইত্যস্যৈব পরমোপায়ঃ স এব সমাশ্রয়ণীয়ঃ" ইতি ভাবনায়াং পূর্ব্ববদেব পুনরপি নামাপরাধঃ। ন চ "কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্" (১) ইত্যাদি সম্পূর্ণধর্ম্মকা এব সন্তস্তেষামেব নিন্দা অপরাধ ইতি বাচ্যম্। "সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ" ইতি তৎপ্রকরণ-বর্ত্তিনা বচনেন তাদৃশদুশ্চরিতানামপি ভগবন্তং ভজতাং কৈমুতিকন্যায়েন

অতএব কোটি কোটি নরকে আমাকে পতিত হইতে হইবে। হায়! আমাকে ধিক্!!" এই প্রকারে নির্ব্বেদ সহকারে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যত্যাগ করিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই অবিচ্ছেদে সম্যক্‌প্রকারে আশ্রয় করিতে হইবে। এই মহাশক্তিপর নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কোনওকালে অবশ্যই অনুতপ্তব্যক্তির উদ্ধার হইবে। কিন্তু যদি এরূপ বুদ্ধির উদয় হয় যে "নামাপরাধী ব্যক্তির নামাশ্রয়ের দ্বারাই পাপমুক্তি ঘটিয়া থাকে" শাস্ত্রে যখন এইকথা আছে তখন বারংবার পাদপতনাদির দ্বারা নিজের লাঘব স্বীকার না করিয়া অপরাধ-মোচনের পরমোপায়স্বরূপ নামসঙ্কীর্ত্তনকেই আশ্রয় করা যাউক" তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ নামবলে পাপপ্রবৃত্তির কারণ ঘটায় পুনরায় নামাপরাধের উদ্ভব হইল। যদি এরূপ আপত্তি হয় যে "কৃপালু অকৃতদ্রোহী সর্ব্ব-প্রাণীর প্রতি সহিষ্ণু" ব্যক্তিকেই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্মযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ঐরূপ ব্যক্তিগণের নিন্দা করিলেই অপরাধ হইয়া থাকে, ঐরূপ লক্ষণহীন ব্যক্তির নিন্দায় বৈষ্ণবাপরাধ হয় না। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, শাস্ত্রে যখন দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভজন করিলে তাঁহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে বলিয়াছেন, তখন "সর্ব্বাচার-বিবর্জ্জিত শঠবুদ্ধি ব্রাত্য জগদ্বঞ্চক" ইত্যাদি প্রকরণোক্ত বচনের দ্বারা তাদৃশ দুরাচারগণও যে

(১) ভাং ১১।১১।২৯

(১) সচ্ছব্দবাচ্যত্বেন সূচিতত্বাৎ (১)। কিঞ্চ কশ্চিন্মহাভাগবতত্বাৎ মহাপরাধিন্যপি যদ্যপি ন কুপ্যতি তদপি তত্রাপরাধবতা স্বশুদ্ধ্যর্থং প্রণত্যাদিভিরনুবর্ত্তনীয়ঃ এব সঃ। "সের্ষং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ত-তেজঃসু তদেব শোভনং" ইতি সতাং বাক্যেন তচ্চরণরেণূনামসহিষ্ণুতয়া তৎফলপ্রদত্বাবগমাৎ। কিঞ্চ দুরবগমনিষ্কারণকে ক্বচিৎ কৃপাদৃষ্টৌ প্রভবিষ্ণৌ স্বচ্ছন্দচরিতে ক্বচিন্মহাভাগবতমৌলৌ তু ন কাপি মর্য্যাদা

ভগবদ্ভজনপরায়ণ হইলে সাধুনামে অভিহিত হইবেন—একথা (কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে) বলাই বাহুল্য। কোনও মহাভাগবত ব্যক্তির নিকট মহা অপরাধ করিলেও তাঁহার অনুপম ক্ষমাশীল-স্বভাববশে যদিও তিনি কুপিত না হন, তথাপি অপরাধীব্যক্তি নিজের শোধনের জন্য প্রণামাদিদ্বারা যাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনাদি দ্বারা তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবেন; কারণ "মহাপুরুষের পদধূলি-সমূহের দ্বারা নিরস্ততেজ … … …" ইত্যাদি সাধুবাক্যের দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, মহাপুরুষের ক্রোধ-সঞ্চার না হইলেও তাঁহাদিগের চরণরেণু-সমূহ অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা না করিয়া অপরাধো-চিত ফল প্রদান করিয়া থাকে। দুর্জ্ঞেয় কোনও কারণবশতঃ অথবা বিনা কারণেও কৃপাদৃষ্টিতে সমর্থ স্বতন্ত্রস্বভাব কোনও ভাগবতশ্রেষ্ঠ কখনও কখনও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অসাধারণ কৃপার উপযুক্ত হইতে পারে—এরূপ কোনও মর্য্যাদার অস্তিত্ব অসম্ভব। অর্থাৎ এই পতিতপাবন

(১) কৈমুতিক-ন্যায়—"কিমুত" শব্দে তদ্ধিত ষ্ণিক করিয়া কৈমুতিক হইয়াছে। তাহার কথা আর বলাই বাহুল্য এইরূপ অর্থ। দৃষ্টান্ত যথা—দুর্ব্বলে যে ভার বহন করিতে পারিবে, তাহা যে বলবান্ ব্যক্তি বহন করিতে পারিবে—ইহা বলাই বাহুল্য।

(২) ভগবদ্ভজনপরায়ণ ব্যক্তি শঠবুদ্ধি, জগদ্বঞ্চক বা দুরাচার হইবেন—একথা বিচার্য্য। ভগবদ্ভজন ও কদাচার এই দুটীর যুগপৎ একাধারে অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। 'দুরাচার ব্যক্তি অনন্যচিত্তে ভগবদ্ভজনপরায়ণ হইলে তাহার দুরাচারত্ব দূর হইয়া যায়। যথা "অপিচেৎ সুদুরাচারো—" ইত্যাদি

পর্য্যাপ্নোতি। যথা শিবিকাং বাহয়তি কটূক্তিবিষবর্ষিণ্যপি রহূগণে শ্রীজড়ভরতস্য কৃপা। যথা চ পাষণ্ডধর্ম্মাবলম্বিনি স্বহিংসার্থমুপসেদুষি দৈত্যসমূহে উপরিচরস্য বসোশ্চেদিরাজস্য। যথা বা মহাপাপিনি স্বললাটে রুধিরপাতিন্যপি মাধবে প্রভুবরস্য নিত্যানন্দস্যেতি। এবমেব গুরোরবজ্ঞা ইত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোরিত্যত্রৈবং বিবেচনীয়ম্॥ ২ ॥

চৈতন্যং হি দ্বিবিধং ভবতি স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ। তত্র প্রথমং সর্ব্বব্যাপকমীশ্বরাখ্যং দ্বিতীয়ং দেহমাত্রব্যাপিশক্তিকং জীবাখ্যমীশিতব্যম্। ঈশ্বরচৈতন্যং দ্বিবিধং মায়াস্পর্শরহিতং লীলয়া স্বীকৃতমায়াস্পর্শঞ্চ। তত্র প্রথমং নারায়ণাদ্যভিধম্। যদুক্তম:—"হরি র্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ

মহাপুরুষগণ কোনও প্রকারে অর্চ্চিত না হইয়াও—পরন্তু কোথাও কোথাও অত্যাচারিত ও অবমানিত হইয়াও পতিতের প্রতি অহৈতুক কৃপামৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন। যেরূপ মহাভাগবত শ্রীজড়ভরতকে রাজা রহূগণ শিবিকারোহণে নিয়োগ করিয়া কটূক্তি বিষ বর্ষণ করিলেও তিনি তাহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন। পাষণ্ড-মতাবলম্বী দৈত্যগণ তাঁহাকে হিংসা করিতে উদ্যত হইলেও চেদিরাজ উপরিচর বসু তাহাদিগের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন; মহাপাপী মাধাই ললাটে আঘাত করিয়া রুধিরপাত করিলেও পরমদয়াল প্রভুবর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ তাহার প্রতি কৃপা করিলেন। এইস্থানে যেরূপ নামাপরাধের মধ্যে "সাধুগণের নিন্দা" বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হইল, এইরূপ "গুরুর অবজ্ঞা" প্রভৃতি নামাপরাধের বিষয়ে জানিতে হইবে। "শ্রীবিষ্ণু হইতে শ্রীশিবের নামরূপাদি বিষয়ে ভেদ-চিন্তন" ব্যাপারের বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা, তাহা অতঃপর বিবৃত হইতেছে ॥২॥

চৈতন্য দ্বিবিধ; স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তন্মধ্যে সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর নামক চৈতন্য স্বতন্ত্র-চৈতন্য। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ অস্বতন্ত্র-চৈতন্য দেহমাত্রব্যাপী শক্তিবিশিষ্ট এবং ঈশ্বরের অধীন জীব-নামক চৈতন্য। ঈশ্বর-চৈতন্যও মায়াস্পর্শ-পরিশূন্য ও লীলায় মায়াস্পর্শ স্বীকার করিয়াছেন—এই দুই প্রকার। উহার প্রথম প্রকারের অর্থাৎ মায়াস্পর্শ-পরিশূন্য চৈতন্য শ্রীনারায়ণাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—শাস্ত্রে উক্ত আছে—"হরিই প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ

প্রকৃতেঃ পর” ইতি। দ্বিতীয়ং শিবাদ্যভিধম্। যদুক্তম্—“শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ-ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত” ইতি। অত্র গুণসংবৃতলিঙ্গেনাপি তস্য জীবত্বং নাশঙ্কনীয়ম্।

“ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষ-যোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতুঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি” ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ।

অন্যত্র চ পুরাণাগমাদিষু বহুত্র ঈশ্বরত্বেন প্রসিদ্ধেশ্চ। যত্তু “সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণা” (১) ইত্যত্র “স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরা” ইত্যনেন তৎসাধারণ্যাৎ ব্রহ্মণ্যপীশ্বরত্বমবগম্যতে তদীশ্বরাবেশাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। “ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র। ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা” ইতি ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ।

পুরুষ।” দ্বিতীয় প্রকার স্বীকৃত-মায়াস্পর্শ ঈশ্বর-চৈতন্য শ্রীশিবাদি নামে অভিহিত হয়েন। শাস্ত্রে কথিত আছে “শ্রীশিব নিত্য, শক্তিযুক্ত, ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত।” এইস্থানে গুণসংবৃত বা গুণের দ্বারা আবৃত—এই চিহ্নহেতু জীবও গুণাবৃত বলিয়া তাঁহাকে জীব বলিয়া আশঙ্কা করা উচিত নহে। যেহেতু ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে—

“বিকার-বিশেষের যোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলেও দুগ্ধ হইতে যেমন তাহার উৎপত্তির পৃথক কারণ নাই (অর্থাৎ দুগ্ধ ও দধি যেমন একই গবাদি হইতে উদ্ভূত) তদ্রূপ যিনি কার্য্য-প্রয়োজনে শম্ভুতা প্রাপ্ত হন বা শিবরূপে আবির্ভূত হন, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি। অন্যত্র বহুপুরাণ ও আগমাদিতেও শ্রীশিবের ঈশ্বরত্ব প্রসিদ্ধ আছে; ভাগবতের “সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুর্ণা” এই শ্লোকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাররূপে কার্য্যভেদে শ্রীহরিও হরি-বিরিঞ্চি-হর সংজ্ঞা ধারণ করেন—ইহা বলা হইয়াছে; উহা হইতে সাধারণত ব্রহ্মারও যে ঈশ্বরত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরাবেশ বশতঃই হইয়া থাকে—ইহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতায়ও বলা হইয়াছে

তথা—"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্।" (২) ইত্যত্র তমসঃ সকাশাৎ রজসঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বস্তুতো রজসি ধূমস্থানীয়ে শুদ্ধতেজঃস্থানীয়স্যেশ্বরস্যানুপলব্ধেশ্চ। সত্ত্বে সংজ্বলনাগ্নৌ শুদ্ধতেজসঃ সাক্ষাদিব পার্থিবে দারুস্থানীয়ে তমস্যপি তস্যান্তর্হিততয়োপলব্ধিরস্ত্যেব। তৎকার্য্যসুষুপ্তৌ নির্ভেদজ্ঞানসুখানুভব ইবেত্যাদি বিচার্য্য তত্ত্বমবসেয়ম্। অথেশিতব্যং চৈতন্যঞ্চ স্বদশাভেদেন দ্বিবিধম্; অবিদ্যয়াবৃতমনাবৃতঞ্চ। তত্রাবৃতং দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি। অনাবৃতং দ্বিবিধম্;—ঈশ্বরেণৈশ্বর্য্যশক্ত্যানাবিষ্টমাবিষ্টঞ্চ। অনাবিষ্টং স্থূলতো দ্বিবিধম্; জ্ঞানভক্তিসাধনবশাৎ ঈশ্বরে লীনমলীনঞ্চ। প্রথমং

"সূর্য্য যেমন (সূর্য্যকান্ত পদ্মরাগাদি) সকল প্রস্তরেই নিজের তেজের কিয়দংশ প্রকাশ করেন, সেইরূপ সেই পরমেশ্বরেরই স্বীয় শক্তির প্রকাশেই ব্রহ্মা জগদণ্ডের বিধানকর্ত্তা হইয়া থাকেন।" শ্রীভাগবতে আছে—পার্থিব দারু হইতে ধূম, ধূম হইতে বেদময় যজ্ঞাদির আধার অগ্নি জাত হন ; সেইরূপ তমোগুণ হইতে রজঃ ও রজোগুণ হইতে সত্ত্বের আবির্ভাব হইলে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে।" এইশ্লোকে তমোগুণ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ধূমস্থানীয় রজোগুণে শুদ্ধতেজ-স্থানীয় ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না। আবার প্রজ্বলিত অগ্নি স্থানীয় সত্ত্বগুণে শুদ্ধ তেজ-স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলেও দারু স্থানীয় তমোগুণের অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিতভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়। কাষ্ঠ-মধ্যে যেরূপ অব্যক্তভাবে অগ্নিতত্ত্ব বর্ত্তমান—ঘর্ষণাদির দ্বারা উহার বাহ্য প্রকাশ ঘটে, সেইরূপ তমোগুণেরও অভ্যন্তরে ঈশ্বরানুভব অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান। তমোগুণের কার্য্য যে সুষুপ্তি—তাহাতে যেমন নির্ভেদ জ্ঞানসুখের অনুভব ঘটে উহাও তদ্রূপ ; এই সকল এইভাবে বিচার করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইবে। অনন্তর ঈশিতব্য বা ঈশ্বরের অধীন চৈতন্য স্বীয় অবস্থাভেদে দুই প্রকার ; অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবৃত ও অনাবৃত। তন্মধ্যে আবৃত-চৈতন্য দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি। অনাবৃত-চৈতন্যও দুই প্রকার—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যশক্তি কর্ত্তৃক অনাবিষ্ট ও আবিষ্ট। তন্মধ্যে অনাবিষ্ট-চৈতন্যও স্থূলতঃ দ্বিবিধ—জ্ঞান-ভক্তি সাধনবশে ঈশ্বরে লীন ও তাঁহাতে অলীন। উহার প্রথম অবস্থাটি শোচনীয়

শোচ্যং; দ্বিতীয়ং তন্মাধুর্য্যাস্বাদ্যশোচ্যম্। আবিষ্টঞ্চ দ্বিবিধম্—চিদংশভূতজ্ঞানাদিভির্মায়াংশভূতসৃষ্ট্যাদিভিশ্চেতি। প্রথমং চতুঃসনাদি; দ্বিতীয়ং ব্রহ্মাদীতি। এবঞ্চ বিষ্ণুশিবয়োরভেদ এব প্রসক্তশ্চৈতন্যৈকরূপ্যাৎ। নিষ্কামৈরুপাস্যত্বানুপাস্যত্বে তু নির্গুণত্বসগুণত্বাভ্যামেবেত্যবগন্তব্যম্। বিষ্ণুব্রহ্মাদ্যোস্তু ভেদ এব চৈতন্যপার্থক্যাদেব। ক্বচিত্তু সূর্য্যস্য তদাবিষ্টসূর্য্যকান্তমণেরভেদ ইব বিষ্ণুব্রহ্মণোরভেদশ্চ পুরাণবচনেষু দৃষ্টঃ। কিঞ্চ ক্বচিন্মহাকল্পে শিবোঽপি ব্রহ্মেব ঈশ্বরাবিষ্টোজীব এব ভবেৎ। যদুক্তম্—"ক্বচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিবেতি।" অতএব—

অবস্থায় শ্রীভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদ করা যায়; অতএব তাহাতে আনন্দময়ত্ব হেতু তাহা শোচনীয় নহে। আবিষ্ট চৈতন্যও চিদংশভূত জ্ঞানাদি ও মায়াংশভূত সৃষ্ট্যাদি ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা আবিষ্ট হওয়ায় দুইপ্রকার। উহার মধ্যে প্রথম প্রকারের চতুঃসনাদি, (১) দ্বীতীয় প্রকারের ব্রহ্মাদি। এইরূপে চৈতন্যের একরূপত্ব হেতু বিষ্ণু ও শিবের অভেদই প্রযুক্ত বা সিদ্ধ হইতেছে। নিষ্কাম সাধকগণ কর্ত্তৃক নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব হেতুই তাঁহাদিগের উপাস্যত্ব ও অনুপাস্যত্ব বিচার করিতে হইবে। (২) চৈতন্যের পার্থক্য হেতুই বিষ্ণু ও ব্রহ্মাদির ভেদ। কোনও কোনও পুরাণবচনে যে বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মার অভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সূর্য্যের ও তদাবিষ্ট সূর্য্যকান্তমণির অভেদের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও মহাকল্পে কোনও ঈশ্বরাবিষ্ট জীবই শিব হইয়া থাকেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"কখনও কখনও ব্রহ্মার ন্যায়

(১) গ্রন্থকার "শ্রীভাগবতামৃতকণায়" চতুঃসনকে লীলাবতার-মধ্যে গণনা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাদিকে গুণাবতার মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

(২) গ্রন্থকার শ্রীভাগবতামৃতকণায় বলিতেছেন—"কিঞ্চ সদাশিবঃ স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষস্বরূপো নির্গুণঃ সঃ শিবস্যাংশী।" সদাশিব গুণাবতার নহেন, তিনি নির্গুণ এবং নারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ। এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥" ইতি
(হরিভক্তিবিলাস ১।৭৩)

ইতি বচনমপি ব্রহ্ম-সাহচর্য্যেণ সঙ্গচ্ছতে ইতি। এবমপর্য্যালোচয়তাং বিষ্ণুরেবেশ্বরো ন শিবঃ শিব এবেশ্বরো ন বিষ্ণুর্বয়মনন্যা নৈব পশ্যামঃ শিবং বয়ঞ্চ ন বিষ্ণুমিত্যাদি বিবাদগ্রস্তমতীনামপরাধে জাতে কালেন কদাচিৎ তত্তাৎপর্য্যালোচনবিজ্ঞসাধুজনপ্রবোধিতত্বে তেষামেব শিবস্য ভগবৎস্বরূপাদভিন্নত্বেন লব্ধপ্রতীতীনাং নামকীর্ত্তনেনৈবাপরাধক্ষয়ঃ। এবঞ্চ নৈতা ভগবদ্ভক্তিং স্পৃশন্তি বহির্ম্মুখ্যো বিগীতা ইতি জ্ঞানকর্ম্ম-প্রতিপাদিকাঃ শ্রুতীর্যেনৈব মুখেনানিন্দংস্তেনৈব মুখেন তাস্তদনুষ্ঠা-

হরেরও জীবত্ব উক্ত হইয়াছে।" ইত্যাদি। অতএব "যিনি দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইয়া থাকেন।" এই যে শাস্ত্রবচন, ইহা ব্রহ্মসাহচর্য্যেই সঙ্গত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মার যেমন নারায়ণ হইতে পার্থক্য আছে, তদ্বৎ কল্পবিশেষে সাধারণ জীব যখন সংহারকর্ত্তা হয়েন, তখনই এই বচনের অর্থের সুসঙ্গতি হইয়া থাকে।

যাঁহারা এই সমস্ত তত্ত্ব এইরূপ ভাবে পর্য্যালোচনা করেন নাই, তাঁহারাই "বিষ্ণুই ঈশ্বর, শিব ঈশ্বর নহেন, শিবই ঈশ্বর বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন, আমরা বিষ্ণুর অনন্য ভক্ত—শিবকে দেখিব না, আমরা শিবের অনন্য ভক্ত—বিষ্ণুকে দেখিব না" এইরূপ বিবাদগ্রস্ত-মতি-সম্পন্ন হইয়া অপরাধ করিয়া থাকেন। এইরূপ অপরাধ জন্মিলে কালক্রমে এই অপরাধিগণের যদি কখনও এই সকল তত্ত্বা-লোচনায় অভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ ঘটে এবং ঐ সাধু কর্ত্তৃক এই ব্যাপারে প্রবোধিত হইলে তাঁহাদিগের শিবকে শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি ঘটিলে নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহাদিগের ঐ অপরাধের ক্ষয় হয়। এইরূপ "এই সমস্ত শ্রুতি ভগবদ্ভক্তির কথার ইঙ্গিতও করিতেছেন না, পরন্তু এই শ্রুতিগুলি বহির্ম্মুখিনী হয়" এই বলিয়া জ্ঞানকর্ম্মপ্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের যে মুখে নিন্দা করা হইয়াছে, সেই মুখেই যদি সেই শ্রুতিসকলকে ও সেই শ্রুতির অনুষ্ঠাতা

ত্ংশ্চ জনান্ মুহুরভিনন্দ্য নামভিরুচ্চৈঃ সংকীর্ত্তিতৈঃ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দন-রূপাচ্চতুর্থাপরাধান্নিস্তরেয়ুঃ। যতস্তাঃ শ্রুতয়ো ভক্তিমার্গেষ্বনধিকারিণঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ পরমরাগান্ধানপি বর্ত্ম মাত্রমধ্যারোহয়িতুমুদ্যতাঃ পরম-কারুণিকা এবেতি তত্তাৎপর্য্যবিজ্ঞজনপ্রবোধিতা যদি ভাগ্যবশাদ্ভবেয়ুস্ত-দৈবেতি। এবমেবান্যেষামপি ষণ্ণামপরাধানামুদ্ভবনিবৃত্তিনিদানানি অব-গন্তব্যানি ॥৩॥

অথ ভক্ত্যুত্থাস্তে চ মূলশাখাত উপশাখা ইব ভক্ত্যৈব ধনাদিলাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠাদ্যাঃ স্ববৃত্তিভিঃ সাধকচিত্তমপ্যুপরজ্য স্ববৃদ্ধ্যা মূলশাখামিব ভক্তিমপি কুণ্ঠয়িতুং প্রভবন্তীতি। তেষাং চতুর্ণাম্ অনর্থানাং নিবৃত্তিরপি

ব্যক্তিবর্গকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন করিয়া উচ্চৈ নাম-সংকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করা যায়, তবে শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনরূপ চতুর্থ অপরাধ হইতে ত্রাণ লাভ করা যায়। কারণ, যদি ঐরূপে শ্রুতি বা শ্রুতিপরা সচ্ছাস্ত্রাদির নিন্দারূপ অপরাধের আচরণকারী ব্যক্তিগণ কোনওরূপ পূর্ব্বসুকৃতজনিত ভাগ্যবশেই ঐ শ্রুতি প্রভৃতির তত্ত্বাভিজ্ঞ সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া বুঝিতে পারে যে, ঐ পরম-করুণাপরায়ণ শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রসকল ভক্তিমার্গে অনধিকারী স্বেচ্ছাচারপরায়ণ-বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণকেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে আরোহণ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত শ্রুত্যাদি-সচ্ছাস্ত্রের নিন্দারূপ অপরাধের এই প্রকারে ক্ষয়ের সম্ভাবনা ঘটে। ফলতঃ শ্রুত্যাদি সচ্ছাস্ত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রুতিনিন্দারূপ অপরাধের ক্ষয়ের সম্ভাবনা ঘটে না। এইরূপ অন্যান্য নামাপরাধের উদ্ভব ও নিবৃত্তির বিষয়েও বুঝিতে হইবে ॥৩॥

ভক্তিপথে আগত ঐ অপরাধসকলও মূল শাখা হইতে উপশাখার ন্যায় উদ্গত হইয়া ভক্তির দ্বারাই ধনাদি লাভ পূজাপ্রতিষ্ঠাদি উৎপাদনপূর্ব্বক নিজবৃত্তিসকল দ্বারা সাধকের চিত্ত উপরঞ্জিত করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা ভক্তিরূপা মূল শাখাকেও কুণ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। * সেই চতুর্ব্বিধ অনর্থের নিবৃত্তিও

---

* যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা আদি অসংখ্য তার লেখা॥ [পরপৃষ্ঠা]

পঞ্চবিধা। একদেশবর্ত্তিনী বহুদেশবর্ত্তিনী প্রায়িকী পূর্ণা আত্যন্তিকী চেতি। তত্র "গ্রামো দগ্ধঃ পটো ভগ্ন" ইতি ন্যায়েনাপরাধোত্থানামনর্থানাং নিবৃত্তির্ভজনক্রিয়ানন্তরমেকদেশবর্ত্তিনী নিষ্ঠায়ামুৎপন্নায়াং বহুলদেশবর্ত্তিনী রতাবুৎপদ্যমানায়াং প্রায়িকী প্রেম্নি পূর্ণা শ্রীভগবৎপদপ্রাপ্তাবাত্যন্তিকী। যস্তু তত্রাপি চিত্রকেতৌ কাদাচিৎকো মহদপরাধঃ স প্রাতীতিক এব ন বাস্তবঃ। সত্যাং প্রেমসম্পত্তৌ পার্ষদত্ববৃত্রত্বয়োর্বৈশিষ্ট্যাভাবসিদ্ধান্তাৎ। জয়বিজয়য়োস্তপরাধকারণং প্রেমবিজৃম্ভিতা

পঞ্চপ্রকার, যথা—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। তাহার মধ্যে "গ্রামদগ্ধ, পটভগ্ন" ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে অপরাধজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার অনন্তর একদেশবর্ত্তিনী; ভজনক্রিয়ার পরিপাকে নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে ঐ অনর্থনিবৃত্তি বহুদেশবর্ত্তিনী; শ্রীভগবানে রতি উৎপন্ন হইলে উহা প্রায়িকী, প্রেমের উৎপত্তি হইলে পূর্ণা এবং শ্রীভগবৎপাদপদ্ম লাভ হইলে আত্যন্তিকী অনর্থনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। চিত্রকেতুর ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিলেও তিনি মহাদেবের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন কিরূপে? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"চিত্রকেতুর যে তাৎকালিক মহদপরাধের কথা শ্রবণ করা যায়, তাহা বাস্তবিক নহে, প্রাতীতিক মাত্র। কারণ, ঐরূপ অপরাধে বৃত্রত্বপ্রাপ্তির পরও প্রেমসম্পত্তি থাকাতে পার্ষদত্বের ও বৃত্রত্বের বৈশিষ্ট্যের অভাবই সিদ্ধ হইতেছে। ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের অপরাধের কারণও তাঁহাদিগের প্রেমবিজৃম্ভিতা স্বেচ্ছা। তাঁহাদের এইরূপ ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহারা প্রার্থনা

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ॥
সেকজল পিয়ে উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হয়ে মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করিবে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥

মধ্য—১৯ পঃ।

স্বৈচ্ছৈব। সা চ "হে প্রভুবর দেবাদিদেব নারায়ণ অন্যত্রাল্পবলত্বাৎ অস্মাসু তু প্রাতিকূল্যাভাবাৎ যদি তত্র ভবতো যুযুৎসা ন সম্পদ্যতে তদা আবামেব কেনাপি প্রকারেণ প্রতিকূলীকৃত্য তদ্ যুদ্ধসুখমনুভূয়তা-মিত্যাবয়োঃ স্বতঃ পরিপূর্ণতায়াম্ অণুমাত্রমপি ন্যূনত্বমসহমানয়োঃ কিঙ্করয়োঃ প্রার্থনাহঠঃ স্বভক্তবাৎসল্যগুণমপি লঘূকৃত্য নিষ্পাদ্যতা-মিত্যাকারা কাদাচিৎকপ্রসঙ্গভবা মানসা মনসৈব জ্ঞেয়া। তথা দুষ্কৃতোত্থানাং ভজনক্রিয়ানন্তরমেব প্রায়িকী নিষ্ঠায়াং জাতায়াং পূর্ণা আসক্তাবেবাত্যন্তিকী। তথা ভক্ত্যুত্থানাং ভজনক্রিয়ানন্তরমেকদেশ-

করিয়াছিলেন যে, "হে প্রভো! হে দেবাদিদেব নারায়ণ! আপনার যুদ্ধ-ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতে পারে—অন্যত্র এরূপ বলবান্ কাহাকেও দেখিতেছি না। আমাদের বল থাকিলেও আমরা আপনার প্রতিকূল নহি। অতএব কোনও প্রকারে আমাদিগকে আপনার বিরোধী করিয়া লইয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ পূর্ণতার বিন্দুমাত্র হ্রাস ঘটে—ইহা আমরা সহ্য করিতে অসমর্থ, অতএব আপনার ভক্তবাৎসল্যকে লঘু করিয়াও আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন—যেহেতু আমরা আপনার দাস ও কিঙ্কর।" যদি কোনও কালে প্রসঙ্গজাত এইরূপ মানসিক বাসনাময় অপরাধ মনে উঠে, তবে বিচারপরায়ণ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই এ মানসিক ভাবকে জয় করিতে হইবে। এইরূপ দুষ্কৃতোত্থ অনর্থসমূহেরও ভজনক্রিয়ার অনন্তর প্রায়িকী, নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে পূর্ণা, আর শ্রীভগবানে আসক্তি জন্মিলে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। তথা ভক্তি হইতে জাত প্রতিষ্ঠাদি অনর্থসমূহেরও ভজনক্রিয়ার আরম্ভের পর একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠা হইলে পূর্ণা এবং রুচি জন্মিলে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে—ইহাই বহুদর্শী অনুভবপরায়ণ সাধকগণ সম্যক্ বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং ভজনক্রিয়ার আরম্ভ হইলেও উহাতে দার্ঢ্য জন্মিলে ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার অনর্থের নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, পরন্তু ভজনে শৈথিল্য হইলে অনর্থসমূহ বলবত্তর হইয়া ক্রমশঃ ভজনেচ্ছাকে গ্রাস করিয়া বসে। ভজনক্রিয়ার দ্বারা কি প্রকারে অনর্থনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, তাহারই ক্রম

বর্ত্তিনী নিষ্ঠায়াং পূর্ণা রুচাবাত্যন্তিকীতি অনুভবিনা বহুদৃশ্বনা সম্যগ্ বিবিচ্যানুমন্তব্যম্ ॥ ৪ ॥

ননু "অংহঃসংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেবেতি (১) যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ" ইত্যাদি প্রমাণশতাদজামিলাদ্যুপাখ্যানেষ্বেকস্যৈব নামাভাসস্যাবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বকভগবৎ-প্রাপকত্বানুভবাত্তগবদ্ভক্তানাং দুরিতাদিনিবৃত্তাবুক্তঃ ক্রমো ন সঙ্গচ্ছতে। সত্যম্। নাম্ন এতাবত্যেব শক্তি নাত্র সন্দেহঃ। পরন্তু স্বাপরাধিষ্ব প্রসন্নেন তেন যৎ স্বশক্তিঃ সম্যক্ ন প্রকাশ্যতে তদেব দুষ্টতাদীনাং জীবাতুরিত্যবগন্তব্যম্। কিন্তু যমদূতানাং তদাক্রমণে ন শক্তিঃ। ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তীত্যাদেঃ। ন বিদ্যতে

প্রদর্শিত হইল; ফলতঃ ভজনক্রিয়ার অভাবে যে অনর্থনিবৃত্তি হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য ॥ ৪ ॥

নামের আরম্ভেই অনর্থের নিবৃত্তি হউক তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন। যদি বল যে, "নামরূপ-সূর্য্য একবার উদিত হইলেই অখিল তমোরাশির ন্যায় পাপরাশিকে ধ্বংস করেন।" অথবা "যাঁহার নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলে কদাচারী চণ্ডালও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।" ইত্যাদি—শাস্ত্রে শতশত প্রমাণ বিদ্যমান; পরন্তু অজামিলাদির উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, এক নামাভাসেই অবিদ্যা-পর্য্যন্ত সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ভগবদ্ভক্তগণের অনর্থ-নিবৃত্তি সম্বন্ধে যে ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। এ কথা সত্য; কারণ, নামের যে এতাদৃশী শক্তি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। পরন্তু নামে অপরাধী ব্যক্তিগণের প্রতি অপ্রসন্নতা বশতঃ নাম যে ঐ সকল ব্যক্তিতে নিজ শক্তি প্রকাশ করেন না, তাহাই ঐ প্রকার দুষ্টতা ও অনর্থাদির অস্তিত্বের কারণ জানিতে হইবে। কিন্তু এইরূপে নামাপরাধশীল ব্যক্তিগণকেও যমদূতের আক্রমণের শক্তি নাই। কারণ, শাস্ত্রেই আছে "যে

(১) পদ্যাবল্যাং শ্রীধরস্বামীপাদানাং।

তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিরিত্যত্র যমৈর্যোগাঙ্গৈরিতি ব্যাখ্যেয়ম্। যথা সমর্থেন পরমাঢ্যেনাপি স্বামিনা কৃতাপরাধঃ স্বজনো যদি ন পাল্যতে কিন্তু তত্রোদাস্যতে তদৈব দুঃখদারিদ্র্যমালিন্যশোকাদয়ঃ ক্রমেণ লব্ধাবসরা ভবন্তি ন ত্বন্যদীয়া জনাঃ কেঽপি কদাপীতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ পুনঃ স্বস্বামিনো মনোভিরোচিন্যামনুবৃত্তৌ সত্যাং শনৈস্তৎপ্রসাদাদ্দুঃখদারিদ্র্যাদয়ঃ শনৈরপযান্তি। তথা ভগবদ্ভক্তশাস্ত্রগুরুপ্রভৃতিভিরমায়য়া মুহুঃ সেবিতৈঃ শনৈরেব তস্য নাম্নঃ প্রসাদে দুরিতাদীনামপি শনৈরেব নাশঃ। ইতি নাস্তি বিবাদঃ। ন চ মম কোঽপি নাস্তি নামাপরাধ ইতি বক্তব্যং ফলেনৈব ফলকারণস্যাপরাধস্য প্রাচীনস্যার্ব্বাচীনস্য বা অনুমানাৎ। ফলঞ্চ বহুনামকীর্ত্তনেঽপি প্রেমলিঙ্গানুদয় ইতি। যদুক্তম্;—

তাদৃশ ব্যক্তিগণ যমকে ও তাঁহার পাশধারী দূতগণকে স্বপ্নেও দর্শন করেন না।" "তাহার যমাদির দ্বারাও শুদ্ধি নাই" শাস্ত্রের এই বচনে যম অর্থে যোগাদি যম-নিয়মাদি বুঝিতে হইবে। নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ পরম ধনবান্ প্রভু যদি অপরাধী স্বজনকে প্রতিপালন না করেন, পরন্তু তাহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তবে তাহার ফলে ঐ ব্যক্তির ক্রমশঃ দুঃখ-দারিদ্র্য-মালিন্য-শোকাদিই ঘটিয়া থাকে; পরন্তু অনাত্মীয়জনগণ তাহারা কদাচ পালিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এস্থানেও ঐ প্রকার বুঝিতে হইবে। আবার যেমন পুনর্ব্বার নিজ প্রভুর মনের অভিরুচি অনুসারে অনুবৃত্তি করিলে অর্থাৎ তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া তাহার তুষ্টিসম্পাদনের চেষ্টা করিলে তাহার ফলে নিজ প্রভু সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার অনুগ্রহে দুঃখ-দারিদ্র্যাদি ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্র-গুরু প্রভৃতি অকপটে সেবিত হইলে ক্রমশঃ সেই নামেরই অনুগ্রহে দুরিতাদিরও ক্রমশঃ বিনাশ ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে আর কোনও বিবাদ বা মতভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। যদি কেহ বলেন যে, আমার ত কোনও প্রকার নামাপরাধ নাই— তদুত্তরে বলা যাইতে পারে—ফলের দ্বারাই ফল-কারণ, আধুনিক বা প্রাচীন নামাপরাধের অনুমান হইয়া থাকে। বহুল নামকীর্ত্তন সত্ত্বেও প্রেমচিহ্নাদির অনুদয়ই উক্ত ফল। কারণ, শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে যে,—"বহুল হরিনাম গ্রহণ করিলেও

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ।" ইতি। ভাঃ ২।৩।২৪

তথাহি নামাপরাধপ্রসঙ্গ এব— (ভঃ রঃ সিঃ)

"কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ।
বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি হি।" ইতি।

তদীয়গুণনামাদীনি সদ্যঃ প্রেমপ্রদান্যপি শ্রুতানি কীর্ত্তিতানি চ তত্তীর্থাদিকং সদ্যঃ সিদ্ধিদমপি চিরাৎ সেবিতং তন্নিবেদিতানি ঘৃতদুগ্ধ-তাম্বূলাদীনি সদ্যঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়তরঙ্গনিবর্ত্তকানি মুহুরাস্বাদ্য উপযুক্তান্যেব স্বতঃ পরমচিন্ময়ান্যপ্যেতানি যস্মাৎ প্রাকৃতানীব ভবন্তি তেঽপরাধাঃ কে ভগবন্নাম্ন ইতি সোৎকম্পসবিস্ময়ঃ প্রশ্নঃ। নন্বেবং সতি নামাপরাধবতো জনস্য ভগবদ্বৈমুখ্যস্যৈবৌচিত্যাৎ তদুক্তং গুরুপাদাশ্রয়ভজনক্রিয়াদিক-

যাহার নেত্রে প্রেমাশ্রু, গাত্রে রোমহর্ষ ও হৃদয়ে বিক্রিয়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক-বিকার পরিদৃষ্ট না হয়, তাঁহার হৃদয় পাষাণের সার ভাগ সদৃশ কঠিন বলিয়া মনে করিতে হইবে।" অর্থাৎ এইরূপ পরিদৃষ্ট হইলে তাহার নামাপরাধ আছে—ইহা অনুমানের দ্বারা বুঝিতে হইবে। আবার নামাপরাধ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"হে বিপ্রেন্দ্র! ভগবানের নামের প্রতি যে সকল অপরাধ আচরিত হইলে মানবের সকল প্রকার সুকৃতি নষ্ট করে এবং অপ্রাকৃতে প্রাকৃতত্ব আনয়ন করে, সেই সমস্ত অপরাধ কি?" এই প্রশ্নের অর্থ এই যে—"শ্রীভগবানের গুণ-নামাদি সদ্য প্রেমপ্রদানকারী হইলেও শ্রুত ও কীর্ত্তিত হইয়াও ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় তীর্থাদি সদ্য সিদ্ধিপ্রদ হইলেও বহুকাল সেবিত হইলেও এবং তন্নিবেদিত ঘৃত, দুগ্ধ, তাম্বূলাদি সদ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তরঙ্গের নিবর্ত্তক হইলেও পুনঃ পুনঃ আস্বাদিত ভুক্ত হইয়াও—এই সমস্ত দ্রব্যই পরমচিন্ময়-স্বরূপ-স্বত্ত্বেও প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শ্রীভগবন্নামের প্রতি যে গুরুতর অপরাধ বশতঃ এইরূপ হইতে পারে, সেই অপরাধগুলি কি—এই বিষয়ে উৎকম্প ও বিস্ময়সহকারে প্রশ্ন করা হইতেছে। যদি এইরূপই হয়, তবে নামা-পরাধকারী ব্যক্তির ভগবদ্বৈমুখ্যই উচিত হওয়ায় এইরূপ বলা হইয়াছে; অতএব

মপি ন সম্ভবেৎ। সত্যম্। প্রবর্ত্তমানে মহাজ্বর ইব ওদনাদেররোচকত্বাদেবানুপাদানমিব নামাপরাধস্য গাঢ়ত্বে সতি তত্র পুংসি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিভজনক্রিয়ায়া অবকাশ এব ন স্যাদিত্যত্র কঃ সন্দেহঃ। কিন্তু জ্বরস্য মৃদুত্বে চিরন্তনত্বে ওদনাদেরপি কিঞ্চিদ্রোচকত্বমিব। বহুদিনতো ভোগেনাপরাধস্য ক্ষীণবেগত্বে মৃদুত্বে চ ভগবদ্ভক্তৌ কিঞ্চিন্মাত্ররুচিঃ স্যাদিতি পুংসঃ প্রসজ্জতি ভক্ত্যধিকারঃ। ততশ্চ যথা পৌষ্টিকান্যপি দুগ্ধৌদনাদীনি জীর্ণজ্বরবন্তং পুমাংসং ন পুষ্যন্তি কিঞ্চিৎ পুষ্যন্তি চ কিন্তু গ্লানিকার্শ্যে ন নিবর্ত্তয়িতুং শক্নুবন্তি কালেনৌষধপথ্যয়োঃ সেবিতয়োঃ শক্নুবন্তি চ। তথৈব তাদৃশস্য ভক্ত্যধিকারিণঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীনি কালেনৈব ক্রমেণৈব সকলং প্রকাশয়ন্তীতি সাধূক্তমাদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠেত্যাদি।

তাহার গুরুপাদাশ্রয় ভজন-ক্রিয়াদিও ত সম্ভবপর হয় না। একথা সত্য। কিন্তু প্রবল জ্বরে অরোচকত্ব বিদ্যমান থাকায় যেমন অন্নাদির গ্রহণই সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ নামাপরাধের প্রবলতা থাকিলেও যে পুরুষের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন-ক্রিয়ার অবকাশ থাকে না—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্বর জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও উহার বেগ হ্রাস হইলে যেমন অন্নাদি কিঞ্চিৎ রুচিকর হয়, সেইরূপ বহুদিন ভোগের পর নামাপরাধেরও বেগ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ও মৃদু হইলে ভগবদ্ভক্তিতে কিঞ্চিৎ রুচি জন্মিয়া থাকে; এইরূপে তাদৃশ পুরুষের ভক্তিতে অধিকার জন্মে--ইহা সিদ্ধ হইতেছে। তারপর যেরূপ দুগ্ধান্নাদি পুষ্টিকর খাদ্য জীর্ণজ্বরবিশিষ্ট পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে পোষণ করেনা, কিন্তু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পোষণ করিয়া থাকে মাত্র, পরন্তু জ্বরজনিত গ্লানি ও কৃশতা দূর করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু কালক্রমে ঔষধ-পথ্যাদি উপযুক্তরূপে সেবিত হইলে তাহাতেও সমর্থ হইয়া থাকে, সেইরূপ তাদৃশ ভক্তির অধিকারীতেও কালে ক্রমশঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সকলই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা (শাস্ত্রযুক্তিতে দৃঢ়নিশ্চয়), অতঃপর সাধুসঙ্গ, পরে ভজনক্রিয়া, তৎপরে অনর্থের নিবৃত্তি, অনন্তর নিষ্ঠা ইত্যাদি যে ক্রমের কথা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে! কেহ কেহ নাম-

কৈশ্চিত্তু নামকীর্ত্তনাদিবতাং ভক্তানাং প্রেমলিঙ্গাদর্শনেন পাপপ্রবৃত্ত্যা চ ন কেবলমপরাধঃ কল্প্যতে ব্যবহারিকবহুদুঃখদর্শনেন চাপি প্রারব্ধনাশাভাবশ্চ। নিরপরাধত্বেন নির্দ্ধারিতস্যাজামিলস্যাপি স্বপুত্রনামকরণ-প্রতিদিনবহুধাতন্নামাহ্বানসময়েঽপি প্রেমাভাবদাসীসঙ্গাদিপাপপ্রবৃত্তি-দর্শনাৎ, প্রারব্ধাভাবেঽপি যুধিষ্ঠিরাদের্ব্যবহারিকবহুদুঃখদর্শনাচ্চ। তস্মাৎ ফলন্নপি বৃক্ষঃ প্রায়শঃ কাল এব ফলতি ইতিবৎ নিরপরাধেষু প্রসীদদপি নাম স্বপ্রসাদং কাল এব প্রকাশয়েৎ। পূর্ব্বাভ্যাসাৎ ক্রিয়মাণা পাপরাশিরপি উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশ ইবাকিঞ্চিৎকরা এব।

রোগ-শোকাদি-দুঃখমপি ন প্রারব্ধফলম্। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

তেতোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥" ইতি।

"নির্ধনত্বমহারোগো মদনুগ্রহলক্ষণম্।" ইত্যাদি বচনাৎ।

কীর্ত্তনাদিকারী ভক্তগণের প্রেমচিহ্নের বিকাশ-দর্শন না করিয়া এবং পাপে প্রবৃত্তি-দর্শন করিয়া কেবল যে তাহাদের নামাপরাধের কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা নহে, পরন্তু ব্যবহারিক বহুদুঃখ দর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রারব্ধ-নাশের অভাবও কল্পনা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ঐরূপ ভক্তগণের প্রারব্ধ-কর্ম্মই তাহাদের পাপে প্রবৃত্তির ও বহু দুঃখপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নিরপরাধ বলিয়া নির্দ্ধারিত অজামিলেরও স্বপুত্রের নামগ্রহণ-ব্যাপারে ও প্রতিদিন বহুবার নামাহ্বান-সময়ে প্রেমাভাব এবং দাসীসঙ্গাদি পাপে প্রবৃত্তি-দর্শন করা যায় এবং প্রারব্ধ অভাবেও যুধিষ্ঠিরাদির বহুবিধ দুঃখ দর্শন করা যায়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ফলবান্ বৃক্ষেও প্রায় যেরূপ যথাকালে ফল ধরে, সেইরূপ নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইলেও নাম যথাকালেই আপনার অনুগ্রহের প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে ঐ সকল ভক্তের পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ ক্রিয়মাণ পাপরাশি বিষদন্তবিহীন সর্পের দংশনের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের রোগ-শোকাদি দুঃখও প্রারব্ধের ফল নহে। কারণ, শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—যে "যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ প্রকাশ করি—

স্বভক্তহিতকারিণা তদীয়দৈন্যোৎকণ্ঠাদিবর্দ্ধনচতুরেণ ভগবতৈব দুঃখস্য দীয়মানত্বাৎ কর্ম্মফলত্বাভাবেন ন প্রারব্ধত্বমিত্যাহুঃ ॥৫॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং সর্ব্বগ্রহপ্রশমিনী নাম তৃতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ ॥৩॥

চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টিঃ ।

অথ পূর্ব্বং যা অনিষ্ঠিতা নিষ্ঠিতেতি দ্বিবিধোক্তা ভজনক্রিয়া তস্যাঃ প্রথমা ষড়্‌বিধা লক্ষিতা। ততো দ্বিতীয়ামলক্ষয়িত্বৈবানর্থনিবৃত্তিঃ প্রক্রান্তা। যদুক্তম্—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥

আমি ক্রমশঃ তাহার ধন হরণ করি, ধন হরণ করিলে এই দুঃখ-দুঃখিত অধন ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়গণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।" (এইরূপ অবস্থায় সে নিরাশ্রয় হইয়া শ্রীভগবানকেই আপনার একমাত্র আশ্রয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে।) অন্যত্রও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "নির্ধনত্বরূপ মহারোগ আমারই অনুগ্রহের লক্ষণ।" ফলতঃ স্বভক্তের মঙ্গলবিধান-কর্ত্তা শ্রীভগবান্ ভক্তের দৈন্য ও উৎকণ্ঠাদির বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাকে স্বেচ্ছানুসারে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং ভক্তের কর্ম্মফলের অভাব বশতঃ এ সমস্ত দুঃখাদিকে তাহার প্রারব্ধের ফল বলা যায় না ॥ ৫ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত মাধুর্য্য-কাদম্বিনী-গ্রন্থে সর্ব্বগ্রহপ্রশমিনী নামক তৃতীয়ামৃতবৃষ্টি ॥ ৩ ॥

চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টিঃ ।

পূর্ব্বে যে অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা এই দুই প্রকার ভজন-ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রথমটীর অর্থাৎ অনিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়ার ছয়টী বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর দ্বিতীয়টীর লক্ষণাদির নির্দ্দেশ না করিয়াই অনর্থনিবৃত্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—"যাঁহার কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা ত্রিজগৎ পবিত্র হয়, সেই সাধুগণের সুহৃৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকথা-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ের অন্তরস্থ হইয়া তাঁহাদিগের সমস্ত

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ইতি। (১)

তত্র শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ ইত্যনিষ্ঠিতৈব ভক্তিরবগম্যতে নৈষ্ঠিকীত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অভদ্রাণি বিধুনোতি ইতি তয়োর্ম্মধ্যে এবানর্থানাং নিবৃত্তিরুক্তা। নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষ্বিত্যত্র তেষাং কশ্চন ভাগো নাপি নিবর্ত্তত ইত্যপি সূচিত ইতি। অতএব ক্রমপ্রাপ্ততয়া নিষ্ঠিতা ভক্তিরিদানীং বিব্রিয়তে ॥ ১ ॥

নিষ্ঠা নৈশ্চল্য মুৎপন্না যস্যা ইতি নিষ্ঠিতা। নৈশ্চল্যং ভক্তেঃ প্রত্যহং বিধিৎসিতমপ্যনর্থদশায়াং লয়বিক্ষেপাপ্রতিপত্তিকষায়রস্বাদানাং পঞ্চানামন্তরীয়াণাং দুর্ব্বারত্বান্ন সিদ্ধমাসীৎ। অনর্থনিবৃত্ত্যনন্তরং তেষাং তদীয়ানাং নিবৃত্তপ্রায়ত্বাৎ নৈশ্চল্যং সংপদ্যতে ইতি লয়াদ্যভাব এব

অমঙ্গলই নষ্ট করিয়া থাকেন। নিত্য ভাগবত-সেবার দ্বারা তাঁহাদের অমঙ্গল-সমূহ নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমশ্লোক ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মিয়া থাকে।" ইহার প্রথম শ্লোকের "শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ" এই অংশে অনিষ্ঠিতা ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে—ইহা বুঝা যাইতেছে। কারণ,পরেই নৈষ্ঠিকী ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই দুই প্রকার ভক্তির কথার মধ্যে "অমঙ্গলের নাশ করেন" এই কথা বলায় অনর্থের নিবৃত্তিই কথিত হইয়াছে। আবার ঐ স্থানে "অভদ্র নষ্টপ্রায়" এই কথা বলায় ঐ অমঙ্গলের কোনও কোনও অংশের যে নিবৃত্তি হয় না, একথা সূচিত হইয়াছে। অনিষ্ঠিতা-অবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা সমগ্র অমঙ্গল বিদূরিত হয় না। ঐ অবস্থায়ও ভজন-ক্রিয়ায় বাধা না ঘটিলে ক্রমে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। অতএব শ্রীভাগবতোক্ত এই ক্রমানুসারে অধুনা নিষ্ঠিতা ভক্তির কথা বিবৃত হইতেছে ॥ ১।

যাহাতে নিষ্ঠা বা নৈশ্চল্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে নিষ্ঠিতা বলে। প্রত্যহ চেষ্টা করিলেও অনর্থ-দশাতে লয়, বিক্ষেপ, প্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ এই পাঁচটি অন্তরায়ের দুর্ব্বারত্ব প্রযুক্ত ভক্তির নৈশ্চল্য সিদ্ধ হয় না। অনর্থ-নিবৃত্তির

(১) ভাঃ ১।২।১৭—১৮

নিষ্ঠালিঙ্গম্। তত্র লয়ঃ কীর্ত্তনশ্রবণস্মরণেষু উত্তরেষ্বাধিক্যেন নিদ্রোদ্গমঃ। বিক্ষেপঃ তেষু ব্যবহারিকবার্ত্তাসম্পর্কঃ। অপ্রতিপত্তিঃ কদাচিল্লয়বিক্ষেপয়োরভাবে কীর্ত্তনাদ্যসামর্থ্যম্। কষায়ঃ ক্রোধলোভগর্ব্বাদিসংস্কারঃ। রসাস্বাদঃ বিষয়সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিষু মনোঽনভিনিবেশ ইতি। "ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে (১)। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি" ইত্যত্র চকারস্য সমুচ্চয়ার্থত্বাদ্রজস্তমোভাবা এব লভ্যন্তে। কিঞ্চ এতৈরনাবিদ্ধমিত্যুক্তে ভাবপর্য্যন্তং তেষাং স্থিতিরপ্যস্তি ভক্ত্যবাধকতয়ৈব। সা চ নিষ্ঠা সাক্ষাদ্ভক্তিবর্ত্তিনী তদনুকূলবস্তুবর্ত্তিনীতি দ্বিবিধা। তত্র সাক্ষাদ্ভক্তিরনন্তপ্রকারাপি স্থূলতয়া ত্রিবিধা; কায়িকী বাচিকী মানসী চেতি। তত্র

পর ঐ পাঁচটী অন্তরায় বা বিঘ্ন নিবৃত্তপ্রায় হওয়ায় ভক্তির নৈশ্চল্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব লয়াদির অভাবকেই নিষ্ঠার চিহ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণের কালে কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণে ও শ্রবণ অপেক্ষা স্মরণে উত্তরোত্তর নিদ্রার উদ্যমের নামই 'লয়'। কীর্ত্তন-শ্রবণাদির সময় ব্যবহারিক বিষয়ের আলোচনা বা স্মরণাদির দ্বারা সম্পর্ক থাকিলে তাহাকে 'বিক্ষেপ' কহে। লয়-বিক্ষেপ না থাকিলেও কখনও কখনও যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অসামর্থ্য জন্মে, তাহাকে অপ্রতিপত্তি কহে। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সাধনের কালে ক্রোধ-লোভ-গর্ব্বাদির যে সংস্কার, তাহাকে কষায় কহে। বিষয়-সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিতে মনের অনভিনিবেশের নাম রসাস্বাদ। "নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইলে তখন রজস্তমোভাবাদি ও কামলোভাদির দ্বারা চিত্ত অনাবিদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ করিয়া প্রসন্ন হয়।" এইস্থানে মূলশ্লোকে যে "চ-কার" আছে, সেই "চ-কারের" সমুচ্চয়ার্থ ধরিয়া তখনও রজস্তমোভাবাদির অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু "ইহাদের দ্বারা চিত্ত অনাবিদ্ধ হইয়া" এই কথার দ্বারা—ভাবাবস্থার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐগুলি ভক্তির বাধক না হইয়া উহার অবাধকরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। নিষ্ঠা সাক্ষাদ্ভক্তিবিধায়িনী ও তদনুকূল বস্তুবিষয়িনীভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে

---

(১) ভাঃ ১।২।১৯

প্রথমং কায়িক্যাস্ততো বাচিক্যাস্তত এব মানস্যা ভক্তের্নিষ্ঠা সম্ভবেদিতি কেচিৎ। ভক্তেষু তারতম্যেন স্থিতানামপি সহওজোবলানাং মধ্যে ক্বচন ভক্তে বিলক্ষণতাদৃশসংস্কারবশাৎ কস্যচিদেব ভগবদুন্মুখত্বাধিক্যং স্যাদিতি নায়ং ক্রম ইত্যন্যে। তদনুকূলবস্তূনি অমানিত্ব-মানদত্বমৈত্রীদয়াদীনি। তেষাং নিষ্ঠা চ কুত্রচন শমপ্রকৃতৌ ভক্তে ভক্তেরনিষ্ঠিতত্বে দৃশ্যতে কুত্রচন তস্মিন্নুদ্ধতে ভক্তে নিষ্ঠিতত্বেঽপি ন দৃশ্যতে যদ্যপি তদপি ভক্তিনিষ্ঠৈব স্বসত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং তন্নিষ্ঠাসত্ত্বাসত্ত্বে সুধিয়মবগময়তি ন তু বালপ্রতীতিরেব বাস্তবীকর্ত্তুং শক্নোতি। যদুক্তম্—ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতীতি। শ্রবণকীর্ত্তনাদিষু

সাক্ষাদ্ভক্তি অনন্ত প্রকার হইলেও স্থূলতঃ কায়িকী, বাচিকী ও মানসী এই ত্রিবিধা। কাহারও কাহারও মতে প্রথমে কায়িকী, পরে বাচিকী ও তৎপরে মানসী ভক্তিতে নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। ভক্তগণের মধ্যে ওজঃ ও বলের স্থিতির তারতম্যানুসারে কোনও ভক্তে ঐ প্রকার সংস্কারের বিরুদ্ধতা-বশতঃ ভগবদুন্মুখ্যের আধিক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এ বিষয়ে কোনওরূপ ক্রম নাই। অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী ও দয়াদি ভক্তির অনুকূল বস্তু। ভক্তিনিষ্ঠার অভাবেও কোনও কোনও শমপ্রকৃতি ভক্তেও ঐ সকল গুণে নিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার কোথাও কোথাও কোনও উদ্ধত ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠা সত্ত্বেও ঐ সকল গুণে নিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি ঐ সকল গুণের অস্তিত্বে ভক্তিতে নিষ্ঠা ও ঐ সকল গুণের অভাবে ভক্তিনিষ্ঠার অভাব যে বালকের নিকটই বাস্তবিক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ তাহা নহে, পরন্তু বিজ্ঞজনগণের নিকটও ঐরূপ প্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ, শাস্ত্রোক্তিই আছে যে, "নৈষ্ঠিকী-ভক্তির উদয় হইলে চিত্ত রজস্তমোভাবাদি ও কামলোভাদির দ্বারা অনাবিদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ করিয়া প্রসন্ন হয়।" ফলতঃ শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে শৈথিল্য ও প্রাবল্য অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভক্তি জন্মিয়াছে কিনা তাহা জানিবার পক্ষে অপরিহার্য্য অর্থাৎ শ্রবণাদিতে যত্নের

যত্নস্য শৈথিল্যপ্রাবল্য এব তুস্ত্যজ্যে সংভবন্তী নিষ্ঠিতানিষ্ঠিতে ভক্তী প্রদর্শয়েতামিতি সংক্ষেপতো বিবেকঃ ॥ ২ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং নিষ্যন্দবন্ধুরানাম চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥ ৪ ॥

অথাভ্যাসরূপবহ্নিদীপিতাং ভক্তিকাঞ্চনমুদ্রাং স্বতেজসা বহন্তীং দধানে ভক্তহৃদি তস্যাং রুচিরুৎপদ্যতে। শ্রবণকীর্ত্তনাদীনামন্যতো বৈলক্ষণ্যেন রোচকত্বং রুচিঃ। যস্যামুৎপদ্যমানায়াং পূর্ব্বদশায়ামিব তৈ র্মুহুরপ্যনুশীলিতৈর্ন শ্রমোপলব্ধিগন্ধোঽপি। যা হি তেষু ব্যসনিত্ব-মচিরাদেবোৎপাদয়তি ॥ ১ ॥

যথা নিত্যং শাস্ত্রমধীয়ানস্য বটোঃ কালে শাস্ত্রার্থপ্রবেশে সতি শাস্ত্রস্য রোচকত্বমুৎপাদ্যমনমেব তং তত্র শ্রমং নোপনয়ত্যাসঞ্জয়তি

প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হইলে নিষ্ঠিতা ভক্তি জন্মিয়াছে ও তাহার অভাবে ভক্তি অনিষ্ঠিতা ইহা বুঝিতে হইবে। ইহাই ভক্তিনিষ্ঠার সম্বন্ধে সংক্ষেপ-বিচার-প্রণালী।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত মাধুর্য্যকাদম্বিনী-গ্রন্থে নিষ্যন্দবন্ধুরা-নামক চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর অভ্যাসরূপ-অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত ভক্তিকাঞ্চনমুদ্রা স্বতেজে ধারণকারী ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিতে রুচি উৎপন্ন হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির একটী হইতে অন্যটীতে বিলক্ষণ ভাবে যে রোচকত্ব উহার নাম রুচি। রুচি উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বদশার ন্যায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির মুহুর্মুহু অনুশীলনেও লেশমাত্র শ্রমের উপলব্ধি হয় না। এই রুচি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ভক্তের ব্যসন অর্থাৎ অত্যন্ত আসক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ তৎকালে ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত যে কাল অতীত হয়, সেই কাল নিতান্ত ব্যর্থ অতীত হইল বলিয়া বোধ জন্মে ॥ ১ ॥

নিত্য শাস্ত্রাধ্যয়নরত ব্রাহ্মণ-বালকের কালক্রমে শাস্ত্রার্থে প্রবেশ ঘটিলে শাস্ত্রে রুচি সঞ্জাত হইলে তখন শাস্ত্রানুশীলনে কোনও শ্রমবোধ হয় না।

চ। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তে তু পৈত্তিকবৈগুণ্যেন দূষিতায়াং রসনায়াং সিতায়া অরোচকত্বেঽপি সিতৈব তদ্বৈগুণ্যনিরাসকমৌষধমিতি বিবেকিনঃ তস্যা এব যথা মুহুরুপসেবনে কালেন স্বাদ্বীয়ং স্বাদ্বীয়মাভাতীতি তস্যা এব রোচকত্বং তথৈবাবিদ্যাদিবিদূষিতস্য জীবান্তঃকরণস্য শ্রবণাদিভক্ত্যা তদ্দোষপ্রশমে তস্যাং রুচিরুদ্ভবতীতি ॥ ২ ॥

সা চ রুচির্দ্বিবিধা ; বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী তদনপেক্ষিণী চ। বস্তূনাং ভগবন্নামরূপগুণলীলাদীনাং বৈশিষ্ট্যং কীর্ত্তনস্য সৌস্বর্য্যাদিমত্ত্বং বর্ণিতভগবচ্চরিতাদেগু র্ণালঙ্কারধ্বন্যাদিমত্ত্বং পরিচর্য্যাদীনাং তাদৃশস্বাভীষ্টদেশপাত্রদ্রব্যাদিসম্ভাববত্ত্বং যদপেক্ষতে তদ্বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী। কিং কিং কীদৃশং ব্যঞ্জনমস্তি ইতি পৃচ্ছতাং মন্দক্ষুদ্ব-

বস্তুতঃ সিদ্ধান্তপক্ষে পৈত্তিক-বৈগুণ্যদ্বারা রসনা দূষিত হইলে সিতা বা মিশ্রি অরুচিকর বোধ হইলেও উহাই যে ঐরূপ পিত্তবৈগুণ্যনাশকর ঔষধ—ইহা বিবেকী ব্যক্তিগণের মত ; সুতরাং উহাই পুনঃ পুনঃ সেবিত হইলে ক্রমে ক্রমে উহাই মিষ্ট বলিয়া অনুভূত হইলে উহাতে যেমন রুচি জন্মে, তদ্রূপ অবিদ্যাদি কর্ত্তৃক বিশেষরূপে দূষিত জীবের অন্তঃকরণের শ্রবণাদি ভক্তির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা উহার অবিদ্যাদিদোষ প্রশমিত হইলে শ্রবণাদিরূপা ভক্তিতে রুচি জন্মে ॥ ২ ॥

রুচি দ্বিবিধ ; বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী ও বস্তুবৈশিষ্ট্যানপেক্ষিণী। প্রথমটী বস্তুর অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামরূপগুণ-লীলাদির বৈশিষ্ট্য,যথা---কীর্ত্তনের সুস্বরাদি অর্থাৎ সুরতাললয়াদির বিশুদ্ধি, বর্ণিত ভগবচ্চরিত্রের যথোপযুক্ত গুণ, অলঙ্কারধ্বন্যাদির বিশুদ্ধি। পরিচর্য্যাদির যথোপযুক্ত নিজাভীষ্টানুযায়ী দেশ-কাল-পাত্র-দ্রব্যাদির শুদ্ধির—অপেক্ষা করে। অর্থাৎ ভগবানের লীলাদি-কীর্ত্তনে ভাবোপযোগী সুর-তাল-লয় না থাকিলে, ভগবচ্চরিত্র-বর্ণনাকালে অলঙ্কারের মাধুর্য্য, বর্ণনার কৌশল এবং পূজাদিতে নিজাভিপ্রায়ানুযায়ী পবিত্র দেশ, উপযুক্ত কাল, শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি, পুষ্পাদি উপকরণের মনোরমতা প্রভৃতি না হইলে কোনও কোনও ভক্তের তাহাতে রুচি জন্মে না। এই রুচিকেই বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী-রুচি বলা হইয়াছে। ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া কি কি ও কীদৃশ ব্যঞ্জন আছে,

তামিব। প্রথমা সেয়ং যতোঽন্তঃকরণস্য যৎকিঞ্চিদ্দোষলব এব কীর্ত্তনাদীনাং বৈশিষ্ট্যমপেক্ষতে অতোঽস্যান্তঃকরণদোষাভাসা জ্ঞেয়া। দ্বিতীয়া তু যথা তন্নামরূপাদ্যুপক্রম এব বলবতী ভবন্তী বৈশিষ্ট্যে ত্বতিপ্রৌঢ়ত্বমাপদ্যমানেয়ং নাস্তিমনোবৈগুণ্যগন্ধা এব জ্ঞেয়া ॥ ৩ ॥

ততশ্চাহো সখে! কৃষ্ণনামামৃতানি বিহায় কিমিতি দুষ্পরিগ্রহযোগক্ষেমবার্ত্তাবিষয়েষু নিমজ্জয়সি ত্বাং বা কিং ব্রবীমি ধিঙ্মাং যদহমপি পামরঃ শ্রীগুরুচরণপ্রসাদলব্ধমপ্যেতদ্বস্তু স্বগ্রন্থিনিবদ্ধং মহারত্নমিবানুপলভ্য পরিতো ভ্রমন্নেতাবন্তং কালম্ অন্যব্যাপারপারাবারমধ্যে মিথ্যাসুখলেশস্ফুটিতকপর্দ্দকমাত্রমন্বিষ্যায়ুংষি বৃথৈবানয়ম্। ভক্তেঃ কমপ্যনঙ্গীকুর্ব্বন্ শক্তেরভাবমেবাদ্যোতয়ম্। হন্ত স এবাহং সৈবেয়ং মে রসনা যা হ্যনৃতকটুগ্রাম্যপ্রলাপমমৃতমিব লিহ্যতী ভগ-

এইপ্রকার প্রশ্নই মন্দক্ষুধার পরিচায়ক; এইরূপ রুচিও তাহার ন্যায়। কারণ, অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ দোষের লেশমাত্র থাকিলেও কীর্ত্তনাদিতে উক্ত প্রকার বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা হইয়া থাকে; অতএব তাদৃশী রুচিও অন্তঃকরণের দোষের আভাসরূপা বলিয়া জানিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রকারের রুচি শ্রীভগবানের নামরূপাদির উপক্রমেই বলবতী হইয়া থাকে; বস্তুবৈশিষ্ট্যে উহা অত্যন্ত প্রৌঢ়া বা উল্লাসময়ী হইয়া থাকে এবং উহাতে অন্তঃকরণের বৈগুণ্যজনিত দোষের গন্ধমাত্রও থাকে না জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

অহো সখে! কৃষ্ণনামামৃত ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত দুষ্পরিগ্রহযোগক্ষেমবার্ত্তাবিষয়ে নিমগ্ন হইতেছ? অথবা তোমাকেই বা কি বলিব, আমাকেই ধিক্! কারণ, পাপাচারী আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ-প্রসাদে এই বস্তু নিজ বস্ত্রগ্রন্থিনিবদ্ধ মহারত্নের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াও ইহার মর্ম্ম না বুঝিয়া মিথ্যা সুখলেশের ন্যায় সচ্ছিদ্র কপর্দ্দকের (কাণা কড়ির) অন্বেষণে ইতস্ততঃ চারিদিকে এতকাল ভ্রমণ করিয়া অন্য ব্যাপার-পারাবার মধ্যে বৃথাই আয়ুক্ষয় করিলাম। ভক্তি-সাধনের কোনও অঙ্গকেই অঙ্গীকার না করিয়া শক্তির অভাবেরই পরিচয় প্রদান করিলাম হায় হায়, আমার এইরূপ চরিত্র—সেই আমার রসনাও মিথ্যা কটু গ্রাম্য প্রলাপ-

বন্নামগুণবার্ত্তাসু সালসৈবাসীৎ। হন্ত হন্ত তৎকথাশ্রবণারম্ভ এব স্বাপং ভজংস্তদৈব কদাচিৎ প্রস্তুতায়াং গ্রাম্যবার্ত্তায়ামুৎকর্ণতয়া লব্ধজাগরং সাধূনাং সদ এব তৎ সকলমকলঙ্কয়ম্। অস্য চ দুষ্পূরস্য জঠরস্য কৃতে জরঠোঽপি কাংস্কান্ দুষ্কৃতোদ্যমান্নাকরবম্! তদহং ন জানে কস্মিন্ বা নিরয়ে স্বকৃতফলমুপভুঞ্জানঃ স্থাস্যামীতি নির্ব্বিদ্যমানস্তদৈব ক্বচিদহো রহো ভুবি মহোপনিষৎকল্পবল্লীফলসারং সারঙ্গ ইব প্রভোশ্চরিতামৃতং স্বাদয়ন্নভিবাদয়ন্ মুহুর্মুহুরপি সাধুনব্যাধূতসংলাপস্তিষ্ঠন্নুপবিশন্ প্রবিশন্নপি ভগবদ্ধামবদ্ধামল-সেবানিষ্ঠস্তন্মনা উন্মনা ইবানভিজ্ঞলোকৈরালক্ষ্যমাণো ভক্তজন-ভজনানন্দনৃত্যাধ্যায়মধ্যেতুমুপক্রমমাণ ইব রুচিনর্ত্তক্যা পাণিভ্যাং গৃহীত্বেব তত্তৎ শিক্ষ্যমাণ ইব কাঞ্চনমুদমননুভূতচরীমুপলভে ন

বাক্যকে অমৃতের ন্যায় এতকাল লেহন করিয়া শ্রীভগবানের নাম ও গুণের বার্ত্তাতে অলসের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। হায় হায়, শ্রীভগবৎকথা শ্রবণের আরম্ভেই নিদ্রা যাইয়া এবং তৎক্ষণাৎ যদি আবার কোনও গ্রাম্যবার্ত্তা আরম্ভ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া আমি বহুবার সাধুগণের সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছি। এই দুষ্পূর উদরের পূর্ত্তির জন্য জরঠ হইয়াও এমন কি দুষ্কর্ম্ম আছে যে, যাহার আচরণের জন্য উদ্যম করি নাই? জানিনা আমার এই দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতে আমাকে কোন্ নরকে কতকাল বাস করিতে হইবে।" ভক্ত এইরূপে নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া কোনও দিন বা এই পৃথিবীমধ্যে মহোপনিষৎ কল্পবল্লীফলের সারভূত প্রভুর চরিতামৃত সারঙ্গের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আস্বাদন ও অভিবাদন করিতে করিতে বার্ত্তান্তর পরিত্যাগ করিয়া সাধু-সমাজে উপবেশন ও অবস্থান করিয়া ভগবদ্ধামে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল ভগবৎসেবানিষ্ঠ হইয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিয়া অনভিজ্ঞ লোককর্তৃক উন্মনার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়া ভক্তজনগণের ভজনানন্দ-রূপ নৃত্যের অধ্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য রুচিরূপা-নর্ত্তকী কর্তৃক উভয় হস্তে গৃহীত হইয়া তাহা শিক্ষা করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। কালে কালে যখন ভাব ও প্রেমরূপ নটগুরুদ্বয় ইঁহাকে নাচাইতে আরম্ভ করিবে, তখন যে ইনি

জানে কুশীলবাচার্য্যাভ্যাং ভাবপ্রেমভ্যাং কালেন প্রবিশ্য নর্ত্তয়িষ্যমাণঃ কস্যাং বা নিবৃত্তিনীবৃত্তি বিরাজয়িষ্যতীতি ॥ ৪ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং উপলব্ধাস্বাদ-নাম পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথ সৈব ভজনবিষয়া রুচিঃ পরমপ্রৌঢ়তমা সতী যদা ভজনীয়ং ভগবন্তং বিষয়ীকরোতি তদেয়মাসক্তিরিত্যাখ্যায়তে। যৈব ভক্তিকল্প-বল্ল্যাঃ স্তবকীভাবমাসাদয়ন্তী ভাবপ্রেমণী পুষ্পফলে অচিরাদেব ভাবিনী দ্যোতয়তি। রুচির্ভজনবিষয়া * আসক্তির্ভজনীয়বিষয়েতি

কি অবস্থায় উপনীত হইয়া কি আনন্দলাভ করিবেন, কে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে ?

(বস্তুবৈশিষ্ট্যানপেক্ষিণী রুচি জন্মিলে, তাহা কিরূপে ক্রমশঃ পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহারই ক্রম প্রদর্শিত হইল। কালে কালে এই রুচি বর্দ্ধিত হইলে ভাব ও প্রেমলাভ হয়—ইহাই গ্রন্থকার এস্থানে বলিলেন। কিন্তু ভাব ও প্রেমলাভের পূর্ব্বেই যে "আসক্তি" জন্মে, ষষ্ঠী-অমৃতবৃষ্টিতে গ্রন্থকার তাহার ক্রম বর্ণনা করিতেছেন)॥৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিবিরচিত মাধুর্য্যকাদম্বিনীগ্রন্থে উপলব্ধাস্বাদ-নামক পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টি ॥৫॥

ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টি।

অনন্তর সেই ভজনবিষয়া রুচি পরম প্রৌঢ়তমা হইয়া যখন ভজনীয় শ্রীভগবানকেই বিষয়ে পরিণত করেন, তখন তাহাকে আসক্তি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই আসক্তি ভক্তিকল্প-লতার স্তবকের ভাব প্রাপ্ত হইয়া অচিরেই ভাব ও প্রেমরূপ পুষ্প ও ফল উৎপন্ন [illegible] তাহা জানাইয়া দেন। রুচি ভজন-বিষয়া এবং আসক্তি ভজনীয়-বিষয়া [illegible] যে লক্ষণ তাহা তত্তদ্বিষয়ের

* বিষয় শব্দের অর্থ এখানে অব[illegible]

ভূম্নৈব ব্যাপদেশঃ। বস্তুতস্তূভে অপ্যুভয়ং বিষয়ীকরোত্যেব। অপ্রৌঢ়ত্বপ্রৌঢ়ত্বাভ্যামেব ভেদঃ। আসক্তিরেবান্তঃকরণমুকুরং তথা মার্জ্জয়তি যথা তত্র সহসা প্রতিবিম্বিতো ভগবানবলোক্যমান ইব ভবতি। হন্ত বিষয়ৈরাক্রম্যতে মদীয়ং চেতস্তদিদং ভগবতি নিদধামীতি ভক্তস্য বিধিৎসানন্তরমেব প্রায়ো বিষয়েভ্যো নিষ্ক্রম্য তদ্রূপগুণাদৌ যৎ প্রবেশশীলং পূর্ব্বদশায়ামাসীৎ তদেব চিত্তমাসক্তৌ জাতায়াং বিধিৎসাতঃ পূর্ব্বমেব স্বয়মেব তথাভূতং ভবেৎ। যথা ভগবদ্রূপগুণাদিভ্যো নিষ্ক্রম্য বার্ত্তান্তরে চেতঃ কদা প্রবিষ্টমিতি প্রাপ্তনিষ্ঠেনাপি ভক্তেন নানুসন্ধাতুং শক্যতে তথৈব বার্ত্তান্তরতো নিষ্ক্রম্য ভগবদ্রূপগুণাদিষু কদা প্রবিষ্টং স্বচেত ইত্যাসক্তিরনাসক্তেন ন লক্ষ্যতে। আসক্তিমতা ভক্তেন তু তল্লক্ষ্যতে ॥ ১ ॥

প্রাধান্যেই জানিতে হইবে। বস্তুতঃ উভয়েই উভয়কে বিষয়ে পরিণত করিয়া থাকেন। কারণ, রুচি ও আসক্তি, অপ্রৌঢ়ত্ব ও প্রৌঢ়ত্বভেদে জানিতে হইবে; অর্থাৎ রুচিই পরিপক্কাবস্থায় আসক্তিতে পরিণত হয়—ইহা বুঝিতে হইবে। আসক্তি ভক্তের অন্তঃকরণ-মুকুরকে এরূপভাবে মার্জ্জিত করেন যে, তাহাতে সহসা প্রতিবিম্বিত হইলে শ্রীভগবান্ অবলোকিতের ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়েন। "হায়! আমার চিত্ত বিষয়-সমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইল, আমি ইহাকে শ্রীভগবানে নিযুক্ত করি," ভক্তের এইরূপ চেষ্টার ফলে তাঁহার যে চিত্ত বিষয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বদশায় অর্থাৎ রুচি জন্মিলে শ্রীভগবানের রূপ ও গুণাদিতে প্রবেশলাভ করে, আসক্তি জন্মিলে সেই চিত্তই চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই আপনা হইতেই ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্রূপগুণাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিত্ত কিরূপে কখন বার্ত্তান্তরে প্রবিষ্ট হইল—প্রাপ্তনিষ্ঠ ভক্ত যেমন অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ কখন কিরূপে যে নিজের চিত্ত বার্ত্তান্তর ত্যাগ করিয়া শ্রীভগদ্রূপগুণাদিতে অভিনিবিষ্ট হইল—এই যে আসক্তি ইহা অনাসক্ত ভক্ত লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু আসক্তিশীল ভক্ত তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। রুচিতে বার্ত্তান্তর হইতে মনকে নিগ্রহ করিয়া আনিতে হয়, আসক্তিতে তাহা স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে; রুচিতে মনে বহুকালব্যাপী শ্রীভগদ্রূপ-লীলাদির

ততশ্চ প্রাতঃ কুতস্ত্যোঽপি ভো ভোঃ কণ্ঠলম্বিতশ্রীশালগ্রামশিলাসুন্দরসম্পুটো অঘুলঘুচ্চারিতশ্রীকৃষ্ণনামামৃতাস্বাদপ্রতিক্ষণলোলিতরসনঃ প্রেক্ষ্যমাণ এব দুর্ভগং মামুল্লাসয়সি কস্মিংশ্চিদর্থে। তৎ কথয় কুত্র কুত্র বা তীর্থে ভ্রমন্ কেষাং দৃষ্ট্যা কেষাং বা ভগবদনুভবানামাস্পদীভবন্নাত্মানমন্যঞ্চাকৃতার্থয়ঃ। ইত্যুপস্থাবিতসংলাপামৃতপানযাপিতকতিপয়ক্ষণঃ পুনরন্যতো গত্বা ভোঃ কক্ষনিক্ষিপ্তমনোহরপুস্তকবিলক্ষণয়া শ্রিয়া বিদ্বানেবাসুমীয়সে তদ্ব্যাচক্ষ্ব দশমস্কন্ধীয়ং পদ্যমেকং জীবয় শ্রুতিচাতকীং তদর্থামৃতবৃষ্ট্যা ইতি তদ্ব্যাখ্যয়া রোমাঞ্চিতগাত্রঃ পুনরন্যতো গত্বা হন্তাধুনৈবাহং কৃতার্থী-

---

ধ্যান হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ অবস্থার ছেদ হইয়া থাকে—আসক্তিতে ঐ ধ্যানের গাঢ়তা সম্পাদিত হয় ॥১॥

আসক্তি-সমন্বিত ভক্তের আচরণ বিবৃত করিতেছেন। ঐরূপ ভক্ত প্রাতেই কোনও সাধুর দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন?" আপনার কণ্ঠে শ্রীশালগ্রামশিলার সুন্দর সম্পুট লম্বিত রহিয়াছে, আপনি অনুচ্চস্বরে ধীরে ধীরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করায় নামামৃত আস্বাদনে আপনার রসনা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, আপনি মাদৃশ দুর্ভাগ্যের নয়নপথবর্ত্তী হইয়া না জানি কি কারণেই আমাকে আনন্দিত করিতেছেন। আপনি কোন্ কোন্ তীর্থে ভ্রমণ করিয়া কোন্ কোন্ মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়া কোন্ কোন্ ভক্তশ্রেষ্ঠের ভগবদনুভবের আস্পদীভূত হইয়া আত্মাকে এবং অপরকে কৃতার্থ করিয়াছেন?" এইরূপ সদালাপে কিয়ৎকাল যাপন করিয়া পুনরায় অন্যস্থানে গমন করিয়া কোনও ভাগবত-পাঠককে দেখিয়া বলেন "আপনার কক্ষদেশে স্থিত মনোহর পুস্তকের বিলক্ষণ শ্রী দর্শন করিয়া আপনাকে শ্রীভাগবত-পুরাণবিদ্ বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া দশমস্কন্ধের একটী পদ্য পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যারূপ অমৃতবৃষ্টির দ্বারা আমার শ্রবণবৃত্তিরূপা চাতকীকে জীবন দান করুন।" এইরূপে সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত-গাত্র হইয়া পুনরায় অন্যত্র গমন করিয়া সাধু-সমাজে উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন "হায়, এইবার আমি কৃতার্থ হইব; কারণ, এই

ভবিষ্যামি যদিয়ং সভৈব সন্থ এব মম সমস্তদুষ্কৃতধ্বংসিনীতি বিরচিতদণ্ডবদবনিপ্রণিপাতপুরঃসরপ্রণতিবিনতিকঃ তৎসভামুকুটমণিনা মহাভাগবতবর্য্যেণ পরমবিদুষা সরসমাদ্রিয়মাণঃ সঙ্কুচিততনুস্তদন্তিককৃতোপবেশ এব ভো স্ত্রিভুবনজীবভবনমহাভবরোগভিষক্‌শিরোমণে ধৃত্বৈব ধমনীমধমস্যাপি মে মহাদীনস্য নিরূপয় রুজং সমাদিশস্ব পথ্যৌষধে কেনাপি প্রযুক্তেন মহারসায়নেন মদভীপ্সিতাং পুষ্টিমপি সম্পাদয়েতি সাস্রং যাচমানস্তৎকৃপাবলোকমধুরবাঙ্ময়ামৃতনিঃস্যন্দনন্দিতস্তচ্চরণপরিচরণনীতপঞ্চষড়্‌বাসরঃ সরসমটন্নপি কদাচিদটবীং যদি ময়ি বর্ত্ততে কৃষ্ণস্য কৃপাবলোকস্তদায়ং দূরতঃ পুরোঽবলোক্যমানঃ কৃষ্ণসারস্ত্রিচতুরাণি পদানি মদভিমুখমায়াতু ন চেন্মাং পৃষ্ঠীকরোত্বিতি নৈসর্গিকীরপি মৃগপশুপক্ষিচেষ্টাস্তদনুগ্রহনিগ্রহলিঙ্গতয়ৈব জানন্‌ গ্রামোপশল্যেঽপি

সভাই সদাই আমার সমস্ত দুষ্কৃত ধ্বংস করিবেন" এই বলিয়া তথায় ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম-বিনীত তিনি সেই সভার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কর্ত্তৃক স্নেহভরে আদৃত হইয়া সঙ্কুচিত শরীরে তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া বলিলেন, "হে ত্রিভুবনস্থ জীববৃন্দের মহাভব-রোগ-বিনাশক ভিষক্‌শিরোমণে ! আপনি মহাদীন এই অধমের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগ নিরূপণ করিয়া এরূপ মহারসায়ন ঔষধ-পথ্যের আদেশ করুন, যাহাতে আমার অভীষ্টের পুষ্টি সম্পাদিত হয়।" এইরূপে অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি ও উপদেশামৃত লাভে আনন্দিত হইয়া পাঁচ ছয় দিন তাঁহার চরণ-পরিচর্য্যায় অতিবাহিত করিলেন। কখনও বা প্রেমভরে বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে "যদি আমাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি থাকে, তবে দূর হইতে যে কৃষ্ণসার মৃগ আমাকে দর্শন করিতেছে, উহা নিশ্চয়ই আমার অভিমুখে তিন চারিপদ আগমন করিবে, না হইলে আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া যাইবে।" এইরূপে মৃগ-পশু-পক্ষিগণের স্বাভাবিক চেষ্টাকেও ভগবদনুগ্রহ ও নিগ্রহের লক্ষণরূপে বোধ করেন।

খেলতো বিপ্রবালকান্ সনকাদীনিব কিমহং ব্রজেন্দ্রকুমারং প্রাপ্স্যামি ইতি পৃষ্ট্বা তদ্দত্তমুত্তরং মেতি মুগ্ধাক্ষরং দুর্ব্বোধার্থতয়া সুবোধার্থতয়া বা পরামৃশ্য স্বগৃহমধ্যমধ্যাস্যাপি মহাধনগৃধ্নুঃ কৃপণবণিগিব ক্বাহং যামি কিং করোমি কেন ব্যাপারেণ মে তদভীষ্টবস্তুজাতং হস্তগতং স্যাদিতি পরিম্লানবদনশ্চিন্তয়ন্ স্বপন্ উত্তিষ্ঠন্ উপবিশন্ পরিজনৈঃ কারণং পৃচ্ছ্যমানোঽপি কদাচিন্মূক ইব কদাচিদবহিত্থামালম্বমানঃ সাম্প্রতমভূদয়ং ছন্নবুদ্ধিরিতি বন্ধুভিঃ স্বভাবত এবায়ং জড় ইতি প্রতিবেশিভিরজ্ঞৈর্মূর্খ ইতি মীমাংসকৈঃ ভ্রান্ত ইতি বেদান্তিভিঃ ভ্রষ্ট ইতি কর্ম্মিভিরহো মহাসারং বস্তু সমধিগতম্ ইতি অভক্তৈর্দাম্ভিক ইতি তত্রাপরাধিভিঃ পরামৃশ্যমানো মানাপমানবিচারবিধুরো ভগবদাসক্তিস্বর্ধুনীপ্রবাহপতিত এব চেষ্টতে ভক্ত ইতি ॥ ২ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং মনোহারিণীনাম ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥ ৬ ॥

গ্রামপ্রান্তে অস্ফুটবাক্ বিপ্রবালকগণকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে সনকাদিঋষির ন্যায় মনে করিয়া "আমি কি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হইব"? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাদের অস্পষ্ট উত্তরকে কখনও দুর্ব্বোধ, কখনও সুখবোধ্য বলিয়া মনে করেন। কখনও বা গৃহমধ্যগত থাকিয়া মহাধনগৃধ্নু কৃপণ বণিকের ন্যায় "আমি কোথায় যাইব, কি করিব, কি উপায়ে আমার সেই অভীষ্ট-বস্তু হস্তগত হইবে?" এইরূপ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া কখনও পরিম্লানবদনে চিন্তা করিতে থাকেন, কখনও বা নিদ্রা যান, কখনও বা উঠেন, কখনও বা বসেন। পরিজনেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মূকবৎ অবস্থান করেন। কখনও বা অবহিত্থা অবলম্বন করেন। বন্ধুগণ তখন "ইনি সম্প্রতি ছন্নবুদ্ধি হইয়াছেন" ইহা বলিতে থাকেন, অজ্ঞ প্রতিবেশিগণ "ইনি স্বভাবতঃই জড়", মীমাংসকগণ—"ইনি মূর্খ", বৈদান্তিকগণ—"ইনি ভ্রান্ত", কর্ম্মিগণ—"ইনি ভ্রষ্ট", ভক্তগণ "ইনি মহাসারবস্তু-প্রাপ্ত হইয়াছেন", ভক্তাপরাধিগণ—"ইনি দাম্ভিক" এই কথা বলিয়া থাকেন। তখন এই ভক্তপ্রবর লৌকিক মানাপমান-বিচার-বিরহিত হইয়া ভগবদাসক্তি-

সপ্তম্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথ সৈবাসক্তিঃ পরমপরিণামং প্রাপ্তবতী রত্যপরপর্য্যায়ো ভাব ইত্যাখ্যাং লভতে। য এব হি সচ্চিদানন্দ ইতি শক্তিত্রিকস্য স্বরূপভূতস্য কন্দলীভাবং ভজতে। যমেব খলু ভক্তিকল্পবল্ল্যা উৎফুল্লং প্রসূনমাচক্ষতে। যস্য চ বাহ্যৈব প্রভা সর্ব্বৈঃ সুদুর্ল্লভা আভ্যন্তরী তু মোক্ষমপি লঘূকরোতি। যস্য চ পরমাণুরেক এব তমঃ সমস্তমুন্মূলয়তি। যস্য পরিমলৈঃ প্রসৃমরৈঃ মধুসূদনং নিমন্ত্র্যানীয় তত্র প্রকটীকর্ত্তুং প্রভূয়তে। কিং বহুনা যৈরেব বাসিতাশ্চিত্তবৃত্তিতিলবিততয়ো দ্রবীভাবমাসাদ্য সদ্য এব ভগবদঙ্গমখিলমেব স্নেহযিতুং যোগ্যতাং দধতে। যঃ খল্বাবির্ভবন্নেব স্বাধারং শ্বপচমপি ব্রহ্মাদেরপি নমস্যত্বমাপাদয়তি। উদ্যোতমানে চ

রূপ স্বর্গ-মন্দাকিনী-প্রবাহে পতিত হইয়া উক্তপ্রকার বিবিধ চেষ্টা করিতে থাকেন ॥ ১ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি বিরচিত-মাধুর্য্য-কাদম্বিনী-গ্রন্থে মনোহারিণী নামক ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টি ॥৬॥

সপ্তম্যমৃতবৃষ্টি।

ঐ আসক্তিই পরম-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভাব-নাম ধারণ করিয়া থাকেন। রতি উহারই অপর পর্য্যায়। এই ভাবই সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই স্বরূপভূত শক্তিত্রয়ের কন্দলী ভাব বা মুকুলিত অবস্থা। ইহাকেই ভক্তিকল্পলতার উৎফুল্ল পুষ্প-নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; উহার বাহ্যপ্রভাই সকলের সুদুর্ল্লভা, আভ্যন্তরী প্রভায় মোক্ষকেও তুচ্ছ পদার্থে পরিণত করিয়া থাকে। ইহার একটী পরমাণু অর্থাৎ সামান্য মাত্রও সমস্ত তমঃ সমূলে উন্মূলিত করিয়া থাকে। এই ভাব-কুসুমের পরিমল প্রসৃত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক প্রকট করাইয়া থাকে। অধিক কি, ভাবদ্বারা বাসিত চিত্তবৃত্তিরূপা তিল-বিততি দ্রবীভূতা হইয়া সদ্যই শ্রীভগবানের অখিল অঙ্গকে স্নেহসিঞ্চিত করিতে সমর্থ হয়। এমন কি, ঐ ভাব আবির্ভূত হইয়া নিজ আধার চণ্ডাল

অস্মিন্ শ্যামলিমানং ব্রজমহেন্দ্রনন্দনস্যাঙ্গানামেব আরুণ্যং তদীয়াধরনেত্রান্তাদেরেব ধবলিমানং তদীয়বদনস্মিতচন্দ্রিকাদেরেব পীতিমানং তদম্বরভূষণাদেরেব লেঢুং লব্ধাসন্নসময়মিব বলিতোৎকণ্ঠং ভক্তস্য নয়নদ্বন্দ্বমশ্রুভিরজস্রমাত্মানমভিষিঞ্চেৎ। গীতং তদীয়ং মুরল্যা এব শিঞ্জিতং তদীয়নূপুরাদেরেব সৌস্বর্য্যং তদীয়কণ্ঠস্যৈব নিদেশং তচ্চরণপরিচরণস্যৈব তৎকৃতং কমপি স্বস্যাবতংসীকর্ত্তুং মৃগ্যদিব স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে শ্রবণদ্বয়ং নিশ্চলীভবদুন্নমেৎ। এবমেব কীদৃশো বা তদুভয়করকিশলয়স্পর্শ ইতি তদৈব তমনুভবদিব গাত্রং রোমাঞ্চিতং ভবেৎ। তৎসৌরভ্যং লভ্যমানমিব বিতৃষ্ণ্যো নাসে প্রফুল্লে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাসং গৃহীত্বা পরিচিচীষেতাম্। হন্ত সা ফেনা কিং মে স্বাদনীয়া ইতি তদৈব তামুপলভমানেব রসনাপ্যুল্লাসং দধানৈবোষ্ঠাধরৌ লিহ্যাৎ। কদাপি তদীয়স্ফূর্ত্তৌ

হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মাদিরও নমস্য করিয়া তুলেন। ঐ ভাব উদিত হইলে ব্রজরাজনন্দনের অঙ্গসমূহের শ্যামলিমা, তদীয় অধর ও নেত্রপ্রান্তাদির অরুণিমা, তাঁহার বদন-সুধাকরের মৃদুহাস্যের ধবলিমা, তাঁহার বস্ত্র ও ভূষণাদির পীতিমা প্রভৃতির অনুভব করিয়া আসন্ন সময়ে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া নয়নযুগলের অজস্র অশ্রুবর্ষণের দ্বারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। তখন তাদৃশ ভক্ত তাঁহার মুরলীর মধুর গীতধ্বনি, তাঁহার নূপুরাদির সিঞ্জিতধ্বনি, তদীয় মধুর কণ্ঠের সৌস্বর্য্য এবং তদীয় চরণ-পরিচর্য্যা-বিষয়ে তৎকৃত সাক্ষাৎ নিদেশ শুনিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই যেন স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে উহার অনুসন্ধান করিয়া শ্রবণদ্বয়কে কখনও ঊর্দ্ধে ও কখনও নিম্নে স্থাপিত করিয়া নিশ্চল হইয়া অবস্থান করেন। এইরূপ কখনও বা তাঁহার করকিশলয়ের স্পর্শ কিরূপ তাহা যেন অনুভব করিয়াই রোমাঞ্চিতগাত্র হয়েন। কখনও বা তাঁহার অঙ্গগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া প্রফুল্ল-নাসিকাদ্বয়ের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস গ্রহণ করিয়া পরম পুলকিত হইয়া থাকেন। কখনও কখনও বা তাঁহার অধর-সুধা কি আমার আস্বাদ করিবার সৌভাগ্য হইবে—এইরূপ মনে করিয়া

তং সাক্ষাৎ প্রাপ্তবদিব চেতো হৃষ্যেৎ তন্মাধুর্য্যাস্বাদসম্প্রাপ্ত্যা মাদ্যেৎ তদৈব তত্তিরোভাবে বিষীদেৎ গ্লায়েদিত্যেবং সঞ্চারিভাবৈরাত্মানমলঙ্কুর্ব্বদিব শোভেত। বুদ্ধিরপতন্তমেবার্থমবধারয়ন্তী জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু তদীয়স্মৃতিবর্ত্মন্যেব পান্থত্বমধ্যবস্যেৎ। অহন্তা চ প্রাপ্স্যমানে সেবোপযোগিনি সিদ্ধদেহে প্রবিশন্তীব সাধকশরীরং প্রায়ো জহাতীব বিরাজেত। মমতা চ তচ্চরণারবিন্দমকরন্দ এব মধুকরীভবিতুমুপক্রমেতেতি। স চ ভক্তঃ প্রাপ্তং মহারত্নং কৃপণ ইব জনেভ্যো ভাবং গোপয়ন্নপি ক্ষান্তিবৈরাগ্যাদীনামাস্পদীভবন্ লসল্ললাটমেবান্তর্ধনং কথয়তীতি ন্যায়েন তদ্বিজ্ঞসাধুগোষ্ঠ্যাং বিদিতো ভবেদন্যত্র তু বিক্ষিপ্ত ইত্যুন্মত্ত ইতি সজ্জত ইতি দুর্লক্ষ্যতাং গচ্ছেৎ॥ ১॥

যেন তাহা প্রাপ্ত হইয়াই রসনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া উল্লসিত হইয়া নিজের ওষ্ঠাধর লেহন করিতে আরম্ভ করেন। কখনও বা তাঁহার স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চিত্তে হর্ষের আবির্ভাব হয়। ফলতঃ তৎকালে, কখনও তিনি তদীয় মাধুর্য্যাস্বাদ-সম্পত্তিলাভে মত্ত হইয়া যান, আবার কখনও বা উহার তিরোভাবে বিষণ্ণ ও গ্লানিযুক্ত হন—এইরূপে সঞ্চারী ভাবের দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করিয়া তখন তিনি শোভা পাইয়া থাকেন। তাঁহার বুদ্ধি অস্খলিতভাবে এই একমাত্র উদ্দেশ্যকে ধারণ করিয়া জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় শ্রীভগবানের স্মৃতিপথের পথিক হইয়া অবস্থান করে। তখন তাঁহার অহন্তা (আমিত্ব অর্থাৎ জীবভাব) অভীপ্সিত সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে প্রবেশপূর্ব্বক এই বর্ত্তমান সাধক-শরীর যেন প্রায়শঃ ত্যাগ করিয়াই অবস্থান করিয়া থাকে। তাঁহার মমতা তখন তদীয় চরণারবিন্দ-মকরন্দের মধুকরী হইবার উপক্রম করে। এই অবস্থায় সেই ভক্ত মহারত্ন-প্রাপ্ত কৃপণের ন্যায় জনগণ হইতে ভাব গোপন করিলেও—উল্লসিত ললাট দর্শনে যেমন অন্তর্ধনের কথা বলা যায়, সেইরূপ তিনি ক্ষান্তি-বৈরাগ্যাদির আস্পদীভূত হওয়ায় তদ্বিষয়ে জ্ঞানবান্ সাধুগোষ্ঠীর বিদিত হয়েন, কিন্তু অন্যত্র বিক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া তিনি সাধারণের দুর্লক্ষ্যতা প্রাপ্ত হন্॥ ১।

স চ ভাবো রাগভক্ত্যুত্থো বৈধভক্ত্যুত্থ ইতি দ্বিবিধঃ। আদ্যো জাতিপ্রমাণাভ্যামাধিক্যেন মহিমজ্ঞানানাদরেণ ভগবতি সামান্যাধিক্যাচ্চ সান্দ্রঃ। দ্বিতীয়ঃ তাভ্যাং প্রথমতঃ কিঞ্চিন্ন্যূনত্বেন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিদ্ধমমতাবত্ত্বাচ্চাসান্দ্রঃ। প্রায়ো দ্বিবিধ এবায়ং ভাবো দ্বিবিধানাং ভক্তানাং দ্বিবিধচিদ্বাসনাসনাথেষু হৃদয়েষু স্ফুরন্ দ্বিবিধাস্বাদ্যত্বং ভজতে। ঘনসর ইব রসালপনসেক্ষুদ্রাক্ষাদিষু প্রবিষ্টঃ পৃথক্ পৃথঙ্মাধুর্য্যবত্ত্বং ভজতে। তে চ ভক্তাঃ শান্তদাসসখিপিতৃপ্রেয়সীভাববন্তঃ পঞ্চবিধাঃ স্যুঃ। তত্র শান্তেষু শান্তিরিতি দাসেষু প্রীতিরিতি সখিষু সখ্যমিতি পিতৃভাববৎসু বাৎসল্যমিতি প্রেয়সীভাববৎসু প্রিয়তেতি নামভেদমপি। পুনশ্চায়ং স্বশক্ত্যাবাবির্ভাবিতৈর্বিভাবানু-

ঐভাব আবার রাগভক্ত্যুত্থ ও বৈধভক্ত্যুত্থ ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটী জাতি ও প্রমাণের আধিক্য হেতু মহিমাজ্ঞানে অনাদর বশতঃ সমানতা ও তদপেক্ষা আধিক্য বশতঃ অত্যন্ত গাঢ় হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী জাতি ও প্রমাণের দ্বারা কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হেতু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-সমন্বিত মমতাবত্ত্ব বশতঃ তাদৃশ গাঢ় হয়না। এই দ্বিবিধ ভাব দ্বিবিধ ভক্তের দ্বিবিধ চিদ্বাসনাযুক্ত হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া দ্বিবিধরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকেন। রসাল, পনস, ইক্ষু ও দ্রাক্ষাদিতে উত্তরোত্তর-প্রবিষ্ট ঘন রসের ন্যায়—উহাতে পৃথক পৃথক মাধুর্য্যবত্তা বিদ্যমান। এইরূপ পৃথক্ পৃথক ভাব আস্বাদনকারী ভক্তগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যভাব-যুক্ত হইয়া পঞ্চ-প্রকারের হইয়া থাকেন। শান্তভক্তে শান্তি, দাস্যভক্তে প্রীতি, সখায় সখ্য, পিতৃমাতৃভাবযুক্ত ভক্তে বাৎসল্য এবং প্রেয়সী-ভাবযুক্ত ভক্তে প্রিয়তা—এইরূপ নামভেদ জানিতে হইবে। পুনরায় এই পঞ্চবিধ ভাব নিজ নিজ শক্তি দ্বারাই বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবরূপ প্রজাসকলকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেরা ঐশ্বর্য্যসমন্বিত স্থায়ী-ভাবরূপ নৃপতি হইয়া ঐ সমস্ত প্রজাপুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও উজ্জ্বলরূপে বৈশিষ্ট্যভেদে রসরূপে পরিণত হন। "স্বয়ং ভগবানই ঐ রস, এবং পুরুষ রসস্বরূপ তাঁহাকে লাভ করিয়াই আনন্দময় হন"—ইহা শ্রুতিকর্তৃক কথিত হইয়াছে। যেরূপ নদনদী তড়াগাদিতে জল থাকিলেও সমুদ্রই যেমন সর্ব্বজলের আশ্রয়-স্বরূপ জলনিধি, সেইরূপ ঐ রস

ভাবব্যভিচারিভিরাত্মেব রাজেব বা প্রকৃতিভিরুদ্ভূতৈশ্বর্য্যঃ স্থায়ীতি নাম্না বৈশিষ্ট্যং গচ্ছন্ তৈর্ম্মিলিতঃ শান্ত ইতি দাস্যমিতি সখ্যমিতি বাৎসল্যমিতি উজ্জ্বল ইতি লব্ধবিভেদো রসো ভবতি। যো হি রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতীতি শ্রুত্যাভিধীয়তে। অয়মন্যত্রাবতারেঽবতারিণি বা সম্ভবন্নপি স্বয়ং সম্পূর্ত্তিমানং তত্র তত্রালভমানো ব্রজেন্দ্রনন্দন এব স্বকাষ্ঠাং লভতে। নদনদীতড়াগাদিষু সম্ভবদপি যথা সমুদ্র এব জলনিধিত্বম্। যো হি ভাবস্য প্রথমপরিণতাবেব উৎপদ্যমান এব প্রেমণি মূর্ত্ত এব রসঃ সাক্ষাদেব তদ্বতা ভক্তেনানুভূয়ত ইতি ॥ ২ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং পরমানন্দ-নিষ্যন্দিনীনামা সপ্তম্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথ তস্যা এব ভক্তিকল্পবল্ল্যাঃ সাধনাভিখ্যে যে পূর্ব্বং দ্বে পত্রিকে লক্ষিতে ইদানীং ততোঽতিচিক্কণানি তাদৃশশ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ানি ভাবকুসুমসংলগ্নানি অনুভাবাভিধানানি বহূনি পত্রাণি সহসৈবাবির্ভূয় ক্ষণে ক্ষণে দ্যোতয়ন্তি যান্যেব ভাবকুসুমং পরিণামং প্রাপয্য পুনস্তদেব

শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারে বা অবতারীতে আবির্ভূত হইলেও সেই সেই অবতারে বা অবতারীতে স্বয়ং সম্পূর্ত্তি লাভ করিতে না পারিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছেন। সেই ভগবানই ভাবের প্রথম পরিণতিতে প্রকাশিত হইয়া প্রেম জন্মিলে সাক্ষাৎ মূর্ত্তরস-স্বরূপ রূপে রসিকভক্ত কর্ত্তৃক অনুভূত হন ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে পরমানন্দ-নিষ্যন্দিনী নামক সপ্তম্যমৃতবৃষ্টি ॥ ৭ ॥

অষ্টম্যমৃতবৃষ্টিঃ।

ভক্তি-কল্পলতার সাধনাখ্য যে দুইপত্র পূর্ব্বে লক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং তাহা হইতে অতি চিক্কণ তাদৃশ কীর্ত্তনাদিময় ভাবকুসুমসংলগ্ন অনুভাব-নামক

প্রেমাভিধানফলত্বমানয়ন্তি। কিঞ্চ আশ্চর্য্যাচর্য্যেয়ং ভক্তিকল্পবল্লী যস্যাঃ পত্রস্তবকপুষ্পফলানি প্রাপ্তপরিণতীন্যপি স্বস্বরূপমত্যজন্ত্যেব নবনবান্যেব সহৈব সর্ব্বাণি বিভ্রাজন্তে। ততশ্চাস্য ভক্তজনস্যাত্মাত্মীয়গৃহবিত্তাদিষু শতসহস্রশো ভবত্যো যাশ্চিত্তবৃত্তয়ো মমতারজ্জুভিস্তেষু তেষু নিবদ্ধ এব পূর্ব্বমাসন্ তা এব চিত্তবৃত্তীঃ সর্ব্বা এব ততস্ততোঽবহেলয়ৈবোন্মোচ্য স্বশক্ত্যা মায়িকীরপি তা মহারসকূপস্পৃশ্যমানপদার্থমাত্রাণীব সাকার-চিদানন্দজ্যোতির্ম্ময়ীকৃত্য তাভিরেব মমতাভিঃ সর্ব্বাভিস্ততস্ততো বিচিতাভিঃ স্বশক্ত্যৈব তথাভূতীকৃতাভিঃ শ্রীভগবদ্রূপনামগুণমাধুর্য্যেষু যো নিবধ্নাতি সোঽয়ং প্রেমমহাকিরণমালীব উদয়িষ্যমাণ এব নিখিল-পুরুষার্থনক্ষত্রমণ্ডলীঃ সহসৈব বিলাপয়তি। ফলভূতস্যাস্য যঃ স্বাদ্যমানো রসঃ স সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা রসস্য পরমপৌষ্টিকী শক্তিঃ

বহুপত্র সহসা আবির্ভূত হইয়া শোভা বিস্তার করিয়া ভাবকুসুমকে পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া পুনর্ব্বার তৎকালেই প্রেমনামক ফল উৎপন্ন করে। পরন্তু এই ভক্তি-কল্পবল্লী আশ্চর্য্য চরিত্র-সম্পন্না। ইহার পত্র, স্তবক, পুষ্প ও ফল পরিণত হইয়াও নিজ নিজ স্বরূপকে পরিত্যাগ না করিয়াই সকলেই নিত্য নব নব আকারেই শোভা পাইতে থাকে। ভক্তের যে চিত্তবৃত্তি শত সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া মমতা রজ্জুর দ্বারা পূর্ব্বে তাঁহার আত্মা, আত্মীয়, গৃহ-বিত্তাদিতে নিবদ্ধ ছিল, এখন সেই সকল চিত্তবৃত্তিকে অবহেলাক্রমে উন্মুক্ত করিয়া মায়িকী হইলেও তাহাদিগকে মহারসকূপস্পর্শকারী পদার্থসমূহের ন্যায় নিজ শক্তির দ্বারা সাকার চিদানন্দ জ্যোতির্ম্ময়রূপে পরিণত করিয়া—সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মমতাবলীকেও নিজ শক্তির দ্বারা তথাভূত করিয়া তাহাদিগের সহিত যিনি তাহাদিগকে শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণ-মাধুর্য্যে আবদ্ধ করেন, সেই প্রেম মহাসূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া নিখিল পুরুষার্থরূপা নক্ষত্রমণ্ডলীকে সহসা বিলাপিত করিয়া থাকেন। ফলভূত ঐ প্রেমের যে আস্বাদ্যমান রস, তাহা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা অর্থাৎ তাহা আনন্দ-ঘন-স্বভাব-বিশিষ্ট। ঐ রসের পরমপুষ্টিকারিণী যে শক্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীত্যুচ্যতে। যস্মিন্নাস্বাদয়িতুমারভ্যমাণ এব বিঘ্নান্ ন গণয়তীতি কিং বক্তব্যম্। মহাশূরো ভট ইব মহাধনগৃধ্নুরত্যাবেশ-লুপ্তবিচারস্তস্কর ইব স্বাত্মানমপি নাবেক্ষতে। কিঞ্চ রাত্রিন্দিবমেব প্রতিক্ষণমভ্যবহ্রিয়মাণৈশ্চতুর্বিধৈঃ পরমস্বাদুভিরপরিমিতৈরন্নৈরপি দুরুপশমনীয়া যদি কাচিৎ ক্ষুধা সম্ভবেৎ তৎসদৃশ্যা উৎকণ্ঠয়া সূর্য্য ইব তাপয়ন্ তৎকাল এব স্ফূর্ত্তৈরাবির্ভাবিতানি ভগবদ্রূপগুণমাধুর্য্যাণ্য-পারাণ্যাস্বাদবিষয়ীকারয়ন্ কোটিচন্দ্র ইব শিশিরয়তি। যুগপদেব স্বাধারমদ্ভুতোঽয়ং প্রেমা উদিত্য চ যস্মিন্নীষদেব বর্দ্ধমানে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারমেব প্রতিক্ষণমাকাঙ্ক্ষতো ভক্তস্য উৎকণ্ঠাশল্যস্য মহাদাহ-কস্যেবাতিপ্রাবল্যোদয়াৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ততদ্রূপলীলামাধুর্য্যৈরপি অতৃপ্তস্য তস্য বান্ধবোঽপি নিরুদকান্ধকূপ এব ভবনমপি কণ্টকবনমেব

ঐ রস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত যে আর কোনও বিঘ্নকে গ্রাহ্য করেন না—একথাও কি আর বলিতে হইবে? অর্থাৎ তখন তিনি আর কোনও বিঘ্নের ভয় করেন না। ঐ অবস্থায় তিনি মহাবলশালী যোদ্ধার ন্যায় অতিশয় আবেশে বিচারশূন্য মহাধন-লোলুপ তস্করের ন্যায় আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া যান অর্থাৎ নিজেরও শুভাশুভ বিষয়ে বিচার করেন না। চতুর্ব্বিধ পরমস্বাদু অপরিমিত অন্ন দিবারাত্রি পুনঃ পুনঃ ভোজন করিলেও ক্ষুধার শান্তি ঘটে না। এরূপ দুর্দ্দমনীয়া যদি কোনও ক্ষুধার অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়, তবে তিনি সেই ক্ষুধার সদৃশ উৎকণ্ঠার দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় তাপবিস্তার করিয়া তৎক্ষণাৎই আবার শ্রীভগবানের অপরিমিত রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তি ঘটায় সেই সমস্ত আস্বাদ করাইয়া কোটিচন্দ্রের ন্যায় শীতলতা বিস্তার করেন। উৎকণ্ঠার প্রাবল্য এবং শান্তির মাধুর্য্য একই সময়ে এই উভয় বিরুদ্ধভাব বিস্তারকারী এই অদ্ভুত প্রেম আপনার আধাররূপ ভক্তে উদিত হইয়া ও ঈষৎ বৃদ্ধি পাইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারাকাঙ্ক্ষী ভক্তের উৎ-কণ্ঠারূপ শল্যকে মহাদাহক অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করার উৎকণ্ঠার প্রাবল্য ঘটায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীভগবদ্রূপ ও লীলার মাধুর্য্যেও তাঁহার তৃপ্তি হয় না। তখন

যৎকিঞ্চনাভ্যবহারোঽপি প্রহারো মহানেব সজ্জনকৃতপ্রশংসা অপি সর্পদংশা এব প্রাত্যাহিককৃত্যকর্ত্তব্যমপি মর্ত্তব্যমেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গানি অপি মহাভার এব সুহৃদ্‌গণসান্ত্বনমপি বিষদৃষ্ট এব সদা জাগরোঽপি সাগরোঽনুতাপস্যৈব কদাচিৎ নিদ্রাপি বিদ্রাবিণী জীবনস্যৈব স্ববিগ্রহোঽপি ভগবন্নিগ্রহো মূর্ত্ত এব প্রাণা অপি ধানাঃ পুনঃ পুনর্ভৃষ্টা এব কিং বহুনা প্রাক্ সদৈবাভীষ্টমাসীদ্‌যৎ তচ্চ রহো মহোপদ্রব এব ভগবচ্চিন্তনমেবাত্মনিকৃন্তনমেব। ততশ্চ প্রেমৈব চুম্বকীভাবমাপন্ন কাষ্ণ'ায়সীভূতং কৃষ্ণমাকৃষ্যানীয় কস্মিংশ্চন ক্ষণে ভক্তস্যাস্য নয়ন-গোচরীকরোতি। তত্র চ সৌন্দর্য্যসৌরভ্যসৌস্বর্য্যসৌকুমার্য্যসৌর-স্যৌদার্য্যকারুণ্যানীতি স্বীয়াঃ স্বরূপভূতাঃ পরমকল্যাণগুণাঃ ভগবতা স্বভক্তস্য তস্য নয়নাদিষ্বিন্দ্রিয়েষু নিধীয়ন্তে। তেষাঞ্চ পরমমধুরত্বে নিত্যনবত্বে চ ভক্তস্যাস্য চ তদাস্বাদয়িতুঃ প্রেম্নৈব প্রবর্ত্তমানে প্রতিক্ষণ-

---

তাঁহার নিকট আত্মীয়-স্বজনগণ বারিহীন অন্ধকূপের ন্যায়—গৃহ কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায়, যাহা কিছু আহার তাহা মহাপ্রহারের ন্যায়, সজ্জনকৃত প্রশংসা সর্পদংশনের ন্যায়, প্রাত্যহিক কৃত কর্ত্তব্য মৃত্যুবৎ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মহাভারের ন্যায়, সুহৃদ্‌গণের সান্ত্বনা বিষদৃষ্টির ন্যায়, সর্ব্বদা জাগরণের অবস্থা অনুতাপ-সাগরের ন্যায়, কদাচিৎ নিদ্রা আসিলেও তাহাও জীবন-ধ্বংসকারিণী যন্ত্রণার ন্যায়, নিজের শরীর-ধারণকেও মূর্ত্তিমান ভগবন্নিগ্রহের ন্যায়, প্রাণও, পুনঃ পুনঃ ভর্জ্জিত ধান্যের ন্যায়—অধিক কি পূর্ব্বে যাহা সর্ব্বদাই একান্ত অভিলষিত বলিয়া মনে হইত, তাহাই এখন মহা উপদ্রবের ন্যায় বোধ হয় এবং শ্রীভগবচ্চিন্তাকেও আত্মনিকৃন্তনের ন্যায় অর্থাৎ আপনার ছেদকের ন্যায় বোধ হয়। তদনন্তর ঐ প্রেমই চুম্বকের ভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণলৌহের ভাবপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া কোনও সময় ঐ ভক্তের নয়নগোচর করাইয়া দেয়। শ্রীভগবান্‌ও তখন স্বীয় সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, সৌস্বর্য্য, সৌকুমার্য্য, সৌরস্য, ঔদার্য্য ও কারুণ্য প্রভৃতি স্বরূপভূত পরমমঙ্গলময় গুণসকলকে নিজ ভক্তের নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করেন। ঐ সকলগুণ পরম মধুর ও নিত্য নূতন হওয়ায়

বর্দ্ধিষ্ণৌ মহোৎকণ্ঠায়াং চ কোঽপ্যানন্দমহোদধিরাবির্ভবন্নার্হতি কবি-সরস্বতীলক্ষ্ট্যা পরিমেয়তাম্। যথা হি অতিনিবিড়তরবিটপদলকুল-প্রবলিতমহান্যগ্রোধতলস্য স্বুরদীর্ঘিকাহিমসলিলসম্ভৃতঘটশতবলয়িত-তটস্যাতিশিশিরত্বে তদাশ্রয়িতুর্জনস্য চ তপর্ত্তুতরণিকিরণতপ্তমরুসরণি-মহাপান্থত্বে চ। তথা কাদম্বিনীঘনাসারস্যাপারত্ব ইব তদভিষিচ্যমানস্য বনমতঙ্গজস্য চিরন্তনদবদবথুদূনত্বেন চ তথা সুধাকিরণস্যাতিমধুরত্বে তৎপানকর্ত্তুশ্চ মহারোগশতবত্ত্বে স্বাদলোলুপত্বে চ যস্তাদাত্মিক আনন্দঃ স এব দিগ্‌দর্শনার্থঃ তস্যোপমানীক্রিয়তে ॥ ১ ॥

তত্র প্রথমং লব্ধাপারচমৎকারস্য ভক্তস্য লোচনয়োঃ স্বসৌন্দর্য্যং প্রকাশ্যতে প্রভুণা। ততস্তন্মাধুর্য্যেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ লোচন-

প্রেমসহকারে উহার আস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানা মহতী উৎকণ্ঠা জন্মে এবং পরিশেষে তাহাতেই এমন এক আনন্দ মহোদধির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে যে, কবিবাক্য সাধারণতঃ অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ হইলেও কোনও কবিবাক্যই তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। নীদাঘকালে সূর্য্যকিরণোত্তপ্ত মরুপথে প্রয়াত মহাপথিকের নিবিড়তর শাখাপ্রশাখা-সঙ্কুল প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত সুর-দীর্ঘিকায় বহুশত ঘট হিমশীতল জলদ্বারা ধৌত তটদেশ আশ্রয় করিলে, অথবা চিরন্তন দাবানলপীড়িত বন্যগজ নিবিড় জলধরের অপরিমিত ধারাভিষিক্ত হইলে অথবা মহারোগশতে প্রপীড়িত স্বাদু-লোলুপ ব্যক্তি অতি মধুর অমৃত পান করিলে যাদৃশ আনন্দ ভোগ করে, ভক্তের আনন্দকে তাদৃশ বলিলে দিগ্‌দর্শনার্থ উহার কথঞ্চিৎ তুলনা মাত্র করা হয়। অর্থাৎ কোনও প্রকার বৈষয়িক আনন্দের সহিত এই অপ্রাকৃত আনন্দ-সাগরের তুলনা হইতে পারে না ॥ ১।

প্রথমে তদুদয়ে অতিশয় চমৎকৃত ভক্তের লোচনযুগলে প্রভু ভগবান্ নিজ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহার ঐ মাধুর্য্যের দ্বারা ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয় ও নয়নযুগলের সহিত মিলিত হইয়া সেই মহামাধুর্য্য দর্শনে

ময়ীভাবে প্রবর্ত্তিতে স্তম্ভকম্পবাষ্পাদিভিঃ কৃতবিঘ্নশ্চ তস্যানন্দকৃত-মূর্চ্ছায়াং জাতায়াং প্রবোধয়িতুমিব দ্বিতীয়ং সৌরভ্যং তদীয়ঘ্রাণেন্দ্রিয়েষু প্রকাশ্যতে। তেনাপি তেষাং ঘ্রাণময়ীভাবে দ্বিতীয়মূর্চ্ছারম্ভে অরে মদ্ভক্ত তবাহমেব সম্পদ্যমানোঽস্মি মা বিহ্বলীভূর্নিকামং মামনুভবেতি তৃতীয়ং সৌস্বর্য্যং শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যমাবির্ভাব্যতে। পুনস্তেনাপি তেষাং শ্রবণময়ীভাবে তৃতীয়মূর্চ্ছোপক্রমে কৃপয়া চরণারবিন্দেন পাণিভ্যাম্ উরসা চ স্বস্পর্শং দত্ত্বা চতুর্থং স্বসৌকুমার্য্যমসাবনুভাব্যতে। তত্র দাস্য-ভাববতস্তস্য মূর্দ্ধ্নি চরণেন স্পর্শঃ সখ্যভাববতঃ পাণ্যোঃ পাণিভ্যাং বাৎসল্যভাববতঃ স্বকরতলেনাশ্রুমার্জ্জনং প্রেয়সীভাববতস্তু উরসি স্ববক্ষসা বাহুভ্যামাশ্লেষঃ ক্রিয়তে ইতি ভেদো বোধ্যঃ। পুনশ্চ

লোচনময়ভাব প্রাপ্ত হইলে স্তম্ভ কম্প ও বাষ্পাদির দ্বারা বিঘ্ন জন্মিতে থাকে ও তাহাতে ভক্তের আনন্দ-মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ তখন তাদৃশ ভক্তকে প্রবোধিত করিবার জন্য তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে তাঁহার দ্বিতীয় মাধুর্য্য সৌরভ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া ভক্তের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রস্ফুরিত হওয়ায় সকলেন্দ্রিয়ের ঘ্রাণময় ভাব হওয়ায় ভক্তের দ্বিতীয় আনন্দ-মূর্চ্ছার আবির্ভাব হইলে শ্রীভগবান্ "অরে মদ্ভক্ত, আমি তোমারই সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছি, তুমি বিহ্বল না হইয়া আমাকে অনুভব করিয়া কামনার পূরণ কর" ইহা বলিয়া ভক্তের নিকট তাঁহার তৃতীয় মাধুর্য্য সৌস্বর্য্যের আবির্ভাব ঘটাইয়া থাকেন। সৌস্বর্য্যের আবির্ভাবে যখন ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তি পূর্ব্ববৎ শ্রবণময় ভাব প্রাপ্ত হইলে ভক্তের যখন তৃতীয় আনন্দ-মূর্চ্ছার উপক্রম হয়, তখন শ্রীভগবান্ নিজের চরণারবিন্দ, করকমল, বক্ষোদেশ প্রভৃতির দ্বারা নিজ অঙ্গস্পর্শ দান করিয়া তাঁহাকে নিজের চতুর্থ মাধুর্য্য সৌকুমার্য্য অনুভব করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ দাস্য-ভাবযুক্ত ভক্তের মস্তকে চরণস্পর্শ, সখ্য-ভাবযুক্ত ভক্তের পাণিযুগলে কর-কমলস্পর্শ, বাৎসল্য-ভাবযুক্ত ভক্তের স্বীয় করতলে অশ্রুমার্জ্জন এবং মধুর-ভাবযুক্ত ভক্তের বক্ষোদেশে বক্ষঃস্পর্শের দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন; ভক্তের ভাবভেদে শ্রীভগবান্ এই প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন—

তেনাপি তথা তথৈব চতুর্থমহামূর্চ্ছারম্ভে পঞ্চমং স্বাধরসম্বন্ধি সৌরভ্যং তদীয়রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং প্রেয়সীভাববত্যেব তৎকালপ্রাদুর্ভূততদভীষ্টাকাররতিভজন এব প্রকাশ্যতে নান্যত্র। ততশ্চ পূর্ব্ববদেব তথা তথাভাবেঽপি তদাতন্যাস্থানন্দমূর্চ্ছায়াস্তুতিনৈবিড্যে জাতে ততঃ প্রবোধয়িতুমসমর্থেনেব ভগবতা ষষ্ঠমৌদার্য্যং বিতন্যতে। তচ্চ তেষামেব সৌন্দর্য্যাদীনাং সর্ব্বেষামেব তন্নয়নাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়েষ্বেব যুগপদেব বলাদ্বিতরণম্। তদৈব ভগবদিঙ্গিতজ্ঞেনেব প্রেম্নাপ্যতিবর্দ্ধমানেন সতা তদনুরূপতৃষ্ণাতিরেকং সম্বর্দ্ধ্যাপি তত্র ভক্তে স্বয়ং চন্দ্রত্বমপেয়ুষা যুগপদেবানন্দসমুদ্রশতলহরীব্যতিসংমর্দ্দভরজর্জ্জরিতত্বমিব তস্য অন্তঃ নির্ম্মিমাণেন স্বয়মেব সাকারতন্মনোঽধিদৈবতীভবতেব তথা স্বশক্তির্বিতীর্য্যতে যথা যৌগপদ্যেনৈব তে তে স্বাদা নির্ব্বিবাদা এব ভবন্তি। ন চৈবং মন-

ইহাই বুঝিতে হইবে। পুনরায় ভগবান্ চতুর্থ মহামূর্চ্ছার প্রারম্ভে পঞ্চম মাধুর্য্য নিজ অধরসম্বন্ধী যে সৌরভ ভক্তের রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিয়া থাকেন এবং প্রেয়সী-ভাবশীল ভক্তের নিকট সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহার অভিলষিত রতি-ভজন প্রকাশ করিয়া থাকেন, এরূপ ভক্তের নিকট ভিন্ন তাহা তিনি অন্যত্র প্রকাশ করেন না। তদনন্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ভাবের ন্যায় তৎকালে প্রকাশিত আনন্দ-মূর্চ্ছায় অত্যন্ত গাঢ়তা জন্মিলে অন্য কোনও প্রকারে প্রবোধ দান করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবান্ ষষ্ঠ মাধুর্য্য-স্বরূপ নিজের ঔদার্য্য বিস্তার করেন॥ সৌন্দর্য্যাদি সর্ব্বগুণকে ভক্তের নয়নাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বল পূর্ব্বক যুগপৎ বিতরণ করার নামই ঐ ঔদার্য্য। তৎকালে ভগবদিঙ্গিতজ্ঞ হইয়াই যেন প্রেম অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া তাহার অনুরূপ তৃষ্ণাদিকে অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া নিজেই চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই ভক্তে যুগপদ্ শত শত আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গের লীলার দ্বারা আলোড়িত ও জর্জ্জরিত করিয়া তাহার অন্তঃকরণকে পুনর্গঠনের দ্বারা নিজেই তাহার মনের অধিদেবতা হইয়া স্বীয় শক্তিকে এরূপভাবে বিস্তারিত করেন যে, যাহাতে ভক্তের অন্তঃকরণে নির্ব্বিবাদে ঐ সকল গুণের যুগপৎ আস্বাদন ঘটিয়া থাকে। একথা বলা উচিত নহে যে, ভক্তের মন

সোঽনেকাগ্রত্বেন তত্তদাস্বাদস্যাসান্দ্রতেতি বাচ্যম্। প্রত্যুত সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্যাদীন্ প্রতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামেব নয়নীভাবশ্রবণীভাবাদ্যা একদৈব বোভূয়মানা অলৌকিকাচিন্ত্যাদ্ভুতচমৎকারমেবাতন্বন্তঃ স্বাদস্যাতিসান্দ্রত্বমেব কুর্ব্বন্তি। নৈবাস্তি তত্র লৌকিকানুভবতর্কদাবদবথোরবকাশোঽপি। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিত্যাদি ॥ ২ ॥

ততশ্চ সৌন্দর্য্যাদীনাং যাবন্তি মাধুর্য্যাণি তেষাং সামস্ত্যেনানুবুভূষাবপি অস্মিন্ ভক্তচাতকচঞ্চুপুটে জলদবিন্দ্বাবলীব ন মান্তি তানি বিমৃশ্যাহো তর্হি ময়ৈতানি সৌন্দর্য্যাদীন্যেতাবন্তি কিমর্থং ধৃতানীতি তেষাং সংভোজনায়ৈব সপ্তমং সর্ব্বশক্তিকদম্বপরমাধ্যক্ষায়া আগমাদাবপি বিমলোৎকর্ষিণ্যাদীনামষ্টদিগ্দলেষু বর্ত্তমানানাং স্বরূপশক্তীনাং মধ্য এব কর্ণিকায়াং মহারাজচক্রবর্ত্তিন্যা ইব স্থিতায়া হ্যনুগ্রহাভিধানত্বেনোক্তায়াঃ

অনেকাগ্র বা যুগপদ্ বহুবিষয়ের সম্পূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে অসমর্থ—ঐ সমস্ত আস্বাদনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, শ্রীভগবানের অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তির বলে তিনি অভূতপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব বিস্তার করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের এককালেই নয়নীভাব শ্রবণীভাবাদি বিশেষভাবে সম্পাদন করিয়াই ঐ প্রকার আস্বাদনের অতি সান্দ্রত্ব বা অত্যন্ত পরিপূর্ণানন্দময়ত্ব ঘটাইয়া থাকেন। এই অলৌকিক বিষয়ে লৌকিক অনুভববেদ্য তর্কের কোনও অবকাশ নাই; কারণ, অলৌকিক বিষয়কে লৌকিক তর্কদ্বারা বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২ ।

অনন্তর শ্রীভগবানের যত প্রকার মাধুর্য্য বর্ত্তমান, তাহার সকলগুলিই এককালে আস্বাদনের ইচ্ছাসত্ত্বেও ভক্ত-চাতকের চঞ্চুপুটে জলবিন্দুসমূহের ন্যায় পরিমিত হইতেছে না দেখিয়া শ্রীভগবান্ "তবে আমি কেন এত সৌন্দর্য্যাদি ধারণ করিয়াছি" বলিয়া তখন যে তৎসমস্ত সৌন্দর্য্যাদি সম্যক্ ভোগ করাইবার জন্য তাঁহার সপ্তম-মাধুর্য্য-কারুণ্য বিস্তার করিয়া থাকেন। উহা শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিসমূহের অধ্যক্ষানুরূপ হওয়ায় আগমাদিতে বিমলা, উৎকর্ষিণী ইত্যাদি অষ্টদিগ্দলে বর্ত্তমানা অষ্টস্বরূপশক্তি মধ্যস্থিত কর্ণিকায় মহারাজ-চক্রবর্ত্তিনীর ন্যায় অবস্থিতা হইয়া ভগবানের ভক্তের প্রতি অনুগ্রহনামে উক্তা হইয়া ভগবানের

ভগবতো নয়নারবিন্দ এব আত্মানং ব্যঞ্জয়ন্ত্যাঃ কৃপাশক্তের্বিলসিতং ক্বচিৎ দাসাদৌ বাৎসল্যমিতি ক্বচিৎ কারুণ্যমিতি প্রিয়াদৌ চেতোদ্রব ইতি ক্বচিদন্যু কতি নাম্নাভিধীয়মানম্ উদয়তে। যয়ৈব কৃপাশক্ত্যা সর্ব্বব্যাপিন্যপি তদীয়েচ্ছাশক্তিঃ সাধুষু সাধ্বেবং রঞ্জিতা পরমাত্মারামানপি মহাচমৎকৃতিভূমীরধ্যারোহয়তি। যয়ৈব ভগবতো ভক্তবাৎসল্যং নাম এক এব গুণঃ সম্রাড়িব প্রথমস্কন্ধে পৃথিব্যোক্তান্ স্বরূপভূতান্ সত্যশৌচাদীন্ কল্যাণগুণান্ শাস্তি। মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ। অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ। অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুরিতি। ভগবতি সর্ব্বথা

নয়নারবিন্দে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া কখনও বা দাসাদিতে কৃপাশক্তির-বিলাস, কখনও মাতৃগণের বাৎসল্য, কখনও বা কারুণ্য, প্রিয়াদিতে কখনও চিত্ত-বিদ্রাবিণী আকর্ষণীশক্তি, কোথাও বা কখনও অন্য অনুরূপ কোনও নামে অভিহিত বস্তুর উদয় করাইয়া থাকেন। ঐ কৃপাশক্তি কর্ত্তৃকই তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী ইচ্ছাশক্তি সাধুগণে সুষ্ঠ রূপে রাগপ্রাপ্তা হইয়া পরমাত্মারামকেও মহাচমৎকৃতিভূমিতে অধ্যারোহণ করাইয়া থাকেন অর্থাৎ আত্মারামগণ ঐ শক্তির চমৎকারিতা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে রত হইয়া থাকেন। এই কৃপাশক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-নামক গুণ শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে পৃথিবী-দেবীকর্ত্তৃক কথিত তাঁহার স্বরূপভূত সত্য-শৌচাদি মঙ্গলময় গুণ সকলকে সম্রাটের ন্যায় শাসন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সত্যশৌচাদি গুণ ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-গুণেরই আংশিক অভিব্যক্তি এবং ঐ ভক্তবাৎসল্যগুণ আবার তাঁহার কৃপাশক্তির অংশ। মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, তীব্র-কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব, পরাপেক্ষা—দোষ এই অষ্টাদশ প্রকার। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,শ্রীভগবদ্‌গুণ এই অষ্টাদশ প্রকার দোষরহিত। শ্রীভগবানে এই অষ্টাদশ-দোষ শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হইলেও ঐ কারুণ্যগুণের

নিষিদ্ধা অপ্যেতে দোষা যদনুরোধেন রামকৃষ্ণাদ্যবতারেষু ক্বচিৎ ক্বচিদ্বিদ্যমানা এব সন্তো ভক্তৈরনুভূয়মানা মহাগুণায়ন্তে। ততশ্চ সর্ব্বাণ্যেব তদ্বিতীর্ণানি সৌন্দর্য্যাদীন্যাস্বাদয়িতুং লব্ধৌজসি ভক্তে আস্বাদ্যাস্বাদ্য চ তাং তাং চমৎকৃতিপরমকাষ্ঠামধিরুহ্যাধিরুহ্য চাশ্রুতচরং ভগবতো ভক্তবাৎসল্যমিদমিবেতি মনসা মুহুর্মুহুরেবানুভূয় দ্রবীভাবমাসেদুষি তস্মিন্নরে ভক্তবর্য্য বহূনি জন্মানি মদর্থং দারাগারধনাদিকং পরিত্যজ্য মৎপরিচর্য্যানুরোধেন শীতবাতক্ষুধাতৃষ্ণাব্যথাময়াদীন্ বহূনেব ক্লেশান্ সোঢ়বতে জনাবমানাদীনপ্যবগণিতবতে ভিক্ষুচর্য্যাং গৃহীতবতে ভবতে কিমপি দাতুমশক্নুবন্ ঋণী কেবলমভূবম্। সার্ব্বভৌমত্বপারমেষ্ঠ্যযোগসিদ্ধ্যাদিকঞ্চ ন ভবদনুরূপমিতি তত্তৎ কথং বিতরিষ্যামি। নহি নহি পশুভ্যো রোচমানং ঘাষতুষবুষাদিকং কস্মৈচিন্মনুষ্যায় দীয়তে। তদহমজিতোঽপি ভবতাধুনা জিত এব বর্ত্তে নর্ত্তে ভবৎসৌশীল্যবল্লীং

অনুরোধে রামকৃষ্ণাদি অবতারে কখনও কখনও বিদ্যমান বলিয়া ভক্তগণকর্ত্তৃক অনুভূত হইয়া থাকে এবং তখন তাহারা মহাগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদনন্তর শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক বিস্তারিত সৌন্দর্য্যাদিগুণ আস্বাদন করিবার জন্য ওজস্বী-ভক্ত ঐ সকল গুণ পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া সেই সেই গুণের চমৎকৃতির পরাকাষ্ঠা পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়া ভগবানের ভক্তবাৎসল্য বাস্তবিকই অশ্রুতচর মনে মনে পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া থাকে ; তখন শ্রীভগবান এই প্রকার ভক্তকে বলিয়া থাকেন "হে ভক্তবর্য্য ! তুমি বহুজন্ম আমার জন্য দারাগার ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া আমারই পরিচর্য্যার অনুরোধে শীত বাত ক্ষুদা তৃষ্ণা ব্যথা রোগাদি প্রভৃত ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। তুমি বহুজনকৃত অবমাননাদিও গ্রাহ্য কর নাই, ভিক্ষাচর্য্যার দ্বারা তুমি জীবন যাপন করিয়াছ, আমি এতাদৃশ তোমাকে কিছুমাত্র দিতে না পারিয়া তোমার নিকট ঋণী আছি। সার্ব্বভৌমত্ব, ব্রহ্মত্ব, যোগসিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই তোমার অনুরূপ নহে ; সুতরাং আমি কেমন করিয়া তাহা তোমাকে দান করিতে পারি ? পশুর খাদ্য যে ঘাস-তুষাদি, তাহা কিরূপে মনুষ্যকে দান করা যায় ? সুতরাং আমি অজিত হইয়াও তোমা কর্ত্তৃক জিত হইলাম, তোমার সৌশল্যই আমার একমাত্র

সম্যগবলম্বনম্ ইতি ভগবতো বাঙ্‌মাধুরীং পরমস্নিগ্ধবর্ণাং কর্ণাবতংসীকৃত্য প্রভো ভগবন্ কৃপাপারাবার ঘোরসংসারপ্রবাহপ্রাপিতক্লেশচক্রনক্রব্যূহচর্ব্ব্যমাণং মাং বিলোক্য কারুণ্যোদ্যোতদ্রবচেতোনবনীতোঽখিললোকাতীতো ভগবন্ শ্রীগুরুরূপধারী মদনাদ্যবিদ্যাবিদারী স্বদর্শনেন সুদর্শনেনৈব তন্নির্ভিদ্য তদ্দংষ্ট্রাতটাদেবোন্মোচ্য নিজচরণকমলযুগলদাসীচিকীর্ষয়া স্বমন্ত্রবর্ণবীথীং মৎকর্ণবীথীং প্রবেশ্য নির্ব্যথীকৃত্য মুহুর্মুহুরপি স্বগুণনামশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিভির্ম্মাং যদশূশুধস্নিজভক্তৈরপি সঙ্গমিতৈঃ স্বসেবামপ্যবূবুধস্তদপি দুর্ম্মেধোঽহমধমতমো দিবসমেকমপি ন প্রভুং পর্য্যচরং কদর্য্যচর্য্যস্তদয়ং জনো দণ্ডয়িতুমেবার্হঃ প্রত্যুতৈতাবদ্দর্শনমাধুরীং পায়িতঃ। কিঞ্চ ঋণীভবামীতি শ্রীমুখবাণ্যা প্রভুবরেণ বিড়ম্বিতোঽস্মীতি

অবলম্বন।" তখন অতিশয় স্নিগ্ধ এই সকল বাক্যমাধুর্য্যকে কর্ণের ভূষণরূপে পরিণত করিয়া ভক্ত বলিতে থাকেন—"হে প্রভো! হে ভগবন্! হে করুণাসিন্ধো! আপনি, আমাকে ঘোর সংসার-প্রবাহে পতিত ও তত্রত্য নক্রাবলী দ্বারা দংষ্ট ও ক্লেশপ্রাপ্ত দেখিয়া, করুণার উদয়ে আপনার নবনীতুল্য কোমল-হৃদয় দ্রবীভূত হওয়ায় লোকাতীত শ্রীগুরুর রূপ ধারণপূর্ব্বক কামাদি অবিদ্যার ধ্বংসকারী সুদর্শন-স্বরূপ আপনার দর্শনের দ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া তাহাদিগের করালদংষ্ট্রা হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছেন এবং নিজ চরণকমলযুগলের দাসীরূপে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় নিজ মন্ত্র-বর্ণাবলী আমার কর্ণপথে প্রবেশ করাইয়া আমাকে ব্যথারহিত করিয়া বারংবার নিজের গুণের ও নামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা আমাকে শোধন করিয়াছেন। পরন্তু আমাকে নিজ ভক্তগণের সঙ্গদানের দ্বারা নিজের সেবাপ্রণালী বুঝাইয়া দিলেও আমি দুর্ব্বুদ্ধি অধমতম একদিনের জন্যও প্রভুর পরিচর্য্যা করিলামনা, এবম্প্রকারে এই দুরাচারী ব্যক্তি দণ্ডার্হ হইলেও দণ্ডদান না করিয়া বরং তাহাকে আপনার দর্শন-মাধুরী পান করাইলেন। পরন্তু "আমি নিজে ঋণী হইলাম" বলিয়া আমি প্রভুবরের শ্রীমুখবাণীর দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়াছি বলিয়া আমার মনে

মন্যেঽহং তৎ কিং করোমি পঞ্চ বা সপ্তাষ্টাথবা লক্ষকোটয়োঽপি যদ্যপরাধা ভবেয়ুস্তদপি তাং সম্প্রতি ক্ষময়িতুং ধার্ষ্ট্যমালম্বেত মাম্। পরার্দ্ধতোঽপ্যধিকাংস্তানবধারয়ামি। কিঞ্চ তে তেঽতিপ্রবলাশ্চিরন্তনা ভুক্তভোক্তব্যফলা বর্ত্তন্তাং নাম। সম্প্রতি পূর্ব্বেদ্যুরেব নীরদেন নীলনীরজেন নীলমণিনা শ্রীমদঙ্গস্য চন্দ্রমসা শ্রীমুখস্য নবপল্লবেন শ্রীচরণস্য দ্যুতিমুপমিমানেন ময়া দগ্ধসর্ষপার্দ্ধেন কনকশিখরিণমিব চণককণেন চিন্তামণিমিব ফেরুণা কেশরিণমির মশকেন গরুত্মন্তমিব সমীকুর্ব্বতা দুর্ব্বুদ্ধিনা স্পষ্টমপরাদ্ধমেবেত্যধুনৈবাবগতম্। তদা তু প্রভুমহং স্তৌমীতি স্বীয়মবিদ্বত্ত্বমপি কবিত্বমেতদিতি জনেষ্বপি প্রখ্যাপিতম্। অতঃপরন্তু মদীক্ষণেন ক্ষণেন সমীক্ষিতশ্রীমূর্ত্তিরূপেণ বৈভবেন জবেন তর্জ্জ্যমানা ধৈর্য্যরহিতা গৌরিব মে গৌঃ শ্রীমৎসৌন্দর্য্যকল্পবল্লীমুপমানরদনৈর্দূষয়িতুং ন প্রভবিষ্যতীত্যেবং

হইতেছে, এখন আমি কি করি—পাঁচ, সাত, আট বা লক্ষকোটি যে অপরাধ আমার বর্ত্তমান, তাহা এইক্ষণ ক্ষমা করিতে বলাও নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হইতেছে। আমার অপরাধ পরার্দ্ধ হইতেও অধিক সংখ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই চিরন্তন অপরাধসকল অতি প্রবল, অতএব তাহার যাহা ভোগ হইয়াছে, তদ্ব্যতীত যাহার ফল অবশিষ্ট আছে, তাহারও ফল ভোগ হউক। সম্প্রতি পূর্ব্বদিকে নবমেঘ নীলপদ্ম ও নীলমণির সহিত শ্রীঅঙ্গের, চন্দ্রের সহিত শ্রীমুখের এবং নব পল্লবের সহিত শ্রীচরণের সৌন্দর্য্যের উপমা দিয়া দগ্ধসর্ষপার্দ্ধের সহিত স্বর্ণচূড় পর্ব্বতকে, চণক-কণার সহিত চিন্তামণিকে, ফেরুর সহিত সিংহকে এবং মশকের সহিত গরুড়কে সমান করিয়া আমি দুর্ব্বুদ্ধি-প্রযুক্ত যে স্পষ্ট অপরাধ করিয়াছি, ইহা এইক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। সেই সময়ে আমি প্রভুকে স্তব করিতে যাইয়া নিজের মূর্খতাকেই কবিত্ব বলিয়া জনের নিকট প্রখ্যাপিত করিয়াছি। ইহার পর এখন হইতে আমার চক্ষু কর্ত্তৃক ক্ষণকালের জন্যও পরিদৃষ্ট শ্রীমূর্ত্তির রূপ বৈভব ও বেগের দ্বারা বিতাড়িতা ধৈর্য্যরহিতা গাভীর ন্যায় আমার বাক্য আর কখনও শ্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য-কল্পলতাকে আর উপমারূপ দন্তের দ্বারা দূষিত করিতে সমর্থ হইবে না।”

বহুবিধং শংসতি তস্মিন্নতিপ্রসন্নেন ভগবতা পুনরপি প্রেয়স্যাদি-ভাববতস্তস্য যথাসম্ভবমভীপ্সিতং তাদাত্ত্বিকতৎস্ববিলাসবিলক্ষিতং শ্রীবৃন্দাবনং কল্পশাখিনং মহাযোগপীঠং স্বপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং তৎসখীঃ শ্রীললিতাদ্যাস্তৎকিঙ্করীরপি স্ববয়স্যান্ শ্রীসুবলাদীন্ স্বপাল্যমানা নৈচিকীশ্চ শ্রীযমুনাং শ্রীগোবর্দ্ধনং ভাণ্ডীরঞ্চ নন্দীশ্বরগিরিং তত্রত্যজনকজননীভ্রাতৃবন্ধুদাসাদীন্ সর্ব্বানেব ব্রজৌকসো রসোৎকর্ষেণ দর্শয়িত্বা তদ্দর্শনানন্দমহামোহতরঙ্গিণ্যাং তং নিমগ্নীকৃত্য স্বয়ং পরিকরেণান্তর্ধীয়তে। ততশ্চ কিয়দ্ভিঃ ক্ষণৈর্লব্ধপ্রবোধঃ পুনরপি প্রভুং দিদৃক্ষুর্লোচনমুদ্রামুন্মোচ্য, তং নাবলোকয়ন্নাত্মানমশ্রুভিরভিষিঞ্চন্‌, কিময়ং স্বপ্ন আলোকিতঃ, নহি নাহ শয্যালস্যনয়নকালুষ্যাদ্যভাবাৎ, কিমিয়ং কস্যচিন্মায়া বা, নহি নহি এতাদৃশানন্দস্য মায়িকত্বাসম্ভবাৎ, কিংবা চিত্তস্যৈব ভ্রমময়ী কাপি বৃত্তিঃ, নহি নহি লয়বিক্ষে-

ভক্ত এইরূপে বহু প্রকারে জল্পনা করিতে লাগিলে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া পুনরায় প্রেয়সী প্রভৃতির ভাব-সম্বলিত সেই ভক্তকে যথা সম্ভব অভীষ্টানুরূপ তাৎকালিক স্ববিলাস-বিলক্ষিত শ্রীবৃন্দাবন-কল্পবৃক্ষ, মহাযোগপীঠে স্বপ্রেয়সী-বৃন্দমুখ্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, শ্রীললিতাদি তাঁহার সখীগণ তাঁহাদের কিঙ্করীসকল, শ্রীসুবলাদি নিজ বয়স্যগণ, স্বপাল্যমানা দাসীগণ, শ্রীযমুনা, শ্রীগোবর্দ্ধন, ভাণ্ডীরবন নন্দীশ্বরগিরি, তত্রত্য জনকজননী, ভ্রাতা, আত্মীয় দাসাদি সমস্ত ব্রজবাসীকে রসোৎকর্ষ সহকারে দর্শন করিয়া ঐ ভক্তকে দর্শনাদি-জনিত আনন্দ-জনিত মহামোহের তরঙ্গিণীতে নিমগ্ন করিয়া স্বয়ং পরিকরগণের সহিত অন্তর্হিত হন। তদনন্তর ঐ ভক্ত কিয়ৎক্ষণ পরেই জাগরিত হইয়া পুনরায় প্রভুর দর্শনপ্রার্থী হইয়া নয়ন উন্মিলন করিয়া তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া অশ্রুজলে নিজে অভিষিঞ্চিত হইতে থাকেন এবং মনে করেন "আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? তাহা হইলে শয্যালস্য বা নয়নের আবিলতা থাকিত, তাহা ত নাই; অতএব স্বপ্ন নহে। ইহা কি কাহারও মায়া? তাহাও ত নহে; কারণ, এতাদৃশ আনন্দ কখনও মায়িক হওয়া অসম্ভব, ইহা কি আমার চিত্তের ভ্রমময়ী কোনও বৃত্তি, তাহাও ত নহে; কারণ, তাহা

পাদ্যনমুভবাৎ, কিংবা মনোরথপরিপাকপ্রাপ্তোঽয়ং বস্তুবিশেষঃ; নহি নহি ঈদৃশপদার্থস্য সীম্নোঽপি কদাপি মনোরথেনাধিরোঢুমশক্যত্বাৎ, স্ফূর্ত্তিলব্ধোঽয়ং ভগবৎসাক্ষাৎকারো বা, নহি নহি সম্প্রতি স্মর্য্যমাণাভ্যঃ পূর্ব্বপূর্ব্বোদ্ভূতাভ্যঃ স্ফূর্ত্তিভ্যোঽস্যাতিবৈলক্ষণ্যাৎ, ইত্যেবং বিবিধমেব সংশয়ানঃ, শয়ান এব ধূলিধোরণিধূসরায়াং ধরণৌ, যথা তথাস্তু পুনরপি তদ্দর্শনং মে ভূয়াদিতি মুহুরাশাসানোঽপি তদনুপলভমানঃ খিদ্যন্ লুঠন্ রুদন্ গাত্রাণি ব্রণয়ন্ মূর্চ্ছয়ন্ প্রাবুধ্যমান উত্তিষ্ঠন্নুপবিশন্ অভিদ্রবন্ ক্রোশন্নুন্মত্ত ইব ক্ষণং তূষ্ণীমাসীনো মনীষীব ক্ষণং লুপ্তনিত্যক্রিয়ো ভ্রষ্টাচার ইব ক্ষণম্ অসম্বদ্ধং প্রলপন্ গ্রহগ্রস্ত ইব ক্ষণং কস্মৈচিদাশ্বাসকায় নিভৃতং পৃচ্ছতে ভক্তজনায় স্ববন্ধবে স্বানুভূতমর্থং ক্রুবানঃ, ক্ষণং প্রকৃতিস্থ ইব সখে ভূরিভাগ

হইলে ত চিত্তে লয়বিক্ষেপাদির অনুভব হইত—তাহা ত হইতেছে না। তবে কি ইহা আমার মনোভিলাষের পরিণাম প্রাপ্ত কোনও স্বকল্পিত বস্তুবিশেষ? না না তাহাও ত নহে; কারণ, ঈদৃশ পদার্থের সীমাও কখন মনোরথে আরোহণ করিতে সমর্থ নহে। তবে কি ইহা স্ফূর্ত্তিলব্ধ ভগবৎসাক্ষাৎকার? তাহাও হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বপূর্ব্বোদ্ভূত স্ফূর্ত্তিসকল ত স্মরণ আছে। তাহা হইতে ইহা অতিশয় বিলক্ষণ।” এই প্রকার বিবিধ প্রকার সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ধরণীতে পতিত হইয়া ধূলিধূসরিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তদ্দর্শন প্রার্থনা করিয়া ও না পাইয়া তিনি খেদ করিতে করিতে ভূমিতে লুঠন ও রোদন করিতে করিতে গাত্রক্ষত করিয়া মূর্চ্ছা জাগরণ উত্থান উপবেশন অভিদ্রবণ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখনও ক্রন্দন, কখনও বা জ্ঞানীর ন্যায় ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন; ভ্রষ্টাচারের ন্যায় কখনও বা নিত্যক্রিয়ার লোপ করেন, কখনও কখনও বা গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে থাকেন, কখনও বা কোনও ভক্ত আত্মীয়জন আশ্বাস প্রদান করিতে আসিয়া নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে নিজের অনুভূত বিষয় বলিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি যদি যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, “সখে!

ভগবৎসাক্ষাৎকার এবায়ং ভবাভবদিতি তেন যুক্ত্যা প্রত্যোষ্যমাণো হৃষ্যন্নেব, হন্ত তর্হি কথমেষ পুনর্ন ভবতীতি তদৈব বিষীদন্, হন্ত কস্যচিন্মহানুভাবচূড়ামণের্মহাভাগবতস্য কাপি কৃপাবিতানপরিণতি-র্বা দুর্ভগস্যাপি মে ভগবৎপরিচর্য্যায়া ঘুণাক্ষরন্যায়েন বা কস্মিংশ্চি-দ্দিবসে কথঞ্চিদুৎপন্নায়া নিষ্কৈতবতায়াঃ ফলমিদং বা, কিংবা ত্রৈগুণ্যসমুদ্রেঽপি ক্ষুদ্রে ময়ি ভগবদনুকম্পায়া নিরুপাধিত্বমেব মূর্ত্তং প্রকটীবভূব, হন্ত হন্ত কেন বা অনির্ব্বচনীয়ভাগ্যেন স্বয়ং হস্তপ্রাপ্তো নিধিরজনি, কেন বা মহাপরাধেন ততশ্চ্যুতম্ ইতি, নিশ্চেতুং নিশ্চেতনোঽহং ন প্রভবামি তদ্বাধাবাধিতধীঃ, ক্ব যামি কিংবা করোমি কমুপায়মত্র কমুহ বা পৃচ্ছামি মহাশূন্যমিব নিরাত্মকমিব নিঃশরণমিব দাবপ্লুষ্ট-মিব মাং নিগিলদিব ত্রিভুবনমবলোকে। লোকেভ্যো নিঃস্পৃত্য

বহু ভাগ্যে তোমার ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়াছে" তবে ক্ষণকালের জন্য প্রকৃতি-স্থের ন্যায় হইয়া প্রবোধবাক্যে হৃষ্ট হইয়া থাকেন। পুনরায় "হায় হায়! আমার পুনরায় কেন সেই রূপ দর্শন হইলনা" ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়া বলিতে থাকেন—"হায়! কোনও মহানুভাবচূড়ামণি মহাভাগবতের কৃপার ফলে আমার এরূপ হইয়াছিল, আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া কোনওদিন কখনও বিন্দুমাত্র কাল শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করি নাই, কোনও দিবসে কোনও প্রকারে প্রাপ্ত অহৈতুকী কৃপার ফলেই বোধ হয় উহা হইয়াছিল, অথবা ত্রৈগুণ্য-সমুদ্রে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র আমাকে ঐ প্রকার করুণা করিয়া শ্রীভগবানের করুণা যে নিতান্তই নিরুপাধিকা, তাহাই দর্শন করাইবার জন্য আমাতে মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিতা হইলেন; হায় হায়, কোন্ অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে এই নিধি আমার করতলগত হইল এবং কোন্ মহাপরাধের ফলেই বা ইহা হস্তচ্যুত হইল? আমি নিতান্ত অজ্ঞ—এ বিষয়ের কিছুই নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছিনা, এই প্রকার বিপদে আমার বুদ্ধিবৃত্তি স্তব্ধ হইয়াছে, আমি কোথায় যাইব? কি করিব, ইহার কি উপায় তাহাই বা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? মহাশূন্যের ন্যায়, আত্মীয়স্বজনহীনের ন্যায়, নিরাশ্রয়ের ন্যায়, দাবানলে দগ্ধপ্রায়ের ন্যায় আমাকে যেন ত্রিভুবন গ্রাস

তদেভ্যঃ ক্ষণং বিবিক্তে প্রণিদধামীতি। তথা কুর্ব্বন্ হা প্রভো সুন্দরমুখারবিন্দমাধুরীকসুধা-ধারাধুরীণ-ভাবিত-বাসিত-নিখিল-বিপিন-শ্রীবিগ্রহবর-পরিমল-বনমাল-চটুলিতালিজাল পুনরপি ক্ষণমপি তত্রভবন্তং দৃশ্যাসং ; সকৃদেব চ স্বাদিত এব, স্বাদিত-তন্মাধুরীকোন পুনরেবমভ্যর্থয়িষ্যে ইতি বিলপন্ লুঠন্ শ্বসন্ মূর্চ্ছন্নুন্মাদ্যন্ প্রতিনিশমেব তং পশ্যন্ হৃষ্যন্ শ্লিষ্যন্ হসন্নটন্ গায়ন্ পুনরপ্যনীক্ষমাণোঽনুতপন্ রুদন্ অলৌকিকচেষ্টিত এবায়ুংষি নয়ন্ স্বদেহোঽপ্যস্তি-নাস্তি বা নানুসন্দধতে।

ততশ্চ সময়ে পঞ্চতাং গচ্ছন্তং স্বদেহং ন জানন্ ময়াভ্যর্থিতঃ স

করিতে আসিতেছে—আমার এইরূপ বোধ হইতেছে। এই লোকসঙ্গ হইতে দূর হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া ক্ষণকাল এই বিষয়ে প্রণিধান করি।" এই বলিয়া নির্জ্জনে যাইয়াও ভক্ত বলিতে থাকেন, "হা প্রভো! হে সুন্দর-মুখারবিন্দ-মাধুরী-ধারিন্, হে পরমামৃতময়। নিখিল বিপিনের শ্রীধারণকারী আপনার শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্যে শ্রীবৃন্দাবন ভাবিত ও বাসিত হইতেছে। আপনার গলদোলিত বনমালার পরিমলে অলিকুল চঞ্চল হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে, আমি কেমন করিয়া পুনরায় ক্ষণমাত্রের জন্যও আপনার দর্শন লাভ করিব? আমি একবার মাত্র আপনার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদন করিয়াছি, আমি আপনার ঐ অপরূপ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য কি আর পুনরায় আপনার অভ্যর্থনা করিতে সমর্থ হইবনা?" ভক্ত এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে থাকেন, উন্মাদগ্রস্ত হইয়া যান এবং প্রতিদিকে তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া কখনও যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হাসিতে থাকেন, কখনও বা ভ্রমণ করিতে থাকেন, কখনও গান করিতে থাকেন, আবার কখনও বা তাঁহাকে পুনরায় না দেখিতে পাইয়া অনুতাপ ও রোদন করিতে থাকেন। তিনি এইরূপ অলৌকিক চেষ্টাপরায়ণ হইয়া আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিতে করিতে নিজের দেহও থাকিল কিনা তাহারও অনুসন্ধান করেন না। অনন্তর ভক্ত যথাসময়ে শরীর ত্যাগ করিয়া নিজ শরীর

এব করুণাবরুণালয়স্তথৈব প্রত্যক্ষীভূয় সাক্ষাৎ সেবায়াং মাং নিযুঞ্জানঃ স্বভবনং নয়তীতি জানন্ কৃতকৃত্যো ভক্তো ভবতীতি।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিশ্চ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। (১)ইত্যর্থঃ সাধু বিবৃতঃ।

অতোঽপি যথোত্তরস্বাদুবৈশিষ্ট্যভাজিত-স্নেহমান-প্রণয়-রাগানুরাগ-মহাভাবাখ্যানি ভক্তিকল্পবল্ল্যাঃ উর্দ্ধোর্দ্ধপল্লবগামীনি ফলানি সন্তি। ন তেষামাস্বাদ-সম্পদোষ্ণশৈত্য-সংমর্দ্দসহঃ সাধকস্য দেহো ভবেদিতি ন তেষাং তত্র প্রাকট্যসম্ভব ইতি ন তান্যত্র বিবৃতানি। কিঞ্চেহ রুচ্যাসক্তিভাব-প্রেমস্য লক্ষয়িত্বা সাক্ষাদনুভব-গোচরতাং প্রাপিতেষু তত্র সন্ত্যপি ভূরীণি প্রমাণানি নোপন্যস্তানি। প্রমাণাপেক্ষায়া

শরীর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় আমার দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া সেই করুণাসাগর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আমাকে সাক্ষাৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া স্বভবনে লইয়া যাইবেন ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, তদনন্তর অনর্থনিবৃত্তি, অনন্তর ভজনীয় বিষয়ে নিষ্ঠা এবং তৎপরে তাহাতে রুচি উদয় হয়, তৎপরে আসক্তি, তদনন্তর ভাব এবং তদনন্তর প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এই যে ক্রমের কথা বলিয়াছেন ইহা ভালই করিয়াছেন। অনন্তর ইহারও পর উত্তরোত্তর স্বাদুবৈশিষ্ট্যশালী স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ মহাভাব নামক ভক্তি-কল্পলতার উর্দ্ধপল্লবে জাত ফল আছে। এই সাধকদেহ তাহাদিগের আস্বাদ-সম্পদের উষ্ণতা, শৈত্য ও সংমর্দ্দ সহ্য করিবার যোগ্য নহে। সুতরাং এই দেহে তাহাদের প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া তাহাদের কথা এস্থলে বিবৃত হইল না। পরন্তু এই প্রবন্ধে রুচি, আসক্তি ভাব ও প্রেমের লক্ষণ নির্দ্দেশ। তাহাদের সাক্ষাৎ অনুভবগোচরতার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বহু প্রমাণ থাকিলেও তাহা এস্থলে উপন্যস্ত হয় নাই। প্রমাণের অপেক্ষা রুচিরে

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রেমভক্তি। ১১।

ত্যনুভবপথস্য পারুষ্যাপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ তাস্বপেক্ষাপি চেৎ "তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে" রিতি (১) রুচৌ "গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে" (২) ইত্যাসক্তৌ—"প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতি"রিতি (৩) রতৌ প্রেমাতিভর-নির্ভিন্নপুলকাঙ্গোহতিনির্বৃত" ইতি প্রেমণি "তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশন তৃড় ভয়-শোক-মোহ" ইতি রুচ্যনুভাবে "গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ" ইতি আসক্ত্যনুভাবে "যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভ্রাম্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়ে"তি রত্যনুভাবে "এবং ব্রত" ইত্যত্র "হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তীতি" প্রেমোহনুভাবে "আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসী"তি

অনুভব-পথের কর্কশতাই অনুভূত হইয়া থাকে। তথাপি যদি কেহ প্রমাণের অপেক্ষা করেন, তাঁহার জন্য বলা হইতেছে "তস্মিংস্তদা লব্ধরুচে মহামতে:" শ্রীভাগবতের এই শ্লোকে রুচির, "গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসিমুক্তয়ে" এই শ্লোকে আসক্তির "প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতি" এই শ্লোকে রতির "প্রেমাতিভর-নির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোহতিনির্বৃতা" এই শ্লোকে প্রেমের "তা যে পিবন্ত্যবিতৃষোনৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড় ভয় শোকমোহ" এই শ্লোকে রুচ্যনুভাবের "গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ" এই শ্লোকে আসক্ত্যনুভাবের—

"যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভ্রাম্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥"

এই শ্লোকে রত্যনুভাবের,—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা হসত্যথো

এই শ্লোকের "হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তীতি" প্রভৃতির দ্বারা প্রেমের অনুভাবের, "আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতস" এই শ্লোকে সেই-সেই স্থানে স্ফূর্ত্তির, "পশ্যন্তিতে মে রুচিরাণ্যম্বসন্ত"

(১) ভাঃ ১।৫।২৭
(২) ভাঃ ৩।২৫।১৫
(৩) ভাঃ ১।৫।২৬

তত্র স্ফূর্ত্তৌ "পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্ত(১) ইতি সাক্ষাদ্দর্শনে "তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ" (২) ইতি লব্ধদর্শনস্য স্বভাবে বাসো যথা পরিবৃতং মদিরামদান্ধ ইতি চেষ্টায়াং প্রমাণান্যনুসন্ধায় বিচারয়িতব্যানি অত্রেদং তত্ত্বং—"অহংকারস্য দ্বে বৃত্তী অহন্তা মমতা চেতি ।" তয়োর্জ্ঞানেন লয়ো মোক্ষঃ দেহগেহাদি-বিষয়ত্বে বন্ধঃ। অহং প্রভোর্জনঃ সেবকোঽস্মি সেব্যো মে প্রভুর্ভগবান্ সপরিকর এব রূপগুণমাধুরী-মহোদধিরিতি পার্ষদরূপবিগ্রহ-ভগবদ্বিগ্রহাদি-বিষয়ত্বে প্রেমা স হি বন্ধ-মোক্ষাভ্যাং বিলক্ষণ এব পুরুষার্থচূড়ামণিরিত্যুচ্যতে। তত্রক্রমঃ। অহন্তামমতয়োর্ব্যবহারিক্যামেব বৃত্তাবতি-সান্দ্রায়াং সত্যাং সংসার এব সত্যং বৈষ্ণবো ভূয়াসং প্রভু মে ভগবান্ সেব্যো ভবত্বিতি যদৃচ্ছয়া শ্রদ্ধাকণিকায়াং সত্যাং তদুক্তেঃ

এই শ্লোকে সাক্ষাদ্দর্শনের "তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাস-হাসেক্ষিত বামসূক্তৈঃ" এই শ্লোকে লব্ধদর্শন ভক্তের অবস্থার "স্বভাবে বাসো যথা পরিবৃতং মদিরা মদান্ধ" এই শ্লোকে চেষ্টার প্রমাণ আছে। উক্ত শ্লোকগুলি অনুসন্ধান করিয়া উহার প্রমাণের বিচার করা যাইতে পারে।

ইহার মূল তত্ত্ব এই যে, অহঙ্কারের দুইটী বৃত্তি আছে—অহন্তা ও মমতা। জ্ঞানের দ্বারা উহার লয় হইলে জীবের মোক্ষ হয় এবং দেহগেহাদি বিষয়ে উহার স্থিতি ঘটিলে জীবের বন্ধন ঘটিয়া থাকে। আমি প্রভুর নিজ জন, আমি প্রভুর সেবক—সপরিপকর রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যের মহাসাগর প্রভু ভগবান্ আমার সেব্য—এই প্রকারে শ্রীভগবানের পার্ষদ-রূপ বিগ্রহ প্রভৃতি ভগবদ্বিগ্রহাদি বিষয়ে যে প্রেম জন্মে, সেই প্রেমকেই বন্ধ ও মোক্ষের অতীত পুরুষার্থচূড়ামণি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। তাহার ক্রম বলা যাইতেছে। অহন্তা ও মমতা ব্যবহারিকী বৃত্তিতে অত্যন্ত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে "আমি সংসারে থাকিয়াই বৈষ্ণব হইব, প্রভু ভগবানই আমার সেব্য হউন",

---

(১) ভাঃ ৩।২৫।৩৫

(২) ভাঃ ৩।২৫।৩৬

পারমার্থিকত্বগন্ধে ভক্তাবধিকারঃ। ততঃ সাধুসঙ্গে সতি পারমার্থিকত্বগন্ধস্য সান্দ্রত্বং ততো ভজনক্রিয়ায়ামনিষ্ঠিতায়াং সত্যাং তয়োঃ পরমার্থে বস্তুন্যেকদেশব্যাপিনী বৃত্তিঃ ব্যবহারে প্রায়িক্যেব। রুচাবুৎপন্নায়াং পরমার্থ এবাত্যন্তিকী বৃত্তির্ব্যবহারে তু একদেশব্যাপিনী। আসক্তৌ জাতায়াং পরমার্থে পূর্ণা ব্যবহারে তু গন্ধমাত্রী। ভাবে তু পরমার্থ এবাত্যন্তিকী বৃত্তির্ব্যবহারে তু বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েনাভাসময়ী। প্রেমণি তয়োরহন্তামমতয়োর্বৃত্তি পরমার্থে পরমাত্যন্তিকী ব্যবহারে নৈকাপীতি। এবঞ্চ ভজনক্রিয়ায়াং ভগবদ্ধ্যানং বার্ত্তান্তরগন্ধি ক্ষণিকমেব। নিষ্ঠায়াং তদ্ধ্যানে বার্ত্তান্তরাভাসঃ। রুচৌ বার্ত্তান্তররহিতমেব তদ্ধ্যানং বহুকালব্যাপি। আসক্তৌ তদ্ধ্যানম-

এইরূপ যথাভিমত শ্রদ্ধাকণিকা জন্মিলে, উহার পারমার্থিকত্ব-গন্ধ-প্রযুক্ত ঐরূপ জীবের ভক্তিতে অধিকার জন্মে। তদনন্তর সাধুসঙ্গ ঘটিলে পারমার্থিক গন্ধের গাঢ়তা জন্মে, তৎপরে অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়ার আরম্ভ হইলে অহন্তা ও মমতার পরমার্থ-বস্তুতে একদেশরূপিণী এবং ব্যবহারিক বিষয়ে পূর্ণা বৃত্তি জন্মে। ভজনক্রিয়ার নিষ্ঠা জন্মিলে উহার বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে বহুলদেশব্যাপিনী ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রায়িকী হয়। রুচি উৎপন্ন হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে আত্যন্তিকী ও ব্যবহারিক বিষয়ে একদেশব্যাপিনী হইয়া থাকে। পরে আসক্তি উৎপন্ন হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে পূর্ণা ও ব্যবহারিক বিষয়ে গন্ধমাত্রাবশিষ্টা হইয়া থাকে। তদনন্তর ভাবের উদয় হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে আত্যন্তিকীই থাকিয়া যায়, পরন্তু ব্যবহার বিষয়ে বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়ে আভাসময়ী হইয়া থাকে। প্রেম জন্মিলে অহন্তা ও মমতাবৃত্তি পরমার্থ বিষয়ে পরমাত্যন্তিকী ও ব্যবহার বিষয়ে একেবারে সম্বন্ধ রহিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ভজনক্রিয়ার আরম্ভে ভগবদ্ধ্যান বার্ত্তান্তর-গন্ধযুক্ত ও ক্ষণিক হইয়া থাকে, নিষ্ঠা হইলে সেই ধ্যানে বার্ত্তান্তরের আভাস মাত্র থাকে, রুচি জন্মিলে ঐ ধ্যান বার্ত্তান্তররহিত হইয়া বহুকালব্যাপী হইয়া থাকে। আসক্তি জন্মিলে সেই ধ্যান অতিমাত্র গাঢ় হইয়া থাকে।

তিসান্দ্রম্। ভাবে ধ্যানমাত্রমেব ভগবতঃ স্ফূর্ত্তিঃ। প্রেম্নি স্ফূর্ত্তের্বৈলক্ষণ্যং তদ্দর্শনঞ্চেতি।

মাধুর্য্যবারিধেঃ কৃষ্ণচৈতন্যাদুদ্ধৃতৈঃ রসৈঃ।
ইয়ং বিনোতু মাধুর্য্যময়ী কাদম্বিনী জগৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিতায়াং মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং পূর্ণমনোরথো নামাষ্টম্যমৃতবৃষ্টি ॥ ৮ ॥

সমাপ্তেষা মাধুর্য্যকাদম্বিনী ॥

ভাবে ধ্যান মাত্রই ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। প্রেমেও স্ফূর্ত্তির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে এবং শ্রীভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে ॥

অন্বয়—কৃষ্ণচৈতন্যাৎ মাধুর্য্যবারিধেঃ উদ্ধৃতৈঃ রসৈঃ ইয়ং মাধুর্য্যময়ী কাদম্বিনী জগৎ বিনোতু ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মাধুর্য্য-বারিধি হইতে উদ্ধৃত রসের দ্বারা এই মাধুর্য্যময়ী কাদম্বিনী জগৎকে তৃপ্ত করুন ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিখিল রসামৃতমূর্ত্তি; তাঁহার মহামাধুর্য্যময় লীলাসমুদ্র হইতেই মাধুর্য্যকাদম্বিনীর বর্ণিত বিষয়াদির অনুভব সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারই বিস্তারিত লীলামাধুরী হইতে উদ্ভূতা এই মাধুর্য্যকাদম্বিনী অমৃত বর্ষণ করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ নিখিল জগৎকে পরিতৃপ্ত করিবে—গ্রন্থকার এইরূপ আশা করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে পূর্ণমনোরথ নামক অষ্টম্যমৃতবৃষ্টি ॥ ৮।

হিতবাদীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল, কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। ২৪।৮।১৩৩৩ বাং।

মাধুর্য্যকাদম্বিনী সমাপ্তা ॥